

www.pujari.org

ALRELLE ALEXALES

Authentic Indian Cuisine



BANQUET FACILITIES AVAILABLE CATERING FOR ALL OCCASIONS

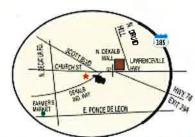
LUNCH BUFFET

Mon-Fri: \$6.95 Sat & Sun: \$7.95

DINNER BUFFET

Mon-Fri: \$8.95 Sat & Sun: \$9.95

Hours: 11:30AM-11:00PM (Last order 10:30 p.m)



TWO MORE NEW LOCATIONS VERY SOON

1713 CHURCH STREET, DECATUR, GA 30033 TEL: 404-296-9999



which you will find only in

MIRCH MASALA

HARABHARA KEBAB (VEG.)

CHICKEN LOLLIPOP

CHILI PANNER (VEG.)

PANEER AMRITSARI (VEG.)

CHILLI MOGO (VEG.)

MARU BHAJIA (VEG.)

DABA GOSHT

RARA CHICKEN

RUMALI ROTI

LACHHA PARATHA

AND MANY MORE



দূর্গা পূজা আনে বাঙালীর জীবনে খুশি ও আনন্দের জোয়ার। বছরের এই সময়টাতেই আমরা অধীর আগ্রহে মা দুর্গার পিতৃগৃহে প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় থাকি। আজ বাঙালীর কাছে দূর্গা পূজা কেবল এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানই নয়, এক সামাজিক মিলনমেলা। মা দূর্গার আগমন অন্তরাত্মাকে করে তোলে উজ্জীবিত, এবং সেই আনন্দের স্বর্ণছটায় বাঙালীর জীবন হয়ে ওঠে প্রানবন্ত।

পূজারী গোষ্ঠী চিরকালই একনিষ্ঠভাবে দুর্গাপূজো পালন করে এসেছে। আজো ২০০৪ সালের শারদীয়া দুর্গোৎসবে পূজারী আপনাদের সকলকে জানাচে ছব্দ সাদর অভ্যর্থনা। আসুন আজ আমরা সমস্ত ভেদাভেদ ভূলে মা দুর্গার চরনপ্রান্তে প্রণত হই এবং মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে শান্তিলাভ করি। আজ সুদীর্ঘ বহু বহুর হল পূজারী দুর্গা পূজা পালন করে এসেছে। ধর্মীয় ও ভৌগলিক সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে পূজারীর দুর্গাপূজা আজ শুধু আট্লান্টাতেই নয়, জর্জিয়ার প্রত্যন্ত কোনে কোনে সমাদ্ত। এই আনন্দোৎসবে জর্জিয়ার প্রতিবেশী রাজ্যের মানুষেরাও সামিল হোন, এবং তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কমও নয়। পূজারীর শুভাকাঞ্জীদের এই সমর্থনকে সম্বল করে আমরা আশীর্বদ করুন যাতে আপনাদের এই অকুষ্ঠিত সমর্থনকৈ সম্বল করে আমরা যেন আরো বহু বহুর ধরে আমাদের এই উৎসব একইরকম নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্যাপন করতে পারি।

পূজারী চিরকালই বাঙালী সংস্কৃতি, পরস্পরা, সাহিত্য, সঙ্গীত এবং ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। অথচ এও সত্যি যে পূজারী অন্যান্য মূল্যবোধের অন্তিত্ব কে অস্বীকার করার মত সংকীর্ণতা দেখায়নি, বরং পরিবর্ত সংস্কৃতি ও তার মূল্যবোধকে নিজের মধ্যে অর্ন্তগত করে ফেলার ঔদার্য প্রদর্শন করেছে। এবছরের দূর্গোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত আমাদের এই নিবেদন, 'অঞ্জলি', আমাদের কাছে যা প্রিয়, যা সম্মানিত, তারই বহিঃপ্রকাশ। সেই প্রিয়, সম্মানিত ও বিশিষ্ট মূল্যবোধগুলি হল শ্রদ্ধা, সততা, একনিষ্ঠতা, উৎকৃষ্টতা এবং পরস্পরের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও তালোবাসা। আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি যেন আপনারা অঞ্জলি পড়ে খুশি হোন্, আপনারা যেন সম্পূর্ণভাবে আনন্দলাভ করেন। পূজারীর তরক থেকে আপনাদের জানাই শারদীয়া দ্র্গা পূজার আন্তরিক অভিনন্দন। পূজারী গোষ্ঠী সম্পর্কে আরো গভীরভাবে অবহিত হওয়ার জন্য আপনাদের আমন্ত্রন জানাই আর্ব্রজালে আমাদের ঘরে, যার ঠিকানা হল www.pujari.org.

এই আনন্দের দিনে পূজারী স্মরণ করছে শ্রন্ধেয়া ডঃ জয়ন্তী লাহিড়ীকে। আজ উনি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের চিন্তায় ও কাজে তাঁরই ছায়া প্রতিফলিত হচ্ছে। ডঃ লাহিড়ি সহস্র মানুষের জীবনে যে ছাপ ফেলে গেছেন তা সহজে ভোলার নয়। ২৬-এ এপ্রিল ২০০৪ সালে উনি স্বর্গারোহন করেন। পূজারীর প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা, বৃহ্ধর সমাজের প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধ, এবং জীবনের প্রতি তাঁর দুর্দান্ত ভালোবাসা ছিল সর্বজনবিদিত। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থণা করি জয়ন্তীদির মহৎ আত্মা যেন প্রমাত্মার কোলে শান্তিলাভ করেন।





The Durga Puja, festival of mirth and bounty, has always been celebrated by Pujari with due fervor. This is the time of the year, when we await with joyous trepidation Ma Durga's return to her parental home and she brings with her the aura of festivity and celebration. The social aspect of the Puja is no less important, as it brings together people in a unique convergence of unified fraternity and festivity. The divine spirit of Ma Durga transports one's soul into an ecstasy of delight. One is struck with awe and wonder when one delves deeper into Puja consciousness because Durga Puja has become more than a religious festival.

To celebrate Ma Durga's homecoming, Pujari welcomes you all to Durgotsav 2004. It is an occasion for the devotees to seek the blessings of Goddess Durga, a symbol of joyfulness, peace and benevolence. Durga Puja, by Pujari, over last two decades, has outgrown its religious and geographic connotations to a large extent as people from Georgia and neighboring states celebrate it with us. This has become a reality only because of the commitment, love, support and appreciation we continued to receive from you and our esteemed patrons. Our sincere hope is to continue to receive your unshakable commitment as we strive to remain conscious of our centuries-old tradition and practices- a legacy and awareness that will persist long after the present generation.

Pujari, being a promoter of Bengali culture, tradition, literature, music and heritage in the United States Of America, has always regarded and integrated other value systems in it's advancement, and this year's Puja Magazine, "Anjali", has a true reflection of some of our core values - Respect, Integrity, commitment, excellence and a true spirit of camaraderie. We sincerely do hope you will find the contents heartwarming and enjoyable. From all of us at Pujari, we wish you a very happy Durga Puja. For more information about us and our activities, please visit our website at www.pujari.org.

Pujari remembers Dr. Jayanti Lahiri in thoughts, actions and deed.....a life, which made a difference to thousands, is no more among us today. She left for her heavenly abode on April 26, 2004. We treasure her dedication to Pujari, her commitment to the community and her values and appreciation for others. We pray to God to give peace and rest to her departed noble soul.





K.B.ZAVEREE

Diamond, 22k Gold & Gemstone Jewelry
Suite #300 B, 5775 Jimmy Carter Blvd Norcross (Atlanta) GA
Fax: (770) 368-9950 website: www.kbzaveree.com
email: kbzaveree@bellsouth.net. Call for Directions

Tel: (770) 368-9990

The most trusted name in Southeast US



Pujari Atlanata, Inc. Annual Durga Puja 2004

Website:

www.pujari.org

Address:

1795 Whitehall CT Marietta, GA-30066 Phone: 678-560-6735

Executive Committee:

President:

Samaresh Mukhopadhyay

Vice-presidents:

Soumya Kanti Das Satya Mukhopadhyay

Secretary:5

Sudipto Ghose Indroneel Mazumder

Treasurer:

Susanta Saha

Cultural:

Up to 50% off

on Diamonds

and Gemstones

Raja Roy

Contents

nts

মনের জানালা খুলে: জবা চোধুরা	1
Barir Pujo Bishnupur: Aradhana Bhattacharya	3
দুর্গা পূজা : সুদেষ্ণা দত্ত	5
A Ghazal to My Father : Amitava Sen	7
ভ্যালেন্টাইন্স ডে : অনুরাধা গুপ্ত	10
দুর্গা দুর্গা : শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী	12
Foreward: Amit Chaudhuri	15
সিলেট্ কন্যার আত্মকথা : বিজয়া চৌধুরী	17
কথোপকথন : অনুরাধা গুপ্ত	20
বাংলা কবিতা: দিলীপ ভৌমিক. অরুণ কুমার দাশ	21
ভারতের ধর্ম : অঞ্জলি দাশগুপ্ত	22
কোলকাতার নোট্বুক	23
সেকালের ও একালের কোলকাতা : ডঃ সুমিত্রা খাঁ	24
Fashions and Malls of Kolkata: Swagata Bose	26
কোলকাতার ফেরিওয়ালা : প্রসেনজিৎ দত্ত	29
Santiniketan-The Land of Tagore: Sutapa Datta	31
Presidency - Then and Now : Dr. Indrani Datta-Gupta	33
My Childhood Reminiscences : Prosenjit Dutta	36
কোলকাতার খানা-খাজানা : ইন্দ্রনীল মজুমদার	39
আর্ন্তজালে বাংলা	40
Recipe Corner : Indrani Ghose	41

ক্ৰমশ../contd.





The Largest and Exclusive Appliances Store in Southeast

220V/110Voit Appliances · TV · VCR · CD Player · Toys · Cameras Kitchen Appliances · Phones · Stereos · Fax Machines · Microwave Oven Seiko-Citizen-Casio Watches · American Tourister · Samsonite Luggage Brand Name Perfumes · Parker-Cross Pens · Rayban Sunglasses Rice Pearls - Corals - Jade - Calculators - and many more Gift items.





WE DO DIGITAL VIDEO CONVERSION FROM PAL TO NTSC & NTSC TO PAL

220V/110V APPLIANCES

Tel/Fax: (404) 299-9196

1713 Church St., Suite A-1, Decatur, GA 30033 Hours: Tue. to Sun. 11am-8pm · Monday Closed

Asian Groceries, Video and Vegetables

Visit Us for...

One stop shopping for

GOKUL SWEETS

SNACKS · KULFI & CHAT BHANDAR

D

Σ

ERVF

S

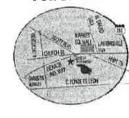
Not Just another Sweet Shop But a Unique Taste and Freshness You've been missing for so long

Come Visit Us and Taste our **Authentic Indian Sweets** Chat Bhandar and Kulfi

Fresh & Daily Made

CATERING FOR PARTIES & ALL OCCASIONS

NOW TAKING ORDERS FOR DIWALI



SPECIAL SWEETS

14 DI. (USH IS KAJUROLL 16 PISTA ROLL

22 YELLOW CHAM CHA 21. PINK CHAM CHAM 24. RAS MADILURI 75. SANUVIJI H 26. RAS MALAI

SWEETS 29. FEDA 36. KESARI PEDA 33. ANGOORI PEDA 32. PLÁIN DAKIS 33. BADAM BARFI 34. P. STA RÁRFE L' CHOCLATE CARE M. COCCHUT BARTI

42. MESODR PAK 42. BALLISAI 44. SOIIN HALWA

I/ JUDHUHALWA IE jea fruitfalwa

AMUAH (HEGAN SC. ABUMAH (HEGAN ST. LODGL LICEAL RHOITON, SE S TALEBUTEEGA

SA TALERI (MELLOW) SA MARTI SC BURAN DARIT ST. DUDN PAFOI AL SPEEN PETER

69 A NERI PALAKAND 70 KESARI KALAMANCI ... X MONY MOTO

2. ANGOORI BASUND

TI. DAY YADA

FINE SEV BIKANERI SEY PATABUNDI WASALA BUND

14 KAUU WASALA

15 KAJU BUK PEPPER 16 KARI MIWIA 17 ERYCHAMA DAL IN FRYTHER PEAC 19 THEYDS 10 FARARI CHEVDA 19 NA ACOT

23 HIZAH DAL NOCT 24 REG MIKTURE 25 HOT NICTURE 76 GUJARATI MOTURE

KULFI 2. PISTAHULTI AALAUKULFI 4 SINAWBIRREKULF 5. DRY FRUIT KÜLFI

CHAT BHANDAR PAY BAAN' BHEL AIC PAAN PURI DAHI PURI DAHI PURI SANOSA CHAT RAGOA PATTOS REGIO GIAT A ALU DONDA CHAI

1 FLOWER GANTIA

groceries, vegetables and movies Everyday Low Prices

Convenient Location (Only 1 mile from I-75)

Large selection of Hindi, Telugu and Tamil movies

Great Customer Service



OPEN

Monday 12 - 7 Tues - Sun 10 - 8:30

Phone: (770) 971-SHIV (7448)

EASTGATE Shopping Center 1812 Lower Roswell Road, Marietta, GA 30068

Directions: From I-75 take Exit 263 for loop 120. Go East towards Roswell. On 2nd traffic light make Left on Lower Roswell Road. We are on the left in Eastgate Shopping Center

Anjali



Pujari Atlanata, Inc. Annual Durga Puja 2004

F ditorial Team:

Sutapa Datta Prosenjit Dutta Indroneel Mazumder Anindya De Paromita (Thosh Amitabha Datta

Cover Design and Layout: Sutapa Datta

Advertising Liaison:

Sudipto Ghose Amitesh Mukherjee Aninday De Debojyoti Roy Gauranga Banik Indroneel Majumdar Kallol Nandi Satya Mukhopadhyay Sushanta Saha Soumya Kanti Das Sanjeev Datta

Off-shore assistance:

Bimal Patwari, Pinnacle Infotech

Poetry: Joti Chakraborty-Sengupta আবর্তন : গীতা সেন 43

In Memory of Dr. Jayanti Lahiri Reprint of an Article from Atlanta Journal Constitution

রসিকতা : সুস্মিতা মহলানবীশ

Contents

51
52

প্রকৃতি : শ্যামলী দাশ	57
বাসাংসি জীর্ণাণি : রেখা মিত্র	58

বাংলা কবিতা: সুতপা দাস, সজল চট্টোপাধ্যায়	61
ছোটদের খেলাঘর	62

Suporna Chaudhuri, Sampriti De, Sudeshna Datta, an	d
Chirasree Mandal, Moyna Ghosh	

Thurst Affectans - Our Duar Culture Brings Our	б
Community's Success: Kunal Mitra	
অনেক দূরে অনেক কাছে : ইভা খাস্নবীশ	7

উপনয়ন : মীরা ঘোষাল	74

Key to the Best Mortgage, Credit Scores: GC Banik	77
পাকবৈবাহিক আশ্বন্ধা • মনোভিৎ ঘোষাল	90

चान्द्रनाद्र मा का. मुखालि द्वापण	
Diabetes: Dr. Tarun Ghosh	8

Duringi Aghivition 2004 at a Clause	_
Pujari Activities 2004 at a Glance	8

Friendship * Brotherhood * Respect * Freedom * Celebration * Creativity * Joy

একটা চিঠি : রোহন কদ্দস

Board of Directors and Executive Committee of Pujari

appreciate your help, support and encouragement. Durga Puja would not have been possible without help from the following people. Pujari always encourages your active involvement in all our activities. We appreciate your participation.

- Puja Purohits: Amitesh Mukherjee, Bhasker Banerjee, Nipendra Bose
- Puja Preparation: Shyamali Das, Bulbul Banik, Moly De, Modhumita Mukhopadhyay, Haimanti Mukhopadhyay, Sharmila Roy
- Invitation: Haimanti Mukhopadhyay, Subojhit Roy, Anindya De, Sanjukta Halder, Paromita Ghosh, Swagata Bose, Sutopa Das
- Stage Decoration: Sanjukta Halder, Paromita Ghosh, Swagata Bose, Sutopa Das
- Ad Collection: Samaresh Mukhopadhyay, Sudipto Ghosh, Satya Mukhopadhyay, Kanti Das, Debajyoti Roy, Neel Majumdar, Gouranga Banik, Sushanta Saha, Kallol Nandi, Shubhojit Roy, Anindya De, Prosenjit Dutta, Sanjib Datta, Amitesh Mukherjee
- Food Transportation/Distributions: Sudipto Ghosh, Satya Mukhopadhyay, Kanti Das, Sushanta Saha, Prosenjit Datta, Sharmila Roy, Rima Saha, Supriya Saha, Mukta Saha, Joyanta Mohalnabis, Dola Roy
- Sweets Management: Bulbul Banik, Rima Saha
- Sweets Preparation: Bulbul Banik, Moly De, Mukta Saha, Modhumita Mukhopadhyay, Sutapa Das, Jaba Chowdhury, Nita Bose, Mamata Paul, Rekha Mitra, Mahasweta Bhowmik, Urmila Mitra, Chaitali Basu, Bula Gupta, Shanta Gupta, Soma Chowdhury, Indrani Ghose, Rima Saha, Ruma Das, Bulu Das, Sushmita Mahalonabis
- Facility Management: Sushanta Saha, Gaurango Banik
- Web Hosting: Samaresh Mukhopadhyay
- Cultural Program and Drama: Debjyoti Roy, Bonhi Nandi, Rakhi Banerjee, Tania Majumdar Adrita Khanna, Debosree Dutta, Rupa Bhaumik, Milly Poddar and many others
- Sound and Lighting: Kallol Nandi, Swapan Chowdhury, Subhojit Roy, PK Das, Amitava Sen, Bob Ghosh, Kanti Das
- Stage Management: Debjyoti Roy, Tania Majumdar, Bonhi Nandi, Neel Majumdar, Rahul Das, Sudip Das, Swagata Bose, Pabitra Bhattacharyay, Jaba Ghosh, Subroto Roy
- Magazine: Sutapa Datta, Amitabha Datta, Neel Majumdar, Prosenjit Dutta, Anindya De, Paromita Ghosh, Samaresh Mukhopadyay
- Public Relations: Pranab Lahiri, P.K. Das, Samaresh Mukhopadhyay, Gouranga Banik, Sudipto Ghosh, Kallol Nandi, Subhojit Roy, Soumen Ghosh, Anindya De
- Donation Collection: Pranob Lahiri, Sudhamoy Bhattacharyay

We apologize in advance for any unintentional omissions of names or contributions



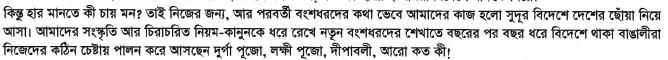
www.pujari.org

মনের জানালা খুলে...

আকাশের নীল সমুদ্রে যখন সাদা মেঘের পানসীগুলো ভেসে বেড়ায় আর বাতাসে ভেসে আসে ঢাকের টাক-ডুমা-ডুম --জীবনের হাজারো ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে মন তখন ছুটে যায় এক নতুন দিগন্তে, বাস্তবকে পেছনে ফেলে।বিশেষ করে উচ্চাকাঙ্খা এবং জীবনের আনুষঙ্গিক তাগিদ যখন

মানুষকে বিদেশে বাস করতে বাধ্য করে, তখন ঢাকের ওই টাক-ডুমা-ডুম যেন আরো বেশী করে কানে বাজে।মনে হয় মালা থেকে খসে পড়া এক একটি পুঁতি যেন এক একটি ঘটনা, আর ঝিনুকের বুকে খুঁজে পাওয়া মক্তোর মতোই সমান দামী। মনে পড়ে সেই ছেলেবেলায় বাবার হাত ধরে পূজোর জামা কেনা-কাটা থেকে শুরু করে কুমোর পাডায় ছুটে গিয়ে মূর্তি গড়া কতটা হলো খোঁজ নিয়ে আসা. পাড়ার ছেলেমেয়েদের সাথে দল বেঁধে পজো দেখতে যাওয়া.....অতীতের সেইসব সুখের দিনগুলো মনকে আকুল করে আর তারই সাথে মন হারিয়ে যেতে চায় বার বার

হ্যা. সদর আমেরিকায় বসে দেশকে অনেক বেশী মনে পড়ে। আপন লোকেদের আর চেনা অচেনার ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া অনেক মুখই মনের আয়নায় উঁকি দিতে থাকে। ফোনে খবর আসে কখন জামাইন্ঠী আর কখন রথযাত্রা. ফুটবল খেলায় মোহনবাগান জিতল, না ইষ্টবেঙ্গল, পৌষ সংক্রোন্তিতে পিঠে-পুলি কত হলো, আর শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় কত ঘটা হল। কেমন যেনো উদাস হয়ে যায় মন তখন। কত কী হারাচ্ছি আমরা বিদেশে থাকতে গিয়ে।



পূজোতে দেশে যাবার সুযোগ আমাদের তেমন আসে না। বহুদিন পর অনেক শখ করে একবার পূজোতে দেশে যাবার ব্যবস্থা হলো। পূজোতে দেশে যাবো......এতে আমাদের উৎসাহ যেন বহুগুণ বেড়ে গেলো। যাবার পথে আমাদের পাঁচ বছরের মেয়েকে কতো গল্প শোনালাম...রামের অকাল বোধনের কথা. মা দুর্গা কী করে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, মা দুর্গার ছেলে গণেশের মাথা কেঁদো হাতীর মত ...আরো কতো কী। ওই গল্প কখন আমাকে আবার আমার ছেলেবেলায় পৌছে দিলো---মনে পডলো আমাদের বাড়ীর সামনেটা কেমন শিউলী, গন্ধরাজ আর গোলাপ ফুলে ভরে থাকতো। পাড়ার পূজোর ফুল জোগানোর ভার থাকতো আমার ওপর। তাই ভোর হতে না হতেই ঘুম থেকে ওঠে আমি ফল কডোতে শুরু করতাম আর বড় বড় দু'ডালা ভরা ফুল পৌছে দিয়ে আসতাম পূজো মন্ডপে। ওই শুনে মেয়ের আমার কী উৎসাহ।দেশের বাড়ীতে পৌছে ওই সবই করতে চায় ও। কিন্তু এতো বছর আগের আমার ছেলেবেলার গল্পের সাথে বাস্তবের তেমন মিল থাকার তো কথা নয়। এতে আমার মেয়ে ত্যা হতাশ হলো। এতোদিনে বাড়ীর চেহারাও বদলে গেছিলো। ফুল বাগানের জায়গায় গড়ে উঠেছে দালানবাড়ী আর বাগান জায়গা নিয়েছে ছাদে। আমার কাছে শোনা গল্পের সাথে খুব কমই মিল খুঁজে পাচ্ছিলো তৃষা। বিশেষ করে পুজোর সপ্তমীর সকালে লাল টুকটুকে শাড়ী পড়ে ও যখন পুজো মন্ডপে গেলো. দেখলো ওর সমবয়সীদের সকলে জীনস আর বিদেশী ফ্যাসনের জামাকাপড় পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক'জন তো ওমন করে তৃষার দিকে তাকালো, যেন ... 'এ আবার কোথাকার জীব!' বুঝলাম বিদেশের অনুকরনে দেশ আমাদের কত তৎপর হয়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষের সব বড় বড় শহরেই পরিবর্তনের ধারা পাশ্চাত্যমুখী। নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন থেকে শুরু করে সব কিছুতে ই পাশ্চাত্যের অনুকরন। আগেও যে তা ছিলো না তা নয়। কিন্তু গত ক'বছরের পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে উঁচু মহলে যুবক-যুবতীদের মধ্যে বাংলা বলার রেওয়াজ উঠেই যাচ্ছে বলা ভালো। নেহাৎ ঠাকুমা-দিদিমারা রয়েছেন----তাই খানিকটা বাংলা বলার অভ্যেস রয়ে গেছে আজ ও। সেই তুলনায় বিদেশে বসবাসকারী বাঙালীদের মধ্যে বাংলাকে ধরে রাখার যে উৎসাহ, তা সত্যিই অতুলনীয়। একদিন আমার এক বন্ধু মজা করে বলেছিলো, 'বিদেশে থাকা বাঙালীরাই বাংলাকে বাঁচিয়ে রেখেছে'। শুনে বেশ অবাক হয়ে গেছিলাম সেদিন। তারপর একদিন যখন মা হলাম আর চেষ্টা করতে শুরু করলাম নিজের সম্ভানদের বাংলা শেখাতে. নিজেদের মূল্যবোধ আর সংস্কৃতি শেখাতে...সত্যি করেই বুঝতে ওরু করলাম বন্ধটির বলা কথাটিকে। বাংলাকে যারা বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন, আমিও তাঁদেরই একজন আজ। বাংলায় ইংরেজদের আধিপত্য ছিলো বহুদিন . আর সেজন্যই বোধহয় বাঙালীদের ইংরেজীর জন্য ভালোবাসা অসীম। আমি শুধু পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদের কথাই বলছি না. দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলায় যারা বাস করতে শুরু করেন ইংরেজীর জন্য ওদেরও সমান ভালোবাসা। আমার এক মাসতুতো দিদির বলা একটি ঘটনা খুব মনে পড়ছে। একবার এই দিদি বেশ ক'বছর পর সপরিবারে দেশে বেড়াতে যাচেছ। যাবার আগে ছেলে রাজ আর মেয়ে তননীকে শিখিয়ে নিয়ে গেছে দেশে গিয়ে যেন ওরা বাংলাতেই সবার সাথে কথা বলে। তো. দেশে পৌঁছাবার প্রদিন কয়েকজন পাড়ার লোক ওদের সাথে দেখা করতে আসে। রাজ আর তননীকে নিয়েই ওদের ছিল বেশী উৎসাহ। আমেরিকার গল্প শুনতে চায় ওরা সব। দু'ভাইবোনে তখন অনেক গুছিয়ে বাংলায় সবাই যা যা জানতে চায় তা বলছিল। খানিক বাদে ওদের উৎসাহে ভাঁটা পড়লো। একজন তো বলেই ফেলল, 'আমেরিকায় থাকলে কী হবে, অনুরাধার ছেলে-মেয়েরা ইংরেজী কিছুই শেখেনি'। কেন আমরা মাতৃভাষাকে এতো অবজ্ঞা করতে ভালোবাসি ?

খেই হারিয়ে যাচ্ছে বারবার। মনে হচ্ছে যেন তানপুরার তারগুলো অনাদরে অবহেলায় গেছে ছিঁড়ে আর আমি বারবার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছি সেগুলোকে জোড়া দিয়ে আবার সেই অতীতের অতি পরিচিত তানটাকে বাজাতে, কিন্তু বাজছে না কিছুতেই। সময় সত্যিই বড়ো নিষ্ঠুর ---সময় সময় !!

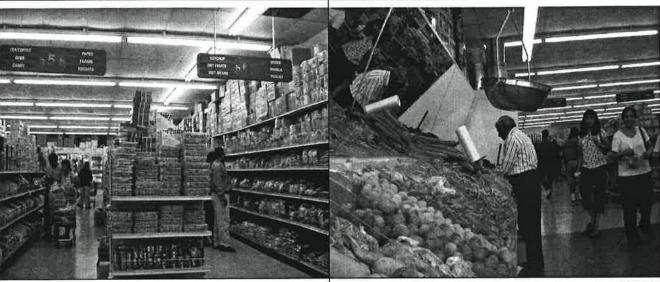
Seasons greetings from:

Phone: 404-296-2696

PATEL BROTHERS

Indo-Pak Grocery

The lowest priced grocery items at South East





Conveniently located at the heart of Decatur at:

1711 Church Street

Decatur, GA-30033



'Barir Pujo' - Bishnupur

Aradhana Bhattacharya, Atlanta

The second term exams had just ended. It was easy to forget the outcome of a disastrous Math paper in the simple fact that tomorrow was 'Sashti'. No more school and no more exams....At least for a while! On the way back in the school bus most of us were lost in thoughts...trying to chalk out a timetable for the four days of 'Pujas'. Much to my surprise, just as I returned home, Ma sprang a big surprise! "Pack your bags, we are going to Bishnupur tomorrow." Trying to figure out what caused this sudden change of plans I started to draw a mental picture of all that I would be missing out with my friends here in Kolkata. Ma's words were law so any further protests would have been futile

Bishnupur is my maternal grandfather's country home. Around hundred kms away from the claustrophobia of Kolkata, this sleepy suburban township cradles a flamboyant historical past. Famous for its silken tradition in 'Baluchori' saris, rare 'ganijifas', delicate carving on conch-shells and bell metal artifacts, it is also a hotspot for 'Heritage Tourism'. This ancient capital of the 'Malla' Rajas is a repository of exquisite terracotta temples that has withstood the vagaries of both nature and time.

Our luxury bus got rolling as early as six in the morning from a busy terminal in Esplanade. After sulking little, I could not help enjoying the four-hour journey! Someone had so correctly pointed out - "minds, like parachutes." work best when open". After passing through the routine smoke, congestion and traffic iam of Howrah, the landscape gradually started changing. From the din of a concrete jungle to a plethora of greenery and fresh air. The occasional trucks, private cars, cycle rickshaws, and bicycles had replaced the double-deckers, trams, minibuses and hand pulled 'thelas'. From the outskirts of Hoogly to Jairambati where we stopped briefly to offer 'puja', our journey continued through Arambagh and the jungles of Jaipure. Dotted with a thick concentration of Sal and Mahua trees, these jungles were at times visited by the wild elephants from the Dalma hills in search greener pastures, or so I had often heard from my grandfather.

The florescent blue sky with mast, the white crowns of 'Kash gentle breeze and the land matching the vermilion of a clearly that we had reached our A cycle rickshaw from the narrow lanes, shaking my navigating the hillock like speed the middle of the very bald 'Malleshwar'. As Ma haggled made a quick survey of the a contrast to the sleepy lanes of variety of people and bursting Giant wheels, merry-go-rounds



wispy white clouds sailing in full 'swaying to the tune of the undulated vivid crimson of the newly wed bride pointed out destination - Bishnupur.

'Pokabandh' peddled through every bone to the core, while breakers and finally stopped in ground of 'Bhattacharjeepara' in over the rickshaw fare, my eyes entire vicinity. The place - quite our ride, was burgeoning with a into a kaleidoscope of activities. and swings were setup

everywhere; a number of makeshift stalls selling colored bangles, sweets and other country curio mushroomed here and there. A village fair was in the making...

In front of me, on the right stood the 'Durga-dalan'of our familial home; surrounded by heavily carved pillars, as if lending their shoulders to support the heavy weight of decades. My little heart filled up with joy at the sight of familiar faces. Dadu and Dida came rushing down the walkway to greet us along with the other family members, most of whom had gathered around the Puja- platform. Some to watch and some to supervise the decoration of the enormous 'ekchala protima' dazzling in the ancestral jewelry. Harida, who bore an uncanny resemblance to 'Jai baba Felunath's' Sashi babu, was rendering finishing touches to the idol "The ashur has always been green" Dadu explained.

After the initial greetings, we were ushered into the main house. Our room was on the second floor .The wooden ceiling high shuttered window opened to the pleasant view of 'Kajladighi'. A few pieces of furniture - the heavily embroidered four-poster and a solid dark mirrored almirah, all in Mehogany, lent an antique look to the room. After taking a quick shower Dadu took me on a tour of the house. There were around twenty-five rooms spread

over two floors. The kitchen, a spacious dining area that could easily accommodate a large portion of the invitees during the festivals, the family puja-room, an adjoining office area where one of our great grandfathers once

d



practiced law - all were mostly on the first floor and the bedrooms lined the second. The most attractive of all these rooms was the 'Hall –ghar', a sizable room surrounded by mirrors on all sides, a crystal chandelier hanging timelessly at the center. To my utter amazement, on one of the walls hung a series of ancestral photographs; all in black and white adding to their sedate look and complimented by a family tree that seemed quite elaborate.

The ceremonies for 'Sashti' began with 'Bodhon' - the official unveiling of the idols; amidst the loud rhythmic strokes of 'dhak' and 'kanshorghanta', pumping our adrenalin with each beat. The rest of the evening passed mainly in getting to know our relatives. I was meeting some of them for the very first time, owing to Baba's transferable job. After the activities of a busy day, I lost myself in deep slumber unmindfully lending my ears to the clatter of the longstanding ceiling fan.

'Saptami' morning witnessed an increased hustle-bustle in the household. Quite a few of our fieldworkers had arrived to help out with the increased workload of Puja preparations. One of the most exciting events of the day to me was the bathing ceremony of 'Kala Bou'. Along with all the youngsters of the family, I accompanied 'Purutmoshai' and some of the elders in a grand procession to the sandy banks of 'Barui' river, where the ritual was observed with 'dhak','dhol', and 'shanai' playing in the background. Later 'Kala Bou' was draped in a yellow sari and the triumphal procession escorted her back .The rest of the day passed in celebrations .The entire family sat in rows on the floor of the dining room, where we were served 'Bhog' by the elders. All around there was a pervasive togetherness, quite tangible and contagious. Never before had I received the opportunity to cut fruits for 'prasad', prepare the lamps for 'aarti' or blow the conch shell at our local Puja in Kolkata, as I did here.

Right after 'sandhyaarti', I joined the others to have fun at the village 'mela' that was in full swing right outside the house. A few quick rides on the giant-wheel, a handful of gunshots at the balloon-booth and some whimsical shopping of earthen toys, made me realize that though away from the glitz and glitter of the big city, I was not missing it that much!

'MahaAshtami' was the culminating of our relatives from the neighborhood villagers were invited for lunch. It was Interestingly, owing to the heavy land, the offering was a 'chalkumro' my relief). After an extensive luncheon, together in the 'Hall-Ghar' to indulge in awake at 'Shandhipuja' during midnight. the evening failed to dampen our new outfits, I joined the rest of the goddess at 'Sandhipuja'. As the saying 'Chamunda' to kill 'Mahishashur' at this eight lamps were lit and the 'aarti' was the fan-fare.

'Navami' morning had a slight nip in the of Ma's aunts who lived away from



point of the four-day festivities. Most along with a large population of the also the day of the sacrifice. influence of 'Vaishnav' culture of the rather that any living being (much to most of the youngsters hurdled a quick nap, as we had to keep The few untimely showers late in spirits. Dressed in one of my many family to pay homage to the goes, 'Parvati' took on the role of auspicious hour. One hundred and done amongst much grandeur, and

air. Just after 'anjali'; along with two Kolkata, we decided to take a tour

of a few temples of the vicinity. Jorbangla, Madanmohan and Shyam Rai being some of the most eminent temples of the region, bore evidence of exquisite craftsmanship and imagination. The richly decorated walls of these shrines depicted different aspects of Krishna's life. These lifelike portrayals underlined the fact that terracotta work had reached its zenith during the seventh and eighteenth centuries. The other piece of attraction that was quite absorbing included the Dal-Madal canon. The local legend goes — Madan Mohan had himself stepped out of his temple and fired this canon to save the land from its enemies.

'Navami' was of special significance to the household .In addition to the 'Maha aarti' and the grand luncheon, a musical extravaganza was to take place late at night, in the 'Durga- dalan' of the mansion. This program being a special attraction of the Puja days, showcased vocal performances by some of the eminent Dhrupad singers of the region. Late Sri Ramshankar Bhattacharya, one of the great-great grandfathers in the family, was among the forefathers of 'Bishnupur gharana' of music. Jadubhatta, Gyan Goshai all prodigies of the gharana, had taken this genre to colossal heights.

The 'dhrupad' performances continued through the wee hours of the morning. The solemn mix of somber renditions at the feet of the mother goddess along with the pervading silence of the night left a packed audience totally mesmerized.



www.pujari.org

The four days of 'Pujas' had passed; however, all the fun was yet to be over. After the initial 'Baron' and 'Sindoor Khela', on the day of 'Dashami', the tableau was immersed with a heavy heart in the family pond. Later in the evening an interesting ceremony took place in the 'Mela grounds'. Scores of village folks dressed in intimidating devil costumes (known as 'Ravankatas') were all over the place. Some dancing, some crawling and one of them carrying a gargantuan sword with which he effortlessly chopped off the head of the gigantic 'Ravana' effigy built of twigs and straw. What followed was a cacophony of drumbeats, whistles, squeals and firework. Later, the 'Ravankatas' were generously rewarded by the people of the neighborhood. I must say this whole experience was quite nerve-racking!

The five days of 'Pujas' had flown away within a wink of an eye. Ma related - "In my childhood days the entire family spent months in rehearsals, preparing for the family drama that was staged in the same 'Durga- dalan' on the day of 'Ekadoshi'. Unfortunately this tradition slowed down and got completely run over by the fast pace of our hectic schedules"

As I touched the feet of my elders, my little mind was lost recollecting the myriad memories of the last few days. Baba's tour at short notice had brought me closer to my roots. The entire experience seemed so surreal – too good to be true.

A brightly colored cycle rickshaw had pulled up at the main gate. It was time to take leave. I ran down the muddy pathway at the back of the house to bid my last farewell to the dilapidated family palanquin; that rested in one of the mossy corners of the pond, for god knows how many years now! Like many of the old pieces and traditions, it was quite forgotten. Ma called for me. Our tourist bus was to leave in another twenty minutes. As I settled down at the window-seat teary eyed, it felt as if I was leaving a part of me behind. On my way back reminiscing; I tried to carry the vestige of these past few fulfilled days in the chiaroscuros of my little red diary, with a firm promise of returning back the following year.

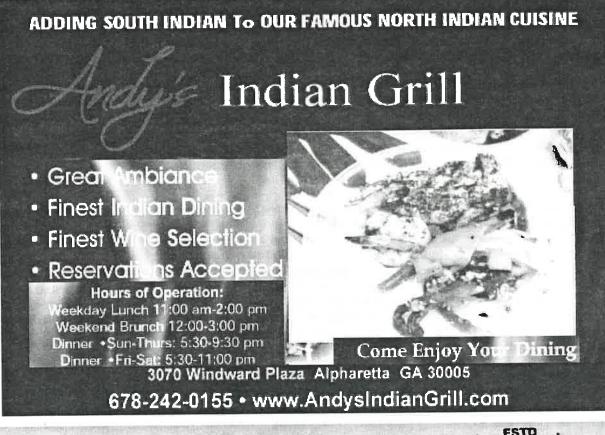


ঢাক কুড় কুড় বাজনা বাজে, তার সঙ্গে ঢাকী নাচে। এসো আমরা সবাই মিলে, কাটাই কদিন হেসে খেলে।

পূজোর দিনে পড়তে নেই, শুধু খেলায় বারণ নেই। নতুন কাপড়, নতুন গয়না, শুধু আনন্দ আর একটু বায়না।

পূজোর মজায় তাধিন্ ধিন, বাঁধন ছাড়া, নিয়মহারা হিসাব-হীন









A Trusted Name in Jewelry for Over 25 Years CHICAGO • ATLANTA • NEW YORK

ATLANTA SHOWROOM:

1594 Woodcliff Drive, Suite B Atlanta, GA 30329 Ph: (404) 320-0112

Oldest Jeweler in USA





Presenting a large Collection of 22kt. Gold jewelry in artistic Indian Designs, brought to you exclusively



A Ghazal to My Father

Amitava Sen, Atlanta 9/16/04

Not through command, nor decree, a lifelong lesson you taught me
Through action, interaction, the pattern of an exemplary life that's you, not me,
The innate worth of each human being, the meaning of friendship and trust,
To find common ground with a prince or a pauper, someone who is not me,
To reason with scientific rigor, yet understand with a poet's sensitivity,
To know what is authentic, what is hypothetical and abstract; you taught me
The infinite shades of grey between the black and the white that cloud the sky,
The infinite shades of green in the woods and forests in spring; you taught me
The infinite shades of meaning behind each spoken word, each glance of the eye,
The infinite patterns of joy and sorrow in the musician's notes; you taught me
The universal melody in a painter's canvas, a sculptor's form, a poet's lines,
A friend's laughter, a helpful hand, and a thoughtful word – this life is all about you, not me.

Note: Yesterday, 15th of September, was the first anniversary of my father's death. Some Atlantans have met him when he came to visit us in 1987. He retired as Deputy Director General for the North - Eastern Region, Geological Survey of India, in the mid-seventies. Apart from his various accomplishments as a geologist, his tales of adventure as a young trekker in remote areas of Northeast and South India, his ability to speak, read and write six Indian languages fluently, he cherished the arts and meeting people. He was an avid photographer and was involved in acting and directing plays. He founded a school, Rabindra Niketan, which taught Bengali language and culture in Hyderabad, and organized the All-India Bengali Literary Conference in the sixties. He counted among his friends numerous playwrights, actors, poets, musicians, painters, sculptors, and people like the Nizam and prince of Hyderabad, as well as his office's drivers and the peons who brought him his morning cup of tea - some of them acted in his Bengali plays as well, of course without spoken parts as they were non-Bengalis, but to great effect: I particularly remember our driver Yousuf as the giant Ravana amidst child

With my father and two sisters



actors in "Lakshman-er shakti shail".

D

HAI

FRVF

S

Super Bombay Bazar

Indo/Pak-Bangla Super Market

@ Center Point Shopping Plaza

Open 7 Days A Week

Monday - Thursday 10:30am to 9:00pm, Friday - Sunday 10:30am to 9:30pm.

A 28,000 Sq. Ft. Space Packed With Large Varieties of Groceries, Fresh & Frozen Vegetables.

The Best Prices In Town

FACILITIES: Western Union Money Transfer, Check Cashing, & Money Order

Convenient Location with Ample Parking @ 2201 Lawrenceville Hwy Decatur, GA 30033.

Tel: - 404-248-6400, Fax: - 404-634-9933 Email: atlantabombaybazar@yahoo.com

Natural • Identity

of New York

BEAUTY ARCHITECTS

Hair . Skin & Nails

We are dedicated to excellence in service and professional products to best serve you ... Our Most Valuable Client

We Offer you the latest in technology and science to deliver the best professional hair,

skin, body care & bridal updo, make-up, henna tatoos and threading.

1707 Church Street, Ste#C-3, Decatur, GA-30033

404-292-6230 · 404-292-6231

Jai Mata Di

Huge Navratri and Deepavali Sales Going On!!!

Exclusive Sarees and Churidars.

Rita Desai

K

Tel/Fax: (404) 296-1001

Kumkum Sari Center Japanese Saris • Silk Suits • Indian Silk Saris

Salwar Kameez • Duppatta • Wedding Dress
Sararas & Lachas • Children Wear • Indian Folklore Items & More.

Tue thru Sun 11 am to 7:30 Monday - Closed

1707 Church St., Suite C-6 Decatur, GA 30033



Grand Diwali Sale!



We will beat any advertised sale prices in the town!



ASIA JEWELER'S, INC. 1707 Church St. Suite C-7 Decatur, (Atlanta), GA 30033 (404) 294-1646

All at Asia Jewelers's are wishing Happy Navratri, Happy Diwali and prosperous New Year!

BRAHMA KUMARIS - LEARN TO MEDITATE - PH. 770-939-1480.

CHERIANS 21 Years of Excellance INTERNATIONAL GROCERY

Guaranteed Low Prices On Brand Named Items

751 Dekalb Industrial Way Decatur, Georgia 30033 Tel: (404) 299-0842 Fax: (404) 299-8789

Seasonal Indian Vegetables

Fresh Guava, Tindora, Guvar, Bitter Milan, Dudhi, Egg Plant, Turia, Thai Chili, Long Chili, Pathra Leaves, Valor, Papadi, Snake Guard, Okra, Curry Leaves, Pan Leaves, Parval, Punjabi Tinda, Fresh Tuver, Long Beans, Edo, Suran, White Turmeric, Gongura Leaves, Pickle Mango, Green Papayas, Water Coconuts, Mula, Dry Coconut, Dosakai, Gunda, Yellow Turmeric, Mint, Methi Leaves, and Many More Indian Specialties!

Fresh Vegetables - Fresh Snacks - Fresh Sweets
Appliances - Luggage
Groceries From All Over the World!

Hours: Mon-Sat 11am-9pm Sunday 12pm-9pm

South Indian Cafe 404-297-8882 India Silk House 404-297-9898

www.pujari.org

ভ্যালেনটাইন'স ডে

অনুরাধা গুপ্ত

রানা অফিস থেকে বাড়ি না ফিরে জয়াদের বাড়ি গিয়েই জয়াকে ফিজিক্স এর বই আনতে বলল। জয়া সেজেগুজে তখন বন্ধুদের সাথে বেড়াতে বেরচ্ছে, ও তো হাউমাউ করে উঠলো - রানাদা আজ আমি কিচ্ছুতেই পড়বো না, আজ ভ্যালেন্টাইন'স ডে না?

- -- ভ্যালেন্টাইন'স ডে কী সরস্বতী পূজোয় যে পড়তে নেই, বই আন।
- -- তুমি এই সবের কি বুঝবে? যা কাঠখোট্টা মানুষ।
- -- ম্যালা খ্যাচ্খ্যাচ্ করবি না, সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের নাম শুনেছিস?
- -- হাাঁ, শুনবো না কেন। আজকের দিনেই তো ওনার মাথা কেটে নেওয়া হয়েছিল. প্রেমের বার্তা প্রচার করেছিলেন বলে।
- -- তবেই বোঝো, একজনের গর্দান গেল, আর ওনারা চললেন সেজেগুজে হ্যাহ্যা করতে।
- -- বেশ যাও, প্রেমের তুমি কি বোঝ? তোমার আর এ জন্মে বিয়ে হবে না।
- -- কী বললি, দ্যাখ এক মাসের মধ্যে বিয়ে করে তোকে দেখাচ্ছি।

জয়া শুনে আবার হি হি করে হাসতে লাগল, এমা এক মাস পরে তো চৈত্র মাস, তখন বিয়ে হয় না কী? অবশ্য তোমার বিয়ে চৈত্র মাসেই হবে। রানা রেগে তখন জয়ার মাথায় এক গাটা মেরে বলে, লেখা নেই পড়া নেই, খালি পাকা পাকা কথা, কবে চৈত্র মাস, কবে শিবরাত্রি যতসব। ঠিক আছে বৈশাখ মাসের প্রথম বিয়ের দিনেই আমি বিয়ে করবো। কী ভাবিসরে আমায়?

রানা বাড়ি গিয়ে মাকে বললো -- মা, তাড়াতাড়ি মেয়ে দেখো, আমি বিয়ে করবো। এতোদিন ধরে মা সাধ্যসাধনা করছেন বিয়ের জন্য, ছেলের বিয়ে করতে মত হয়েছে শুনে খুব খুশি কিন্তু বৈশাখ মাসের প্রথম বিয়ের তারিখে বিয়ে দিতে হবে শুনে ঘাবড়ে গেলেন, তবে বিয়ের চেষ্টায় নেমে পড়লেন।

যথারীতি মাসখানেকে কিছুই ঠিক করতে পারলেন না, তারপর চৈত্রমাসে কেউ শুভকাজের কোন কথাই বলতে চায় না, তাই বিয়ে আর ঠিক হল না।

এদিকে রানা মরিয়া, বৈশাখ মাসের প্রথম বিয়ের দিনে সে বিয়ে করবেই। উপায় না দেখে সে সোজা চলে গেল জয়াদের বাড়ি, জয়ার মাকে ডেকে বলল, -- কাকিমা তোমরা আমার সঙ্গে জয়ার বিয়ে দেবে গো ? জয়ার মা তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে, বিষম লেগে একাকার, -- কেন রে ? হঠাৎ কী হল, মানে জয়া বলেছে?

- -- না গো কাকিমা, ওই রণচন্ডীকে এখন কিছু বলার দরকার নেই, তোমরা রাজী কিনা বল।
- -- একটু আলোচনা করে কাল তোকে জানাবো। কিন্তু তোর বাবা-মার মত আছে?
- -- বাব-মাকে রাজী করাবার ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও।

জয়ার মা চিন্তায়ে পড়লেন, ছেলেটার কী মাথাই খারাপ হয়ে গেল? জয়ার বাবা অফিস থেকে ফিরতেই দুজনে ছুটলেন রানাদের বাড়ি, ততক্ষণে রানার বাবাও বাড়ি এসে গেছেন। চারজনে যে যা জানেন বললেন, মানে নোট বিনিময় করে বুঝলেন, রানা বিয়ে পাগলা হয়ে গেছে তবে এতে জয়ার কোন হাত নেই।

সবার চিন্তা জয়া আর রানাতো সাপে নেউলে, হঠাৎ এমন কী হল? আর জয়া রাজী হবে তো? রানার বাবা-মা বললেন জয়ার মতো লক্ষী মেয়ে বৌমা হিসেবে ওরা খুবই খুশি হবেন। জয়া বাবা-মার মত রানার মতো ভাল পাত্র ওরা খুজে যোগাড় করতে পারতেন না। সুতরাং বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গেল, খালি জয়ার মত নেওয়া বাকী।

জয়ার মা বললেন -- দিদি, তুমি গিয়ে বল, যা মেজাজ মেয়ের, আমি বলতে পারবো না। পরের দিন রানা আর ওর মা জয়াদের বাড়ি এলেন। একথা সেকথার পরে রানার মা বললেন, জয়া তোর জন্য একটা সম্বন্ধ এসেছে। বিয়ে করবি? ছেলের তোকে খুব পছন্দ।

-- জেঠিমা, তুমি ঠিক মার মতো কথা বলছো, আরে কোথাকার সম্বন্ধ? কে পাত্র জানলাম না, বিয়ে করবি? বারে, ছেলের পছন্দ হলেই হল, আমার কোন মতামত নেই না?

রানা আর ধৈর্য রাখতে পারল না, বলে বসল, ধর যদি পাত্র আমি হই?

জয়াতো এই মারে কি সেই মারে, পাগল না মাথা খারাপ না পেট খারাপ? শেষে তোমায় বিয়ে করে সারা জীবন্ পড়াশুনা করে মরি, না বাবা, তোমার সঙ্গে আমার পোষাবে না । আচ্ছা - আচ্ছা এবার বুঝেছি, আমার সঙ্গে বাজি রাখে আমাকে দিয়েই কাজ উদ্ধার করান হচ্ছে? ততক্ষণে রানা এসে জয়ার পাশে বসে পড়েছে, -- এই শোন, বিয়েতে মত দিয়ে দে না, তোকে পড়তে বলবো না, প্রমিস। রানার আবস্থা দেখে দুই মা কোন রকমে হাসি চাপছেন । জয়ার মা মেয়েকে বললেন -- দ্যাখ জই, আনেকক্ষণ সহ্য করছি, এবার এক চড় খাবি। রানা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, -- কাকিমা, ওকে মিছিমিছি বকছো কেন ? আমি ওকে বোঝাচ্ছি। রানার মা বললেন, -- দেখিস এতো প্রেম টিকলে হয়।

দুই মা অন্য ঘরে গিয়ে হাসিতে ফেটে পড়লেন। একটু পরে জয়া ভুরু কুঁচকে মাদের ঘরে এসে বলল, -- ঠিক আছে।

ও চলে যেতে রানার মা দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, -- জয় বাবা ভ্যালেন্টাইন।

মনের আকাশকৈ হোলটাইম অংশত মেঘলা থাকতে দেখে মেজাজ বিগড়ে যায় আমারও। জনুদিনে বাবা আমাকে যা দেবে মায়েরও তেমনি কিছু চাই তার জনুদিনে। একবার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বেশ উৎকট সাজগোজ করে ফেলেছিলাম, সতি্যিই খুব বেমানান লাগছিল - বাবা জবরদন্ত বকুনি দিয়েছিল। কিন্তু মা বলেছিল 'ভালোই তো লাগছে'। আমরা ফুল ফ্যামিলি টিভি দেখছি, আমাকে দেখানোর জন্যেই যেন মা অনেকটা ঘনিষ্ট হয়ে বসেছে বাবার পাশে। কখনও চোখে অছুত রহস্য এঁকে আমাকে বলেছে, 'রিমি একটু ঘরে যা তো! তোর বাবার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে'। কথাটা বলার সময় মায়ের চোখে যে ধারালো ঝিলিক আমি দেখেছি তার অর্থ কোনো অভিধানে নেই। বুঝতে পেরেছি অনেক পরে, যখন আমি এক বিশেষ পুরুষের 'নারী' হয়েছি - বিয়ের পর।

কোনোদিন হয়তো বেড়াতে বের হওয়ার সময় রেডি হয়ে বাবাকে জিঙ্গাসা করেছি - 'বাবা ঠিক আছে?' বাবা ও সুন্দর হেসে জবাব দিয়েছে - 'নাঃ, এরপর আর আমাকে দিয়ে চলবে না, একজন শক্তপোক্ত বিডগার্ড রিক্রুট করতে হবে দেখছি'। আমিও হেসে পাল্টা প্রশ্ন করেছি - 'পার্ট টাইম না পার্মানেন্ট? দেখো শুধু আয়রন ম্যান হলে কিছু আমার পছন্দ হবে না, হ্যান্ডু হলে তবেই ফুল মার্কস দেব।' এমনই হাল্কা ফুল্কো ইয়ার্কির মাঝপথে মা কোথা থেকে বাঁ করে এসে আমাকে আড়াল করে দাঁড়ায় বাবার মুখোমুখি। স্থান - কাল - পাত্র ভুলে, হয়তো বা ইচ্ছে করেই ভুলে অতিরিক্ত উৎসাহদীপ্ত কঠে প্রশ্ন তোলে - 'এ্যাই আমাকে কেমন লাগছে বললে না তো?' বাবা থতমত খেয়ে বুঝিবা একটু সামলে নিয়ে অগোছালো হেসে বলে ওঠে - 'এটা আবার একটা প্রশ্ন হল, তুমি তো এভরি ডে বিউটি।' কথাটার মধ্যে সত্যের অপলাপ বিন্দুমাত্র থাকে না, কারন মা সুন্দরী। কিন্তু বাবার বলার ধরনে সান্তুনা দেওয়ার স্মার্ট প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বুঝতে পেরে মা দুমদাম শব্দে ঘর ছেড়ে চলে যায়। আমি পড়ি মহা ফাঁপড়ে।

আজ তিন বছর হল আমি অরিত্র-র প্রেমে পড়েছি। বাবা জানে, মা ও বোঝে। আগামী জানুয়ারী-তে আমাদের বিয়ে। তাই বাবা বলেছে, 'এখন আর রোজ রোজ দেখা করিস না, আর তো কটা মাস। তাছাড়া বিয়ের কমাস পরেই তোর এম এস সি-র ফাইনাল। বিয়ের পরপর কতো যে পড়া হবে সে তো জানাই আছে, এখন বরং একটু মন দিয়ে পড়ে নে, বুঝিলি?' কথাটা যে আমার খুব একটা মনের মত হয়েছে তা নয়, তবে বাবার এ চিন্তা যে সঙ্গত তা বুঝতে অসুবিধা হয় নি। ঠিক কারেছি যে অরিত্র-কে ফোন করে বলে দেব - 'এখন আর একদম দ্যাখা-ট্যাখা করা যাবে না, বুঝলে - বাবা নিষেধ করেছেন।' কিন্তু বাদ সাধল মা। মা রোজ জিগেস করে অরিত্র কেমন আছে। অর্থাৎ আমাদের দেখা করার ডেইলি রুটিনে প্রচ্ছেম প্রশয় আছে মায়েব।

আমার আর অরিত্র-র এই বিশেষ সম্পর্কের প্রথম দিনটি থেকেই বাবা সব জানে। মাকে সরাসরি বলি নি, ভয় হয়েছে, তবু মা জেনে ফেলেছে। হয় বাবা বলেছে, নয়তো মা আড়ি পেতে শুনেছে। ওটা বোধহয় মায়ের সবচেয়ে পুরোনো অসুখ। ছেলেটা ভালো চাকরি করে, স্বভাবও মোটের ওপর ভালো - ফলতঃ বাবা অখুশী নয় এ বিয়েতে। কিন্তু মায়ের ভূমিকা এক্ষেত্রে ওশান অন্তর্বতী সারফেসোচিতো। মা চায় আমার আর অরিত্র-র কোর্টশিপের পুজ্ঞানুপুজ্ঞ বাবার কানে তুলতে। মাঝে মধ্যে বলে ফেলে 'বাবাকে বলেছিস তো?' আমি দিশাহারা হয়ে পড়ি মায়ের মনের গতি প্রকৃতি বুঝতে না পেরে। আমার সঙ্গে বাবা যখন ওর ব্যাপারে আলোচনা করে একমাত্র তখনই মা শান্ত স্থির ভাবে এসে বসে আমাদের মধ্যে। আমার মনের ভূল, সেই সময় মায়ের চোখদুটো যেন হাসিতে, কৌতুকে ঝিকমিক করে ওঠে। মনে হয় আড় চোখে বাবার মুখের ওপর মায়ের একপশলা করুনা, সহানুভূতি, প্রতিশোধের অনবদ্য রামধনুরঙ দৃষ্টি খেলে বেড়ায়। মায়ের দৃপ্ত চোখের কটাক্ষ যেন দুরাহ ভাষায় দগ্ধ করতে চায় বাবাকে, আমি বুঝিনা কেন।

আমি মায়ের এমনি চোখ আবারও দেখেছি বাবা যখন আমাকে সম্প্রদান করছে অরিত্র-র হাতে, তখন কি জটিল, কি দুর্বোধ্য সে চাহনি!
আমার বিয়ে হয়েছে বছর চারেক, আমার মেয়ের বয়সও বছর দেড়েক হল। বাবার চোখে ক্যাটারাক্ট হয়েছে, অপারেশন হবে। স্বামী আসামীর মত
গোবেচারা মুখে জানিয়ে দিয়েছে 'ছুটি নেই'। অগত্যা ঠিক করেছি আমি একাই বাবা মার কাছে যাবো। বাড়িতে এলাম মেয়েকে নিয়ে। দরজা দিয়ে
ঢোকার সাথে সাথে সামনে মা, পরিপূর্ণ দুটো ছোখ আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নির্ভেজাল পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করে কেমন যেন অর্থপূর্ন ভাবে হাসল।
আমি চিনতে পারিনি ওই হাসিটাকে, বুঝিনি ওর গুঢ় ব্যঞ্জনাকে। শুধু মনে পড়ে এমনি হাসি মার ঠোঁটে দেখেছি
বিয়ের আটদিন পর মিঞা-বিবি জোড়ে বাপের বাড়ি এসে। আর দেখেছি আমার মেয়ে হওয়ার পর।

মা শেষ মুহূর্তে মত পাল্টালো। যেতে চাইলো না হসপিটালে। আমার মেয়েকে কোলে নিয়ে বাবার দিকে একবার অবাধ্য চাহনিতে তাকিয়ে বলল - 'তোরা দুজনে যেতে পারবি না রিমি? আমি বরং দিদিভাইকে আগলাই। আর শোন, রাস্তা পার হওয়ার সময় বাবার হাত ধরতে ভুলিস না যেন।' বাবাকে আজ মা বারবার বলে দিয়েছে আমার হাত ধরতে যেন লজ্জা না পায়। বুড়ো মানুষ, হাত ধরে আমি যেন সাবধানে রাস্তা পার করি। আজকাল পথ-ঘাটের যা অবস্থা

আমি আর বাবা দরজা দিয়ে বের হয়ে আসার সময় আমার পিঠের কাছে অনুভব করলাম কিছুটা হাল্কা সম্ভির নিবিড় নিশ্বাস। মা বিড়বিড় করে বলছে - 'দুর্গা দুর্গা'!

শেষিকা পরিচিত্তি

10

ক্লকাতার দমদমে জন্ম। বাংলা সাহিত্যের এম এ-র ছাত্রী শর্মিষ্ঠার লেখার হাতেখড়ি কবিতা দিয়ে। দূতী, আয়না, প্রতিভাস পত্রিকায় ও ওভারল্যান্ডের মত দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে লেখিকার বেশ কিছু রচনা। MFAT

ΔI

HAI

FRV

l u

TEXAS SARI SAPNE

1594 Woodcliff Dr. # E - Atlanta, GA 30329 (404) 633-7274 · (404) 633-SARI (404) 327-6383 (Electronics)

THE LARGEST SARI & APPLIANCES STORE IN ATLANTA

We carry the biggest selection in Japanese Sans, Indian Silks & Wedding Sans, Designer Salwar Khameez in Collon & Silks, San Suites, Lobanga Sells, 270V Appliances, IVa. VCR's, Microvetes. Steroes, Watches: Gonts Suitmos, Pants & Shuts: Luggage Pens-Cults, etc. & Many Many More.

DWD SALES & RENTAL

A huge selection of DVD's • AUDIO's & CD's

PAL NTSC same day service available

We Now Put Your Videos to DVD at Affordable Prices

Come and See our New Arrivals of Latest Teenager Out Fits



TEXAS SARI SAPNE Service with a Smile ! Open Tue-Sun II:00AN to 8:00PM - Closed Monday

Chat-Patti

VEGETARIAN INDIAN RESTAURANT

We serve South Indian, North Indian, Gujarati Dishes & all kinds of Chaat Dishes

SPECIALS:

NOW SERVING VEGI-THALI **A CHOLE PURI**

Tuesday - Friday 11:30 are to 8:00 pm Satursay - Sunday 12.00 om to 8.00 pm Monday Clased

Karachi Chasi

1594-F Wooddill Dr., Allania, GA 30329 North David Hills & Briseciiff Rut.

Tel: 404-633-5595



Foreward by Amit Chaudhuri

Much of what's in this book, and much else that's not in it, is familiar to me from stories my mother has told me from my childhood to the present day: stories about her life, and all those who played a part in that life, including myself. She didn't sit down to tell me these stories; telling us about her life was never her intention; but some incident or remark made at the time would spark off a connection or a memory, and she would recount it to my father. My father, who, as a boy, was her older brother's best friend, and has known my mother since she was eight years old. would have been present on many of these remembered occasions, or known the locations and the people in the stories first-hand; that, I suppose, made it easy for her to suddenly embark, in the midst of other things, upon these shorthand, off-hand, improvisatory retellings of the past. Now, when I think of it. I find it quite extraordinary that I could have parents who have known each other since childhood, and that they both come from a place that I haven't seen even today. Sylhet. Among two lifelong acquaintances, I was the third lifelong acquaintance; and the immediacy of my mother's retellings gave me the illusion that I was their contemporary, that I too had been there when they were in Sylhet or Shillong or London, that I was young when they were young.

My own childhood, thus, was a half-imaginary time; because Sylhet, a place I'd never seen, was so real to me. So was the London of the fifties, the London in which my father was a student and in which my parents were married. All this caused a peculiar impression in me, so that, when, as a child. I first read about ancient Rome in my encyclopaedia, I went and said to my mother, "You must have seen the Romans when you were in London". In other words, I grew up with no sense of the pastness of the past; my mother's retellings had such an air of reality that the past was to me always as palpable as the present. I think this sense of reality and vividness is also to be found in the book you hold in your hand.

Life has given my mother a great deal, but not, I think the wide recognition that a woman of her great gifts in music and of her moral courage and intelligence deserves, and which, I believe, might have been hers if she'd spent the first quarter of her life in more fortunate circumstances. But hers is not a story of neglect, but of a flowering: not just of a woman, but of a human being, and of other human beings around her. This book, for me, is not only about the life of a woman, but is an extraordinary record of human interrelationships over time, often in places that are now obscure and forgotten. But the personality at work in this book refuses to recognise the usual distinctions we make between what is important and unimportant, what is peripheral and significant.

Amit Chaudhuri

Biography

Born in Calcutta, India, in 1962, Amit Chaudhuri was brought up in Bombay. He graduated from University College, London, and was a research student at Balliol College, Oxford. He was later Creative Arts Fellow at Wolfson College, Oxford, and received the Harper Wood Studentship for English Literature and Poetry from St John's College, Cambridge, He has contributed fiction, poetry and reviews to numerous publications including The Guardian, the London Review of Books, the Times Literary Supplement, the New Yorker and Granta

magazine. His first book, A Strange and Sublime Address (1991), a novella and a number of short stories, won the Betty Trask Prize, the Commonwealth Writers Prize (Eurasia Region, Best First Book) and was shortlisted for the Guardian Fiction Prize. His second novel, Afternoon Raag (1993), won both the Southern Arts Literature Prize and the Encore Award (for best second novel of the year). The novel adopts the metaphor of Indian classical music, the raag, to evoke the complex emotions displayed by the narrator, a young Indian student at Oxford. It was followed by Freedom Song (1998), set in Calcutta during the winter of 1992-3 against a backdrop of growing political tension between Hindus and Muslims. The US edition of Freedom Song won the Los Angeles Times Book Prize (Fiction) in 2000. A New World (2000) is the story of Jayojit Chatterjee, a divorced writer living in America, and the visit he makes with his son Vikram to his elderly parents' home in Calcutta. His latest book, Real Time (2002), includes a number of short stories set in Bombay and Calcutta, some of which have been published in the London Review of Books, the Times Literary Supplement and the New Yorker, as well as 'E-minor', a memoir

branch in

14

Ш

S

written in verse. D. H. Lawrence and "Difference": The Poetry of the Present, a study, written with Tom Paulin, exploring Lawrence's position as a "foreigner" in the English canon, is forthcoming in 2003. Amit Chaudhuri lives in Calcutta with his wife and daughter. He is editor of The Picador Book of Modern Indian Literature, published in 2001.

Bibliography

A Strange and Sublime Address Heinemann, 1991

Afternoon Raag Heinemann, 1993

Freedom Song Picador, 1998

A New World Picador, 2000

The Picador Book of Modern Indian Literature (editor) Picador, 2001

Real Time Picador, 2002

D. H. Lawrence and "Difference": The Poetry of the Present (with Tom Paulin) Oxford University Press, 2003

Prizes and awards

1991 Betty Trask Prize A Strange and Sublime Address

1991 Guardian Fiction Prize (shortlist) A Strange and Sublime Address

1992 Commonwealth Writers Prize (Eurasia Region, Best First Book) A Strange and Sublime Address

1993 K. Blundell Trust Award

1993 Southern Arts Literature Prize Afternoon Raag

1994 Encore Award Afternoon Raag

2000 Los Angeles Times Book Prize (Fiction) Freedom Song: Three Novels (US edition)

2003 Sahitya Akademi Award A New World



www.pujari.org

সিলেট কন্যার আত্মকথা

বিজয়া চৌধরী

আমার ফেলে আসা দিনগুলো - "ভরা থাক স্মৃতি সুধায়"। কিন্তু সব স্মৃতিই তো সুধায় ভরে থাকেনি আমার। স্মৃতির নদীতে জল ফেলে দেখেছি আনন্দ আর দুঃখের কত টুকরো টুকরো ঘটনা। স্মৃতির নদীতে জাল ফেলে দেখেছি আনন্দ আর দুঃখের কত টুকরো টুকরো ঘটনা। হয়তো বা কত স্মৃতি বা হারিয়েও গিয়েছে সময়ের স্রোতে - তাকে ধরে রাখার চেষ্টা কেউ করে কি? এখন জীবনের প্রান্তসীমায় পোঁছে মনে হচ্ছে সব স্মৃতিই হারিয়ে যাবার আগে তাকে কেন না আমি কথার মালায় গেঁথে ফেলি।

জন্ম হয়েছিল শিবসাগরে - আসামের একটা জেলা শহরে। আমার বাবা ছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাবধারী ইঞ্জিনিয়ার - সেই সুবাদে বড় চাকুরেও - যাকে ব্রিটিশ আমলে বলা হতো ইম্পিরিয়েল সার্জীস। সাগর অথবা ঝিলের পারে আমাদের চমৎকার বড় বাংলো বাড়ীছিল। বাবার ছিল ঘোড়ায় চড়ার সখ - আর সেই সখই হল আমাদের কাল- আনলো প্রচন্ড দুঃখ আমাদের জীবনে- আমার জন্মের অল্প দিন পরেই। সখ করে বাবা যে ঘোড়াটি কিনেছিলেন সেটি দেখতে নাকি বড় সুন্দর ছিল-গায়ের রঙ বাদামী আর দারুন তেজী চেহারা ছিল তার। পায়ের ক্ষুরের কাছটা ছিল দুধের মত সাদা ধবধবে। তাই বাবা আদর করে তাকে ডাকতেন 'ফেনী'। ফেনীকে আমার একেবারেই মনে নেই, কিন্তু তাকে দেখেছি আমাদের বাড়ির সকলের সঙ্গে তোলা ছবিতে। ফেনীর কথা এর বেশী আর কিছুই জানিনা। কেননা আমাদের সেই সুখ-স্বাচ্ছন্দে ভরা জমজমাট সংসারটি মরীচিকার মত মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।

কত কথাই মনে পড়ছে-গ্রপ ছবি তোলার প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। তখনকার দিনে সম্রান্ত পরিবারে কিছদিন পরপর ফটোগ্রাফার ডেকে ছবি তোলার রেওয়াজ ছিল। আজকালকার আধুনিক লোকের মত ক্যামেরা ঝুলিয়ে কেউ ঘুরে বেড়াতো না। তখনকার দিনে ফটোগ্রাফারকে রণপার মতো উঁচ একটা তেপায়ার কাঠের স্ট্যান্ড নিয়ে ঘুরতে হোত, সঙ্গে থাকতো তাদের নিজস্ব ফটো তোলার যন্ত্র। সেই যন্ত্র অথবা ক্যামেরাটি ওই উঁচ কাঠের স্ট্যান্ডের উপর বসিয়ে তারা একটা কালো কাপড়ের ঘেরাটোপ দিয়ে মাথা ঢেকে ফোকাস ঠিক করে নিত। ফটো তোলার দিন তার আয়োজন চলতো সারাদিন ধরে। প্রথমত, সকলেই যার যার সবো প্রকৃষ্ট জামা পরে নিত। জামার রং গাঢ় থাকাটাই বাঞ্ছনীয় ছিল। হালকা রং এর জামে পরে ছবি ভাল হয়না - এই ধারণা থাকার ব্যাপারে আজকালকার আর তখনকার লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। মা পরতেন গাঢ় নীল রং'এর নীলাম্বরী শাড়ী। নীলাম্বরী শাড়ী পরেই সাধারণত মাকে সাজতে হত ছবি তোলার জন্য। সারি সারি চেয়ারে সবাই বসত। দাদারা সবাই পায়ে জুতো-মোজা আলপাকা কাপড়ের পোষাক পরে সেজেগুজে বসতো, আর মাঋখানে বসতেন মা আর বাবা। একপ্রান্তে আমাদের ঘোড়া ফেনী- তার উপর ছোড়দা, আর অন্য কোণায় আমাদের পুরোনো ভূত্য লক্ষ্মণ। বাবার পরনে হাফ হাতা সার্ট, হাফপ্যান্ট- আজকাল আমরা যাকে সুর্টস বলি, মাথায় শোলার টুপিটা কোলের উপর অবহেলায় রেখে দেওয়া। বাবার এই চেহারা আমি অনেক ছবিতে দেখেছি। আর মায়ের সেই শান্তশীর বর্ননা এই লেখনীতে ফুটবে কি? তার ঢলঢল মুখে ছিল দুটি বড় বড় চোখের অদ্ভুত শান্ত দৃষ্টি - সম্পূর্ণ মাতৃত্ব দিয়ে ভরা সেই চোখের চাউনি। মাঝখানে সিঁথি কাটা, কপালের পাশে অল্প অল্প ঢেউ তোলা চুল খোপায় বাঁধা। গায়ে কনুই পর্যন্ত লম্বা চৌকো গলার জ্যাকেট অথবা ব্লাউজ, গলায় লম্বা সোনার মফ চেন ঝোলানো। পায়ে থাকতো হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরী বন্ধ জুতো। শুনেছি সেই জুতো জোড়া দামের দিক থেকে ছিল একেবারে তুলতুলে নরম। আজকালকার বোম্বের তাজমহল হোটেলের জয়-স্যুজ এর জুতোকেও বোধহয় হার মানায়। জুতো নিয়ে এই কথাগুলো লিখলাম এইজন্য যে অসম্ভব স্পর্শকাতর আমার ডান পা, যখন থেকে ছোটবেলায় মাত্র ছ'বছর বয়সে গাড়ির চাকা চলে গেল পায়ের উপর দিয়ে তখন থেকেই ওই পা আমার অলপ দুর্বল। অনেক ভেবে চিন্তে জুতো কিনি। মায়ের পায়ের জুতোর দিকে তাকিয়ে সবসময় ভেবেছি - আহা। ওই রকম জুতো যদি পেতাম তাহলে কিনতাম। যাক, সূর্য ডোবার আগে ছবি তোলা শেষ হয়ে যেত- কেননা যতদূর জানি ক্যামেরায় তখনো ফ্ল্যাশ লাইটের ব্যবস্থা হয়নি। মায়ের সেই অপূর্ব সুন্দর নীলাম্বরী শাড়ী-পাখীর পালকের মত কোমল রেশমের শাড়ী আমি আর একটু বড় হয়ে দেখেছি। ওগুলো তখন বড় একটা ট্রাঙ্কে থাকতো- মায়ের অঙ্গে আর শোভা পেতো না। অকাল বৈধব্যের জন্য মা কিন্তু এত শিক্ষিতা হয়েও নিজের ভাগ্যকেই দায়ী করেছিলেন। তাই নিজের উপর অকারন নিপীড়ন, নির্যাতনের শেষ ছিলনা। নির্জলা একাদশীর উপবাস, অস্তুবাচীর কঠোর নিয়মগুলো পালন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিলনা তাঁর, যদিও তিনি ছিলেন আসলে ব্রাক্ষ পরিবারের মেয়ে। এখানে একটা সম্পূর্ণ অন্য ঘটনা মনে পড়ে গেল- মায়ের শাড়ীর সঙ্গে জড়ানো ভারী সুন্দর একটা স্মৃতি আমার আজো মনে পড়ে। আমার ছেলেবেলায় কিছুদিন পর পর পাড়ার ছেলেদের মধ্যে থিয়েটার করার চল ছিল। পাড়ার কারুর কোনো বড় উঠোনে বাঁশ ইত্যাদি যোগাড় করে দিব্যি স্টেজ বানানো হতো। হাল আমলের স্টেজের মতো সেগুলো এতো কেতাদুরস্ত ছিল না- কিছু তাতে উত্তেজনা, আগ্রহের কিছু ঘাটতি হতো না। শিল্পীরা যারা নাটকে পার্ট করতো তারা প্রাণ ঢেলে প্রচন্ড খেটে অনেকটা আজকাল যেমন ছেলেরা মাধ্যমিক আর উচ্চ মাধ্যমিকের পড়া মুখস্থ করে- তেমনি যার যার পার্ট করত। দিনের পর দিন চলত রিহার্সেলের পালা। চন্দ্রগুপ্ত, রাজা হরিশচন্দ্র, কর্ণ-অর্জউন ইত্যাদি ধরনের নাটক এবং কিছু কিছু রবীন্দ্রনাথের ছোট নাটিকা সকলের মনোগ্রাহী ছিল। নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আগে তার আবশ্যকীয় জিনিসের জন্য যার যার বাড়িতে হামলা দিয়ে তা জোগাড় করা হোত।- স্ত্রী ভূমিকার জন্য পরচুলোর দরকার হোত। ওগুলো বোধ হয় বাজারেই

পাওয়া যেতো। তাছাড়া তখনকার দিনে পরচলো অথবা আধুনিক ভাষায় আমরা যাকে উইগ বলি তা কোনো বাড়িতেই থাকতো না। সুতরাং সেগুলোর জন্য আমাদের বাড়িতে কাউকে কখনো আসতে দেখিনি।

পাড়ার খিয়েটারের কথা লিখতে গিয়ে অন্য আর একটা কথা মনে হোল। একটা ঘটনা আমার শিশু বয়সে যে বেদনার ছাপ ফেলেছিল আজও তা আমার মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। থিয়েটার হবে শিগ্গিরই আর তার জোর মহড়া চলছিল কদিন ধরে। নাটক ধার্য হয়েছিল যতদূর মনে হয় ''মেবার পতন'' আর তাতে ছোড়দার একটা গান ছিল - ''এ পথ গেছে কোনখানে গো''। একটু রাত্তির করে থিয়েটার হোত। বাড়ির মেয়েরা খাওয়াদাওয়ার পর কাজ কর্ম সেরে থিয়েটার দেখতে যেতেন। আমি সন্ধ্যার সময় বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে সকলের ব্যস্ততা দেখতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ঘুমে চোখ জড়িয়ে যাচ্ছিল কিন্তু জোর করে তা আটকে রাখার চেষ্টা করছিলাম, কেননা খানিকক্ষণ পরেই তো থিয়েটার দেখতে যেতে হবে। জেগেই আছি আর জেগেই থাকবো এই ছিল ধারণা- কিন্তু প্রতারক ঘুম আমার চোখে এমন করে চেপে এল যে আমি সব ভূলে গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম। রাত তখন কত হবে জানিনা- হঠাৎ ধড়মড় করে ঘুম আমার ভেঙ্গে গেল। একটু কমিয়ে রাখা লষ্ঠনের আলোয় দেখলাম নীচে লক্ষ্মণ শুয়ে আছে। আমি জেগে উঠেই "মা মা" বলে কাঁদতে লাগলাম। দূরে গান বাজনার বিশেষ করে ছোড়দার গানের যেন ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার এক নাগাড়ে কান্নার শব্দে লক্ষ্মণের ঘুম গেল ভেঙ্গে। "খুকিসোনা কাঁদে না. কাঁদে না" বলে ও আমায় সাত্রনা দিতে नागला। किन्नु क स्थान कात कथा, जामि कॅर्सिंग हल्लि। जलक तानित देन के करत कित बल्ला जकलार जात जामात काम एमर्थ हलला আমাকে অহেতৃক সান্তনা দেবার পালা। সকাল হোল আর শুরু হোল আবার আমার কান্না। দাদা একজন আমায় কোলে করে বেশ খানিকটা বেড়িয়ে নিয়ে এলো। আমায় আশ্বাস দেওয়া হোল শিপ্পিরই আবার নাকি থিয়েটারটা হবে আর এবারে আমি তা দেখবো। কিন্তু থিয়েটারটা আর হোল না আর আমার মনের মধ্যে ওটা না দেখার দুঃখটা কাঁটার খোঁচার মত হয়ে রইলো অনেকদিন।

লেখিকা পরিচিতি:

লেখিকা বিজয়া চৌধুরীর প্রধান পরিচিতি স্বনামধন্য ইংরেজি সাহিত্যিক অমিত চৌধুরীর মা হিসেবে। এই অংশটি লেখিকার অনুষ্টুপ-দারা প্রকাশিত 'সিলেট কন্যার আত্মকথা' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। লেখিকা বিবাহোত্তর জীবনের বহুলাংশ কাটান বম্বে শহরে, চাকুরিরত স্বামীর সঙ্গে। স্বামী নগেশ চৌধুরী (N.C. Chaudhuri) বিখ্যাত Brittannia Biscuits Limited-এর Managing Director and CEO পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বামী চাকুরি জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরে ওনারা কলকাতায় চলে আসেন এবং Sunny Park-এর ফ্ল্যাটবাড়িতে বসবাস শুরু করেন। এখনো সেখানেই স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনীর সন্ধিবাসে তিনি দিন যাপন করছেন। এবং তারই সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন নিরলস সংগীতচর্চা।

" সিলেট কন্যার আত্মকথা" বইটির foreward লিখেছেন লেখিকার সন্তান, স্বনামধন্য সাহিত্যিক অমিত চৌধুরী। British Council-এর সৌজন্যে প্রকাশিত অমিত চৌধুরীর biography এবং ওনার লেখা foreward-টুকু এই লেখার সঙ্গে ছাপা হোল।



Happy Durga Puja, Laxmi Puja and Deepavali, 2004

শারদীয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহন করুন



Festive Greetings FROM

HOMESTART FINANCIALS & MORTGAGE

Specialized in

Residential (Purchase and Re-Fi) Conventional, Commercial SBA, Traditional, Investment, Construction and Jumbo Loans Hard Money & Bridge Loans and many more....

Our success is based on finding the best fitting financing for your family/business needs.

For Consultation and Quick Pre-Approval, Please Contact ...

GOURANGA (GC) BANIK

Tel: 678-766-8000 Fax: 678-766-8001

E-mail: gbanik@bellsouth.net

1229 Johnson Ferry Road, Ste 203, Marietta, GA 30068

V

Σ

ক্থোপকথন

অনুরাধা গুপ্ত

লেকের ধারে বসে লীলা ঘাসের গোড়া চিবোচ্ছে আর জিত অন্যদিকে তাকিয়ে সমানে টুপটুপ করে জলে পাথর ছুঁড়ে যাছে। পাশাপাশি বসেও যেন এক অন্যকে চেনে না।

লীলা আর থাকতে না পেরে বললো -- এই কথা বলছো না কেন ? ভূতের মত বসে থাকার জন্য কি আমায় আনলে? জিত বিরক্ত হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বললো -- খুব ভুল হয়ে গেছে, এতো যদি অনিচ্ছা ছিল, না এলেই পারতে।

- -- আচ্ছা কী হচ্ছে কী? জিত তুমি কিন্তু একটু বেশি বাড়াবাড়ি করচ্ছো।
- -- না, করবে না । যখন থেকে শুভ এসৈছে, আমাকে কোন পাত্তাই দিচ্ছ না । আজ কতদিন পরে লেকে এলে খেয়াল আচ্ছে?
- -- কি আশ্চর্য, শুভ বিদেশ থেকে এসেছে, এখানে সব কিছু অন্য রকম, দেখছোতো সব কিছুতে বেচারা আমার ওপর নির্ভর করে! ওকে মানিয়ে নিতে একটুতো সময় দিতেই হবে।
- -- মানিয়ে নেবার সময় চাই, কোন সাহেবের বাচ্চারে।
- -- আমি কি করবো? তোমারই তো বন্ধু।
- -- আমার বন্ধু না ছাই।
- -- কথার কি ছিরি দেখো। জিত, আমার আর রাগ হচ্ছে না, এবা হাসি পাচ্ছে।
- -- হাসো, হাসো এখন যা অবস্থা আমাকে পাগল ও ভাবতে পারো।
- -- জিত, চাওয়ালা যাচ্ছে, ডাকো না, একটু চা খাই।
- চা নিয়ে লীলা ব্যাগ খুললো পয়সা দিতে, জিত গেল আরো ক্ষেপে -- এটি আমিই দিতে পারবো, তোমায় ব্যাগ না খুললেও চলবে। লীলা হেসে চাপা গলায় গেয়ে উঠলো -- হিংসেয় উন্যাও পৃথী......
- -- ওটা হিংসে নয় হিংসায় । দুটোর তফাত বোঝ? হিংসের মানে কী?
- -- আজে জানি, জেলাসি, যাতে তুমি এখন ভুগছো।
- -- আচ্ছা, এত দুর । আমি হিংসুটে? অথচ আজ বাদামওয়ালা পাশ দিয়ে চলে গেল, তোমার একবার মনেও হল না যে আমরা রোজ এই সময় বাদাম খাই।
- -- ও সরি সরি, ও বাদামওয়ালা ভাই
- -- থাক আজ আমি বাদাম খাবো না, উঠি।
- -- এই দাডাও
- এর মধ্যে লেকের অন্য দিক থেকে একটি ছেলে ডেকে উঠলো সেজকাকা।
- দুজনে ওদিকে তাকিয়ে দেখলো, কিশোর ওদের দিকে হাসি মুখে আসছে।
- -- সেজকা, বিশ্বর্জিৎদারা এসেছে?
- লীলা হাতটা বাড়িয়ে বললো -- কিশোর হাতটা একট ধরনা বাবা ।
- কিশোর লীলার হাত ধরে উঠতে সাহায্য করতে করতে বললো, সেজোমা, আবার বাতের ব্যথাটা বেড়েছে?
- দেবজিত রেগে বলে উঠলো. -- হবে না, সারাদিন বাড়িতে, লেকে হাঁটাটা অবধি বন্ধ করেছেন তোমার সেজোমা।
- লীলা তাড়াতাড়ি কথা ঘুড়িয়ে বললো, -- হাাঁরে, তোদের বাড়ির ফোনটা কী খারাপ ? খালি বেজে যায়, কেউ তোলে না?
- কিশোর মাথা চুলকে বললো -- আর বোল না, মা কবের থেকে বলছেন, ফোনটা খারাপ একটু বকবকুমদের খবর নিস অফিস থেকে,
- বিশুজিৎদারা বিলেত থেকে এলো কী না; আমার না সময়ই হয় নি।
- (জিত আর লীলার ভাবের জন্য ওদের সমাবয়সীরা কেউ টোনাটুনি, কেউ বলে কপোত-কপোতি, কিন্তু কিশোরের মা বলেন 'বকবকম'।)
- -- হাাঁগো সেজকা তোমার বন্ধু শুভজিতের খবর কী?
- -- আর আমার বন্ধু, এখন আমায় কোন পাত্তাই দেয় না, খালি ঠাম্মা আর ঠাম্মা। বাড়িতে যে আমি আছি তাই কারো খেয়াল থাকে না, বাজার করা ছাড়া।

মুচকি হেসে লীলা হাতঘড়িটা দেখেই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো -- তাড়াতাড়ি চল, শুভর খাবার সময় হয়ে যাবে ।





ছয় ঋতু

দিলীপ ভৌমিক, মেরীল্যান্ড

নববর্ষের দোলা দিয়ে আসে যে বৈশাখ। গ্রীমে শুনি কালবৈশাখীর গুরু গুরু ডাক।। হালখাতাটা চাই যে করা এই নতুন বছরে। জৈষ্ঠ মাসে জামাই ষষ্ঠী জামাই এলে ঘরে।। আযাঢ়-শ্রাবণ বর্ষা জলে ভরা যে দুই মাস। রথযাত্রা আর হয় ঐ সময়ে আউশ ধানের চাষ। ভাদ্র-আশ্বিন শরৎ কাল আসেন দশভুজা। সবাই মিলে দুর্গামায়ের আমরা করি পূজা। কাতকি-অগ্রহায়ণ হেমন্ত কাল আসেন দেবী কালী। দীপাবলীর আলোয় ভরি হরেক প্রদীপ জালি। আমন ধানের নবান্ন যে এমন সময় হয়। কাৰ্তিক পূজা ভাই ফোঁটাতে ব্যস্ত সবাই রয়। পৌষ পাবনের পালা বসে পৌষ ও মাঘের শীতে। মা সরস্বতীর করি পূজা জ্ঞানের আলো নিতে। ফাল্যুন-চৈত্ৰ বসন্তকাল, হয় যে হোরী খেলা। চরক পূজা শিবের গাজন,

সব মিলে হয় মেলা।

আক্ষেপ

অরুণ কুমার দাশ

বিধাতার রোষে শুয়ে আছি বিছানায়
কৃষ্ণচূড়ার গাছের পাতা ছড়িয়ে আছে বারান্দায়।।
মাঝে মাঝে রোদ মাঝে মাঝে বৃষ্টি
এই নিয়ে চলছে সরকারের সৃষ্টি।।
দুটো জানালার একটা দরজা খুলে দিয়েছি
এই আশা নিয়ে মনের প্রসার বাড়িয়েছি।।
কেন আমাদের মধ্যে এই রেষারেষি
সব শেষে মিলন হয়ে যাবে শেষাশেষি।।
মনের মধ্যে রাখব না কষ্ট
সব কিছুর সমাধান করে দেবো স্পষ্ট।।
ভুল করে কোরো নাক অহংকার
ভবিষ্যতে মূল্য স্বরূপ পাবে না পুরস্কার।।
অযথা না বুঝে কোরো নাক অপমান

শেখক পরিচিতি:

লেখক আট্লান্টার ময়ূরী রায় এবং ময়ূরীর অগ্রজ রূপক দাশের পিতা।







ভারতের ধর্ম্ম

অঞ্জলি দাশগুপ্থ

- Swamiii Religion is the manifestation of a diversity already in man

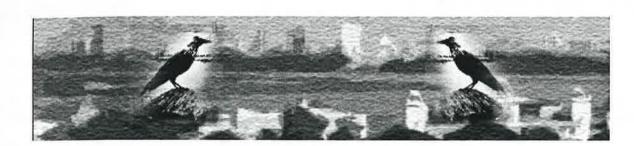
যে আদর্শকে অনুসরণ করে মানুষের ভিতরের মনুষ্যতের বিকাশ এবং সেই বিকশিত মনুষতু পরবর্তী পর্য্যায়ে তাকে দেবতে উন্নিত করে তাকে বলবো ধর্ম্ম। এই পৃথিবীতে যা কিছু আমরা দেখতে পাই জড় বা জীব তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা ধর্ম্ম আছে। মানুষের সাথে অন্যদের তফাৎ, মানুষ প্রকৃতিকে বিচার করে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ বিচার করার ক্ষমতা রাখে। ভালো মন্দের বিচারটাও relative। তবু সকলের যাতে মঙ্গল তাকে আমরা ভালো বলি আর অন্যের ক্ষতি করে নিজের ভালো করাটা আমরা মন্দ বলি। সেই দৃষ্টিতে একটা অনুশাসন মেনে ভাল মন্দের স্থির করা হয়। মানুষ যখন সেই অনুশাসন মেনে নিজেকে তৈরীর চেষ্টা করে তখনই সে তার চলার গতিকে একটা বিশেষ দিকে নিয়ে যায়, সেই অনশাসনই তখন তার কাছে ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতের এই অনুশাসন আমরা লিপিবদ্ধ রূপে পাই বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটা সূর দেখতে পাই যেটা স্বার্থত্যাগ করো, চেষ্টা করো অন্যের উপকার করতে। তোমার ভিতরে যিনি তিনিই সবার মাঝে। যখন নিজেকে দেখতে পাবে অন্যের মাঝে. মন তোমার আনন্দে পূর্ণ হবে। তোমার গ্লানি কেটে যাবে, তুমি দেবত্বের দিকে অগ্রসর হবে। এই স্বাগত বানী ভারতের প্রাণের কথা। প্রাচীণ ভারতের এই ধর্ম মেনে চলেছে, ক্রমে স্বার্থপরতার বেড়াজালে বাঁধা পড়েছে, অন্ধ হয়ে নিজের পাওয়ার তাগিদে অন্যদের বঞ্চিত করেছে, ফলে এসেছে বিদেশী শাসন, পরিত্যক্ত হয়েছে সাধারন মানুষ। অবহেলিত এই বিরাট ভারত দু মুঠো খেতে পায়নি. পায়নি শিক্ষা। আত্মমর্যাদা হারিয়েছে তারা ধর্ম্মের বুলি দিয়ে তাদের বোঝানো হয়েছে, এইটাই ওদের ভাগ্য, দিনে দিনে তারা আরো দুর্বল, আরো বীর্যহীন হয়েছে। মেনে নিয়েছে এটাই তাদের ঈশ্বরের বিধান।

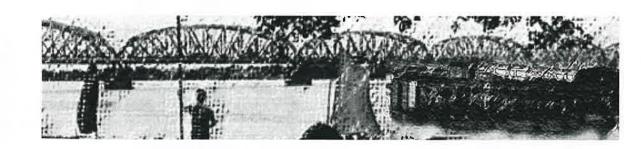
আমাদের জাতির আবনতির মূলে রয়েছে আমাদের ভারতের বিরাট এই অবহেলিত দুর্বল অশিক্ষিত জনসাধারন । এটা আমাদের জাতীয় পাপ। আমাদের সজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতার অভাব। প্রত্যেকেই আমরা নেতৃত্বের অধিকারি নই, কিন্তু অধিকার বোধ ও কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তুলে, মানুষ বুঝতে শেখে তারও কিছু করার ক্ষমতা আছে, তার দক্ষতার প্রকাশ পায়, সে হয়ে ওঠে আত্মনির্ভরশীল। সে নিপীড়িত, নির্জ্জাজিত থাকতে চায় না। নিজের মর্যাদায়, নিজের দক্ষতায় আত্মনির্ভরশীল হতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ধর্ম্ম তাদের এই শিক্ষার এক বিশেষ স্থান নিলেই শিক্ষা হয়ে উঠবে পরিপূর্ণ। কেমন করে? ঈর্ষা, স্বার্থপরতা ক্ষমতার লোভ যে মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হতে দেখ না - আমি শুধু আমারই জন্য নই - আমি অন্যের জন্যও বটে, সে বোধ, সেই চেতনা ধর্ম্মই দিতে পারে। ভারতের অবনতির জন্য ভারতের ধর্ম্ম দায়ি - এটা সবৈব মিথ্যা। পরন্তু ভারতের ধর্ম্মই শিক্ষা দেয়, তুমি বা তোমার চারিদিকে যারা সকলেই এক পরম সতার অংশ বিশেষ। তোমার একার উন্নতি অসম্ভব। অন্যদের কথা ভাবতে শেখা শিক্ষা দেয় স্বার্থপরতার, সংকীর্নতার, উর্দ্ধে উঠতে। দোষ ধর্ম্মের নয়, দোষ ধর্ম্মকে কিভাবে প্রয়োগ করা হয় জিবনে। সেখানে কোন সহানুভূতি নেই, নেই কোন হৃদয়বত্যা। এই দেশের মানুষের শোনিতে ধর্ম্মের বিশ্বাস বইছে। এই দেশের প্রাচীন প্রবক্তাদের বানী, তাদের উপদেশ তুলে ধরতে হবে প্রতিটি মানুষের সামনে। চরিত্র গঠনে ধর্ম্মের অবদান অনস্বীকার্য।







কোলকাতার নোট্রুক



22

Σ

d

4

> 2

S

সেকালের ও একালের কলকাতা

ডঃ সুমিত্রা খাঁ. শান্তিনিকেতন

বিজ্ঞান ও প্রযুত্তির হাত ধরে সেকাল ও একালের আয়নায় কলকাতা নগরির বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে। যদিও সেকালের কিছু ঐতিহ্যবাহী চিত্র আজকের কলকাতার বুকেও দেখা যায়।

একসময় কলকাতার বকে যাতায়াতের একমাত্র উপায়ই ছিল ঘোডায় টানা গাড়ী, আর নদীপথে ছিল নৌকা। বর্তমানে বিঞ্জান ও প্রযুক্তির হাত ধরে কলকাতা নগরী নানান ভাবে সেজে উঠেছে। একদিকে যেমন নানান ধরনের যানবাহন যা সময়কে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে, অপরদিকে সভ্যতার ভূষণ বড় বড় অট্টালিকা, কলকারখানা যা সাজিয়ে তুলেছে শিল্পনগরী কলকাতাকে।

সেকালের কলকাতা শহরে দৃষণ নামক দুষমনের বিশেষ কোন অস্তিত্ই ছিল না। ছিল না কোন বিশেষ রোগ-জ্বালা। আজকের সভ্যতাই সকলের অজান্তে ডেকে এনেছে দুষণ নামক দুষমনকে। যার মূল কারণই বলা যায় মানব সভ্যতা যা অরণ্য ধুংস করে গড়ে ওঠা এক স্বপ্নময়ী কলকাতা। সকালের কলকাতার বুকে যেসব জানবাহন চলত, তারা পরিবেশকে বিশেষ দৃষিত করতো না বরং পরিবেশের বন্ধু হিসেবেই কলকাতার বুকে চলে বেডাতো। ছিল না কোন বিশেষ শব্দের তীর্বতা। আজ বায়ুদূষণ, জলদূষণ, শব্দুদূষণ ইত্যাদি একালের কলকাতার এক বিশেষ অঙ্গের ভূষণ।

বিশুকবি রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন যে মানুষ তার স্বভাব দোষেই নিজের বিপদ ডেকে আনুছে। তিনি বলেন - 'মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদান প্রদান, ক্রমে সে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ যে হারাল, সে তার প্রথম সহদ, দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন করে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইট-কাঠের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে শ্যামলা বনলক্ষী তাঁকে অবঞ্জা করে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলো।'

সেকালের কলকাতার সৌন্দর্য্যের ছিল এক রূপ যা একালের সভ্য নগরীর সৌন্দর্য্যরূপের থেকে একটু আলাদা। তিলে তিলে গড়ে ওঠা তিলোত্তমা নগরীর চারদিকেই যেন ফটে উঠেছে সভ্যতার নিদর্শন। এই সভ্যতার নিদর্শণই নির্মল বাতাসকে ক্রমশই বিষাক্ত করে তুলেছে। বিষিয়ে তুলছে নদী - নালাকে। ফলে ক্রমশই পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে চলেছে। সেকালের পবিত্র গঙ্গাও দিনে দিনে এমনই দৃষিত হয়ে উঠছে যার ফলে একালের গঙ্গা হারিয়েছে তার পবিত্রতা, বেড়ে উঠেছে তার দৃষণ।

পরিবেশ প্রেমিক রবিন্দ্রনাথ এ কথা উপলব্ধি করে বলেন - 'এই দেশকেই যে জল পবিত্র করে সে স্বয়ং অপবিত্র, পঙ্কবিলীন - যে করে আরোগ্যবিধান সেই আজ রোগের আকর।' তিনি উদ্বেগের সাথে আরও বলেন - 'দুর্ভাগ্য আক্রমণ করেছে আমাদের প্রাণের মূলে, আমাদের জলাশয়ে, আমাদের শস্যক্ষেত্রে -----' একালের সভ্য কলকাতা শহরের শব্দদ্যণের মাত্রা ক্রমশই বেড়ে চলেছে যা ডেকে আনছে নানান রোগ-

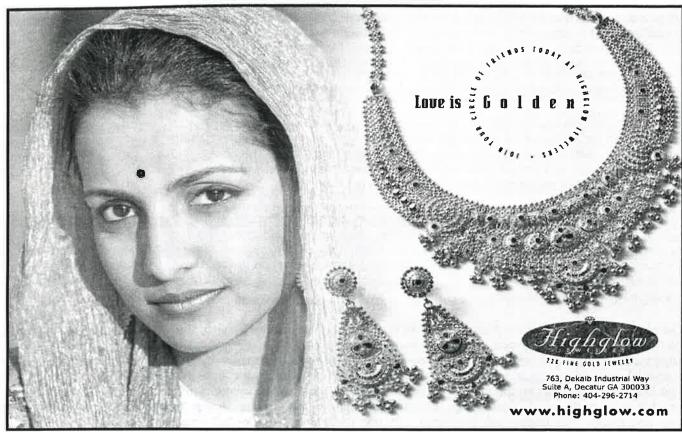
পরিবেশ প্রেমিক রবিন্দ্রনাথ ঐ সময়ই এই দূষিত পরিবেশের হাথ থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনিই 'বৃক্ষরোপন' উৎসবের সূচনা করেন যার মূল উদ্দেশ্যই হলো - 'অপব্যয়ী সন্তান কতৃক লুষ্ঠিত মাতৃভান্ডার পূরণ করবার কল্যান উৎসব।' বর্তমানে পরিবেশ সচেতন কলকাতাবাসী এই উৎসবের মাধ্যমেই পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তারা বুঝেছে - 'একটি গাছ একটি প্রাণ', 'গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান'।

একালের কলকাতাবাসীগণ সর্বতোভাবেই চেষ্টা চালাচ্ছেন কিভাবে পরিবেশ দৃষণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ফিরিয়ে আনা যায় সেকালের দূষণমুক্ত পরিবেশ। হয়তো একদিন একালের কলকাতা বিঞ্জান ও প্রযুক্তির হাত ধরেই হয়ে উঠবে এক উন্নতমানের সভ্যনগরী যেখানে সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে সেজে উঠবে কল্লোলিনী একালের কলকাতা।

লেখিকা পরিচিতি

कमकाजात बतानगरत छन्। कमकाजात रवधून करमछ रथरक त्रमात्रन सांछक धवर वांगीगच्य विद्यान करमछ रथरक खीव-त्रमात्ररन सांछरकास्त्र। विश्रजातछी विश्वविफाणम् एथरक शतिरवर्ग विश्वास मृणावान शरवर्गभान्न छन्। भि धर्षेठ छि नाछ। शतिरवर्ग विश्वम श्रीहरवर्ग छ मृगरंगन्न शन्न धवर विखिन शब-शिवकान्न भिद्रादान महकास श्रेयमः, भन्न ७ कविणा निएम भोरकन। वर्जमान जिल्ही जयग्राभिका हिमारव कनकाण इंग्नि ठार्ठ करनम ७ मोसिनिरकण्न वि जारे हि यम কলেজের সাথে যুক্ত।









CHANIYA CHOLII

Family Shop Custom Size Wedding Oresses

C.K. GROUP

LARGEST READYMADE

· All Our Clothing Is Custom Made From India

· Over 50 Years in Clothing Business in Anand, Gujarat

2179 Lawrenceville Highway • Suite I Decatur, GA 30033 (404) 325-8880 • (404) 290-3494

(Same shopping center as Madras Saravana Bhavan)

• Jodhpuri

• Sherwani

• Dhoti Kurta

· Paghadi

Dupatta

Shirts

· Choli Lacha

BOYS' WEAR

GIRLS' WEAR

24

· Mojdi

Fashions and Malls of Kolkata

Swagata Bose, Atlanta

Fashion is an aspect of a culture that keeps changing with the evolution of tastes, needs, comfort as well as the influence of other cultures. Fashion in Bengal too, has evolved in its own pace.

Bengali fashion has traditionally hovered around dhotis for men and sarees for women. In yesteryears, gentlemen belonging to the upper strata of the society used to wear an additional unstitched piece of cloth called Uttorio, while women used a piece of cloth called Orna for veiling their head. The dhoti in those days was much smaller in length and breadth and it never reached below the knee though the way of arranging it remains the same. The style of wearing the saree was more or less the same as it is today.

Other cultures have also influenced the dress code in Bengal. In Bengali society, the practice of wearing shoes was in a way absent. They used to wear wooden sandals called Kharam. The Turkish influence introduced the concept of shoes. Middle class people used red leather shoes embroidered with small flowers while the rich got them embroidered with gold, silver and silk flowers. Another influence of the Afghans and the Mughals was the introduction of wearing colorful sarees and the practice of putting the anchal of the saree over the shoulder to enhance the beauty of the saree.

Despite much influence of the Pathans and the Mughals and later on the English, Bengalis retained their own dress code. Till the mid 19th century, though some men started wearing coats and trousers emulating the British, the community at large ignored the English dress code. In Shibnath Sashtri's writings there is detailed description of a special creed of people known as the Babus who began to assert their culture in the community. These people had long cascading hair till the shoulders, wore a fine dhoti with black border, a muslin vest and hung a piece of braided white cloth around their necks. Bengali women wore the famous Dhakai and Benarasi sarees that were wrapped around their bodies with two twists, with one end of the saree left hanging over the shoulder. As wearing undergarments was not prevalent then, the fine silk emphasized the contours of their body, which was why no one other than their husbands were allowed in the inner quarters.

The Tagore family played a very important role in the evolution of the saree. After Satyendra Nath Tagore returned to Bengal from abroad, he had to leave for Bombay for his posting in civil service. He wished to take his wife Gyanadanandini with him, who would be stepping out of her inner quarters for the first time and needed something that she could wear outside as well. The solution to this problem came from a French tailor. He prepared an oriental dress for her. Later in Bombay, Gyanadanandini searched the market for a perfect dress that

> would be fashionable as well as fit to be worn in the society. She appreciated the style the Parsi women adapted while wearing the saree. She emulated them and also mastered the use of petticoat, the chemise and the blouse. Thus, she became the founder of the contemporary Bengali fashion for the ladies.

> Bengali women made more improvisations such as pleating and broaching the anchal and started trends like the concept of color matching and wearing separate colors for different seasons. Spring was the time for them to wear sky blue sarees with black border. During Durga puja, they wore sarees of different hues accompanied by floral ornaments and used cosmetics made

from sandal and flowers. During Holi they wore a white muslin saree so that the colors

on the saree acquired prominence.

In men's fashion too, the Tagore household became a trendsetter. There is an interesting anecdote regarding this. Maharshi Debendranath Tagore was invited at a function at the Shovabazar Rajbari. All the rich and the famous of Calcutta were invited

to the party. But at that time Maharshi was running through a financial crunch as he had to pay off his father's debts. This news had spread through the city like wildfire and every one was curious to know the way Maharshi would dress himself. This rumor reached the Thakurbari too and when Maharshi came to know about it he promptly ordered a pair of muslin shoes studded with pearls. What



happened next was inevitable. Everyone in the party was waiting anxiously for the Maharshi. When Maharshi finally entered the banquet, people were enthralled to see him. There was nothing gaudy about his dress. He was wearing a milk white turban and a gown but his glittering shoes attracted the attention of all. At the sight of this, the Raja of the Shovabazar Rajbari, who was also a good friend of Maharshi, called everyone and said that one should learn aristocracy from Maharshi - what everyone wore round their neck, he nonchalantly kept to his feet.

The trend of wearing the dhoti was challenged after independence. Bengalis found that while going about their daily work, the dhoti was cumbersome and unsuitable. Thus they resorted to the more practical coat, trousers and shirt. Later, as women too started going out more and more, the saree was replaced with the more hassle-free though elegant and feminine salwar kameez. Now, with increased influence from all around the globe, western outfits are very popular. Indo-western outfits that are a blend of comfort and style are also the rage.



But, the saree and the dhoti are not done with. Bengalis have a special respect for these garments and adorn them on occasions and ceremonies to relive the golden era of vesteryears. Today, thanks to the endeavor of a bunch of Kolkata based designers and popular movies like Devdas, Bengali fashion is hugely popular. Some of the designers who have helped Kolkata fashion go global are Sabyasachi Mukherjee, Sarbari Dutta and Kiron Uttam Ghosh. With unusual prints and exclusive surface ornamentation, they have given ethnic ensembles like the dhoti-kurta and saree a stylish makeover. Traditional materials like kotas, georgettes, crepes, silks and cottons have been given a contemporary touch with exquisite kantha, zardosi, shibori, batik, appliqué work and block prints with vegetable dyes.

With many of these designers representing Kolkata at national and international fashion events, the city is being touted as the new mecca of haute couture. Gone are the days when Kolkata did not even warrant a glance from the fashion frat. Today, the city is experiencing a new high with its numerous shopping malls. The malls now are nearly as good as those in small towns of America. Many more are due to come soon. They promise to match Macy's of New York. The whole of the Bypass, they threaten, will become a shopper's paradise.

Some of Asia's earliest planned shopping centers and departmental stores were built in Kolkata. However, none survive except the New Market. In its heydays, this market was the standard setter amongst Kolkata's elite. However, a section of it was destroyed in a fire and a new annex was added in 1984. Another favorite with Kolkata shoppers has been the Chowringhee Road - Lindsay Street area around New Market that has a wide variety of shops.



Retailing is and has always been big in Kolkata In fact, the whole of Kolkata is a big market and there is probably no main road that is not lined with shops. There are small and big bazaars in every part of the city. The bazaars consist of a large number of shops selling everything from vegetables to electronics. Many roads specialize in particular products. For example B.B.Ganguly Street has jewelry, ophthalmic and furniture shops, College Street is famous for its books etc.

However, even a few years earlier, Kolkatans thought that in order to shop for the trendiest styles, one had to go to Delhi or Mumbai, or if budget allowed, overseas. There were a few swanky, huge showrooms, but conservative Kolkatans were averse to shopping in those places. But no more. With the era of liberalization, Kolkatans have responded whole-heartedly to the shopping complexes that have opened

Right in the heart of the city, near Esplanade, there is Shreeram Arcade and Treasure Island. These two shopping arenas mainly deal with garments. Around Shakespeare Sarani Police Station, two new ritzy shopping complexes have come up. They are Metro Plaza and Shopper's City. Gone are the days of dingy, congested showrooms where it was the shop-owners who called the shots. These shopping complexes are all state-of-art with all modern amenities like A/C, glass-capsule lifts, glazed tiles, hassle-free parking, easy to push trolleys, touch-andfeel experience of the wares on open shelves and an unobtrusive sales assistant ever ready to sell.

26

MFAT

V

The south of Park Street area has witnessed a boom of private markets which are upmarket in decor and clientele Air-conditioned Market, Vardaan, Victoria Plaza, The Forum and the Metro Plaza are some of the favored shopping centers. There are also many excellent shops in this area like the Musicworld, the Oxford Book Store and the Landmark. Two new fancy showrooms have recently been added. Westside and Pantaloons. For international brands, these are the best places to go, though they also sell their own brands. The newly opened music super-mart, Planet M, at 22, Camac Street, the same premises as Westside and Pantaloons, is really a music lover's paradise. It has virtually everything that a music lover wants replete with a jukebox, CDs, VCDs and also books on music.

South Kolkata shops in Gariahat. With its numerous shops, Gariahat, which also includes the Ballyguni AC Market can rival the Lindsay Street - Chowringhee region. But for government emporiums, Kolkatans flock to the **Dakhinapan** shopping center. Its specialty is handicrafts and textiles.

In North Kolkata, Ultadanga has the Uttarayan, built on the lines of Dakhinapan, Here too, there are emporiums from many Indian states. However this shopping center is smaller and isn't as trendy as Dakhinapan. In close by Salt Lake City, many new shopping centers have come up such as the upscale CityCentre and Charnock City. Another major attraction in this area is the very innovative Swabhumi, which is the quintessence of ethnicity, with artists and craftsmen at work, creating fascinating handicraft and folk art.

The list goes on.... shopping malls like Unnayan and the Metropolis, both on E.M Bypass are in various stages of construction. Several other retail complexes are in the planning stage.

Kolkata, therefore, is once again well on its way to establish itself firmly on the Indian fashion map – small wonder

for the thriving metropolis that has never ceased to amaze even skeptics with its undying spirit, innovation and warmth.





NRITYA NATYA KALA BHARTI

ACADEMY OF DANCE & MUSIC Since 1989

NOW ENROLLING AGES 5 & UP • SPECIAL ADULT CLASSES



REGISTER FOR

RAAS-GARBA WORKSHOP

Call for Registration

OTHER SERVICES: LIVE SHOWS - PA SYSTEM RENTALS

> · RECORDING STUDIO: Audio Restoration, Production & Mastering





- Kathak: A North Indian Classical Dance.
- Folk & Contemporary Dance Varieties of all Regions: Including Raas-Garba, Bhangra, Gidha, Lavani, Ghoomer, Tera Taali, Bhaiya & Dangi Nritya. Taught by Kumud Savla.
- Modern Bollywood Fusion Dance for Boys: Taught by Sonny & Prem.
- Vocal & Keyboard: North Indian Classical Method. Taught by Sandeep Savia & Yashwant Panchal.
- Tabla Classes: Taught by Prithwiraj Bhattacharjee, visiting from Pandit Jasraj Music School.

LOCATED IN THE CLOBAL MALL . SUITE 685

Ph: 678-363-7964 or 678-467-0837 Email: kumudsavta@yahoo.com

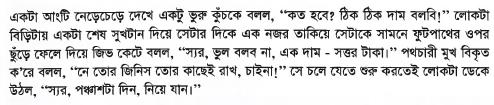


ক'লকাতার ফেরিওয়ালা

প্রসেনজিৎ দত্ত, আটলান্টা

দুপুর রোদের প্রখর তাপে ময়লা ধরা পুরনো খেলনা আর অপটু হাতের কারুকর্জ করা পিতলের জিনিসগুলো চকচক করছে। বছর দশেকের একটি ছেলে লোলুপ দৃষ্টিতে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে ফেরিওয়ালাটার দিকে কাঁপা কাঁপা হাতে পাঁচটা টাকা এগিয়ে দিলো। ফেরিওয়ালা একটা গোল চাকতি ধরিয়ে দিল ছেলেটির হাতে। ছেলেটা চাকতিটা নিয়ে জিনিসগুলোর দিকে একবার ভালো ক'রে তাকিয়ে সেটা ছুঁড়ে দিল একটা খেলনার দিকে তাক ক'রে। চাকতিটা গিয়ে পড়ল খেলনাটার ওপর ঠিকই, কিন্তু খেলনাটা পুরোপুরি তার ভেতর দিয়ে গলল না। তার দিকে এক নজর বলিয়ে মুখে চুকচুক শব্দ করে মাথা নাড়ল দোকানী। ছেলেটা মাথা নিচু করে চলে যেতে লাগল। ওর কাছে পয়সা নেই আর একবার খেলবার। লোকটির কেমন যেন একটু মায়া হ'ল। হয়তো তার বাড়িতেও ওই একই বয়সের একটা ছোট ছেলে আছে। ছেলেটিকে ডেকে ওর হাতে একটা বল ধরিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি এটা নিয়ে যাও।" ছেলেটা চ'লে গেলে লোকটা একটু মুচকি হাসল। আজ মন্দ রোজগার হয়নি তার। কি আছে, একটা বলই তো দিয়েছে ওকে। ছেলেটার চোখমুখের আনন্দ দেখে ওর মনটাও খশী হ'ল।

একট দরে একটা লোক একটা তাপ্পি লাগানো পাঞ্জাবী আর একটা নোংরা পাজামা পড়ে দাঁড়িয়ে বিডিতে টান দিচ্ছে। তার গলা থেকে ঝুলছে একটা বড় কাঠের ট্রে। তার ওপর সাজানো নানা রকমারী জিনিস। তাতে আছে আংটি, সোনালী গলার চেন, আরো কত কি। এক পথচারী রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁডিয়ে পডল।





পথচারী প্রেটে হাত দিয়ে সন্তর্পনে তিরিশটা টাকা বার ক'রে বলল, "নে, এই আছে।" ফেরিওয়ালা আংটিটা দিয়ে বলল, "বউনি ক'রলাম ব'লে, ঘর থেকে দিতে হ'ল।'' পথচারী চ'লে যাওয়ার পরে তার পাশে ব'সে থাকা আর এক দোকানীকে একট হেসে বলল, ''আজ এই নিয়ে দশটা বিক্রী করলাম।" রাস্তায় পাশে বসে থাকা দোকানীর ব্যবসা সকাল থেকে ভালোই যাচ্ছে। সে বসেছে নানা হিন্দী ছবির তারকাদের পোস্টারের পসরা সাজিয়ে। এক গাল হেসে একটু দুলে উঠে বলল. "প্রীতি জিনটা আর বিবেক ওবেরয়টা দারুণ কাটছে।"



কলকাতা এক বিচিত্র শহর। একদিকে যেমন গরীব, নিঃস্ব মানুষের ভীড়, অন্যদিকে তেমন নানারকম দেশী-বিদেশী গাড়ী হাঁকিয়ে চলা বিত্তবান লোকেদের সহাবস্থান। অথচ আশ্চর্য্য লাগে. নিজের নিজের দুনিয়ায় থেকেও বিভিন্ন স্তরের মানুষদের একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ ক'রতে দেখা যায় না সচরাচর। বিভিন্ন ধরনের মানুষের চাহিদা মেটাতে ক'লকাতার ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ফেরিওয়ালাদের পসরা ও পোষাকাষাকও আলাদা রকমের। একটু বিত্তশালী পাড়ায় দেখা যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদা জামাকাপড় আর মাথায় সাদা টুপি পড়া চানা বিক্রী করা ফেরিওয়ালাদের। চানা গরম রাখার জন্য ব্যবস্থাও থাকে তাদের কাছে। নুন, লেব মাখানো গ্রম চানা খাওয়ার জন্য বিশেষতঃ অপ্পবয়স্ক মারোয়াড়ী ছেলেমেয়েদের ভীড দেখা যায় তাদের কাছে। এছাড়াও আছে আরো নাানা

রকমারী জিনিসের ফেরিওয়ালা। তারা কেউ কেউ মাথায় ক'রে ঝাঁকা নিয়ে শোনপাপড়ী, সন্দেশ অথবা সিঙাড়া বিক্রী ক'রে বেডায়। কেউ রাস্তার ধারে বসে বিক্রী করে নানা ধরণের টোটকা আর মাদুলি। গড়িয়াহাট বা চৌরঙ্গীর পথেঘাটে দেখা যায় নানা ধরণের জামাকাপড়, শপিং ব্যাগ, জুতো ও কারুকার্য্য করা পিতলের জিনিস বিক্রী হ'তে। এছাড়া আছে মাটির তৈরী দেবদেবীর মূর্তি, ওয়াল হ্যাঙ্গিং, ঘরে সাজিয়ে রাখার মতো গাছ-গাছরা, চাবির রিং, চামড়ার ব্যাগ, বেল্ট, খেলনা, ইত্যাদি। অন্যত্র দেখা যায় দুপুরের শরীর ঝলসানো রোদের তাপে মাথায় করে শাড়ীর বস্তা অথবা বাসন-কোসন সাজিয়ে ঘুরে বেড়াতে ফেরিওয়ালাদের। এই সব ফেরিওয়ালাদের বেশীরভাগই পারতপক্ষে সৎ উপায়ে টাকা রোজগার করে নিজেদের ও তাদের পরিবারের ভরণপোষণ করে।

কিন্তু ক'লকাতার সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে তোলে ক'লকাতার মানুষের খাবারের প্রতি অনুরাগ। সেই চাহিদা মেটাতে শহরের সর্বত্র পাওয়া যায় রকমারী খাওয়ার সাজিয়ে ফেরিওয়ালাদের ভীড়। বিক্রী হচ্ছে মাছ-ভাত, ডিম, চাউমিন, এগ রোল, মাটন রোল, মোগলাই পরটা, আলু-কাবলি,

MFAT

ΔI

A H

FRVF

S

ডিমের ডেভিল, নানাধরণের মিষ্টি, এমনকি আইসক্রীম। এতধরণের এত পরিমাণের খাবার থাকা সত্ত্বেও সময়মতো না পৌঁছতে পারলে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়।

এক অন্তরাষ্ট্রীয় রিপোর্ট অনুযায়ী (http://www.iita.org/info/phnews5/mr8.htm) ক'লকাতার রাস্তায় আনুমানিক ১,৩০,০০০ ফেরিওয়ালা তাদের পসরা নিয়ে বসে এবং তাদের বার্ষিক লাভের পরিমাণ ১০ কোটি মার্কিন ডলার। এর থেকেই আন্দাজ পাওয়া যায়, ক'লকাতার অর্থনীতিতে ফেরিওয়ালাদের কতটা অবদান। আর শুধ অর্থনীতি কেন. ক'লকাতার মান্যের মনোরঞ্জন ও নানা রকম চাহিদা মেটাতে ফেরিওয়ালাদের জড়ি মেলা ভাড়।

আজ বিদেশের চাকচিক্য আর কৃত্রিম আনন্দের মায়াজালে জড়িয়ে থেকে আমরা কেউ কেউ হয়তো এইসব খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের হেয় নজরে দেখি বা তচ্ছাতিতচ্ছ করি. কিন্তু ঠিকভাবে দেখলে দেখা যায়, আমরা তাদের থেকে বিশেষ আলাদা নই - ওদেরই মতো আমরাও রোজগার করছি নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য। শুধু আমাদের ছিল সুযোগ ও সুবিধা, ওদের তা ছিল না।









Santiniketan----The Land of Tagore

Sutapa Datta, Atlanta

Santiniketan (abode of peace), about 136 km from the holity of West Bengal, is a famous university town and often referred by poets as ranga matir desh, which immediately reminds us of Tagore's song gram chhada oi ranga matir path. It has become a tourist spot as it was the "karma bhumi" of Gurudev Rabindranath Tagore (1861 -1941). Noble laureate for literature from West Bengal, India. Santiniketan is Rabindranath Tagore's 'amar kirti'. something which is unparalleled. Of course the natural charm of Santiniketan is a major draw in itself. The town resembles an artist's canvas amidst the backdrop of simul, palash and krishnachura. It is basically known for its unsurpassed natural, intellectual and cultural heritage.

This university town is a centre of learning amidst natural environment. It was Tagore's hope to free the Indian mind of its slavishness through a new education system. Tagore envisioned a center of learning which would have the best of both the east and the west. Tagore once wrote to his son Rathindranth, 'The Santiniketan School must be made the thread linking India with the world....

Attracted by the beauty of this place, Maharshi Debendranath Tagore, father of Rabindranath Tagore, founded an ashram here in 1863. In 1901, Rabindranath Tagore set up a Brahmacharya school here which later came to be known as Patha Bhavan



Tagore enunciated his Visva Bharati plans in 1919 and accepted 'yatra vishvam Bhavatyekanindam' (where the world becomes a single nest) as its motto. In the year 1921, the University of Visva Bharati was formally established. Tagore was its chancellor (acharya) till his death. Abanindranth Tagore and Sarojini Naidu were his

successors.

The Santiniketan School was established with the intent of three main objectives: to make the children grow up in an ideal physical environment, close to nature, an education to balance the city and the village in a changing India and to impact knowledge capable of accepting a larger world. Originally the Santiniketan School was designed to be more than a school, a society in itself where teacher and pupil, householder and visitor. Bengali and non-Bengali, Indian and non-Indian would all live and learn together.

Visva Bharati University is mainly ashram kendrik aimed at meditation along with rich heritage of learning. According to artist Royeka Sultana, 'During Tagore's time, people in Santiniketan lived in thatched houses and went about barefoot around the ashram. No religion was allowed to have a foothold there.' In this residential university, the students plant their own trees from which they harvest their fruits. Famous personalities like Indira Gandhi, Satyajit Ray and Nobel laureate Amartya Sen have been through the portals of Santiniketan. The atmosphere of simplicity emanated from the time of Tagore, who himself lived in thatched mud houses like shyamali. At the Patha Bhavan, the classes are usually held under the sky or tree-shade. Open air education as opposed to being cloistered in the four walls of a classroom becomes a reality here. Visva Bharati University offers a wide range of faculties, such as, literature, music, art, science, economics, foreign language and much more. Keeping the university in mind, a small township has come up with a single road winding through. Thankfully though, the urban life is missing here!

Different organs of Visva Bharati are Patha Bhavan(school), Shiksha Bhavan(college), Vidya Bhavan(post-graduate and research), Kala Bhavan(arts), Sangit Bhavan(music), China Bhavan(Sino-Indian studies), Palli

S Anjali

www.pujari.org

Sangathan(rural organization), Granthan(publication), Hindi Bhavan(Hindi studies) and Rabindra Bhavan(Tagore Research Center and Museum). It is a traditional ritual to give *saptaparni* leaves to the graduating students by the Chancellor at the *chatimtola*. This is the place where the poet's father used to meditate.



Every Wednesday there is a prayer held in the morning with Tagore's *puja* songs. Students gather around the *Upasana Sadan*, known as *mandir* surrounded by the sky, fresh breeze and plants to fill in the morning air of *the abode of peace*.

The quiet and peaceful ambience of Santiniketan is indubitably remarkable. One of the beguiling elements of Santiniketan is its abundance of artwork, sculptures, frescos and paintings dotted around the campus. Sculptures of Ramkinkar Baij

adorn the entrance of Kala Bhavan. The Uttarayan complex, the residence of Tagore consists of several buildings, reflecting the architectural genius of his illustrious son, Rathindranath Tagore. Spectacular works of Abanindranath Tagore, Nandalal Bose, Gaganendranath Tagore, can be seen at the galleries of Vichitra and Nandan. Among the abodes of Tagore, Udayan, Konanark, Shyamali, Punascha and Udichi are the old sanctums. The red-soiled roads and natural beauty of Santiniketan open doors to discover the rural lives in and around the place. Not very far from the campus is the eroding *khowai river*, the poet's inspirational spot, which still serves as a motivational and sacred place for numerous poets and intellectuals.

Another most celebrated aspect of Santiniketan is its various festivals marking the change of seasons. The major festivals are *Poush Mela, Basanta Utsab, Poila Boishakh, Rabindra Janmotsav, Varshamangal,* and *briksharopan.*

Pous Mela, a major landmark on Bengali's cultural calendar, is almost as old as Santiniketan. On the seventh day of *Poush* (Bengali month), Maharshi Devendranath Tagore embraced the *Brahmo* conviction under the tranquility of *amra kunja*. This day is marked by the inauguration of the Poush Mela and Visva Bharati foundation day with the hyms and *slokas* at the crack of dawn. On this day of the year the gates of Uttarayan are thrown open to public to have a glimpse of beloved Gurudev's abode. *Aaguner parashmani* fills in the air of Uttarayan with its myriad students and



devotees. A fair is held at the mela ground, which include songs of bauls and artisans from local villages selling handicrafts. Poush Mela is also a focal point of intellectual reunion.

Rabindranath Tagore, inspired by the spirit of Holi, decided to introduce *Basanta Utsav*, the festival of spring at Vishva Bharati University, where the students and the youths of the institution, attired in colorful dresses like yellow and red, garland of *polash* on their neck and little sticks in their hand, celebrate Holi in a very special way. A number of cultural programs, which include group choreography, songs, and dance, are staged. The students sing the *Ore grihabashi khol dar khol*, their ways through Amrakunj. There after, the entire University plays Holi with abeer, rejoicing the festival. In the course of time, Basanta Utsav has become a milestone of Bengali culture, and has also drawn interests from international tourists.

With the *krishnachura*, *kanchan* and *kamini* around, one can easily feel the change of seasons within. The *kash* flowers surround the lakes and tranquility engulfing the surrounding, helps concentrating at will, and it is a true place to meditate.

The pristine, immaculate setting of Santiniketan has remained an inspiration, encouragement and motivation for several bards, lyricists, writers, journalists and intellectuals apart from our most beloved poet Gurudev Rabindranath Tagore himself.



www.pujari.org

Presidency - Then and Now

Dr. Indrani Dutta-Gupta, Atlanta



Despite the grand aura of Presidency College, where my father went and uncles from both sides of the family went, and where my maternal great grandfather taught Physics to National Professor Satyen Bose among others, my experience of the college was very mixed. I finished high school in 1971, when my elder brother, a brilliant student of Mathematics, should have finished second year there. But he did not.

Having gone to Presidency in 1969, following in the footsteps of our father and our uncles, my brother ran into real Naxalite induced bad luck. My brother Samarendra Roy was the NSTS topper, nationally, of 1969, but by 1970, the more brilliant you

were, the more suspect you were. One night in late 1970, just about every brilliant person at Presidency, including a couple of relatives (such as a son) of top police officials, were arrested. The police lied so much that even we started doubting our family member. One of the false charges brought against all these students was that they had set Baker Laboratory on fire. I clearly remember the day the Lab caught fire, and how my brother had to walk home

from College Street to Ballygunge, and what his feelings were on that arson perpetrated by anarchists. I knew that the police were not only lying but that some malicious Naxalites had set them to it. Overnight, my parents whisked my brother out of State, and for a long time would not tell us where he was going to college. It so happened that the VC of Pune University, known to an Uncle, my Baramama, believed the family's story about my brother's innocence, and requested the Principal of Fergusson College to take him in. My brother spent two years in Pune, out of touch with his original friends, in a lonely apartment in Pune, and finished 6 semesters of requirements in four, to graduate on time. In the process, he also memorized every Hindi movie, new or old, available on the screen.



I took my HS. Exams knowing that Presidency College was out of bounds for me, and it made my 18th year extremely painful. I too, like Dada, had set my heart on Presidency. Very frustrated, I first joined the 5 year MS course in Mathematics at IIT Kanpur, where my cousin Ritwik eventually went for Chemical Engineering. Then I was afraid to go that far away from home+, and transferred to the three year course in Mathematics at IIT Kharagpur, after seriously toying with the idea of doing Architecture. I hated it at Kharagpur. I could not adjust to the poor food after my mother's lavish cooking and I fell coming down the stairs and broke a toe. Wiry thin and physically and emotionally run down in those days from stress and from not knowing where my brother was, all I wanted was to come home. Still no Presidency College for me. I decided to move to English, my real first love, as opposed to Mathematics, the subject of both my grandfathers, and the Principal of Lady Brabourne College bent over backwards, let me take a late admission test, and took me in. So did Loreto College, where I did not go then. Sister Stella, I remember, told me that my being in English would be a gain for Loreto and for English, but a loss for Science. I would not study Science anywhere but at Presidency. Several years later, as I taught English in Loreto College for about seven years, I thought of Sister Stella every day. She had retired by then.

Months went by at Brabourne, with me always brooding and sickly, until finally I got my parents' permission to transfer to Presidency. Luckily, there was me from Brabourne and a girl called Sonali from Loreto (she is now a Professor of English at Bethune) who were both transferring and we had to sit for admission tests again. We suffered through it, I particularly happy that I was not the only insane and undecided one. Both of us came from extremely conservative and protective families, and I am amazed daily now at the difference between our lives and my children's and nieces' lives. When we came to pay our fees we met Dilipda, the bachelor gentleman in the office who was always kind and helpful. He made life easy when it came to collecting the National Scholarship

MFAT

a

HAI

ERVF

S

money, one of the few things I was entitled to get. My father's income as a barrister disqualified me from most monetary awards except small prizes at the end of second and third years. Dilipda, with the respect he showed towards us half-formed adults from various scholarly backgrounds, became an institution at Presidency. I was proud to claim him as an aunt's brother-in-law.

Coffee house was the focal point of our lives—its hot ghugni, its tea or coffee, its original but virtually peeling Albert Hall décor, and innumerable smokers and nonsmokers often surrounding some of us young ladies, was a part of the culture. We soon formed a trio, a trio that somehow preferred the kabiraji cutlet of Anadi Cabin nearby. We were too proud to be like the typical Presidency College queen bees, who always came in with the guys and enjoyed being surrounded. Two of us wanted arranged marriages and I was already engaged. So our guy friends comprised of the boyfriends of other girlfriends, guys we liked but who were too busy to hit on us. We sometimes advised the girls. Here I first heard the rumor that I wasn't at Presidency my first year because I had flunked the Physics admission test there originally. All HS toppers in Science had to study Physics at Presidency—that was the unwritten rule—so why hadn't I? Of course nobody had seen me in the test-taking crowd, but that did not matter. It was an interesting exposure to a culture different from the one I was raised in, where I was a top student at South Point from the time I was a little girl and known for my ability to make friends with kids of various ages and abilities.

One day I called Somak, the younger brother of the Congress Party leader Saugata Roy. He had graduated from St. Lawrence High School and was a student leader of Chhatra Parishad.. He was in the Physics Honors class. asked him if he had seen me take the admission test with him. He said "No." I asked him if he knew the top St. Lawrence fellow of his batch, who was at IIT studying Electronics and was my friend. "Why don't you ask him where I was the day of the Presidency Physics admission test? Was I not with him at IIT?" Somak, whom I liked, immediately said he never started the rumor in the first place. He helped me track the originator of the rumor. supposedly a young man from the Economics Honors or some such class who had been in third grade at South Point with me. I confronted him too.

Later when the 1973 English Honors Part one results came out, and I had First Class marks in every paper, my good friends came to console me that now the originators of the old rumors were saying "First in HS from Science" and now First Class marks in every paper in English too—she must be a genius."

Such was the condescending arrogance of Presidency. Amita Dutt the kathak dancer and my batchmate from Loreto who later went to University of Calcutta while I went to Jadavpur, tells me that outsiders often thought Presidency English Department was able to manipulate their students' marks! Those who knew our Professors, and Amita met them too while teaching Beowulf at Calcutta later, would know that they would never stoop that low.



One of my best friends at Presidency was Paramita Sen, now Gupta, a cousin of Ketaki Kushari Dyson's. Ketaki Kushari had stayed in their house to go to Presidency, so we got a lot of stories. Ketaki Kushari held record marks in English. Gayatri Spivak was another myth in our Department, some sixteen years our senior, I think. I used to read their published articles diligently. I attended Paramita's son's wedding in Calcutta this past January. Another of my good friends, from fourth grade to Presidency days, was Suranian Das, the current pro-VC of University of Calcutta whohappens to have a book on the Naxalite movement of the early seventies, in case any of you are interested. Another good friend, Ranjan Chaudhuri, National Professor Satyen Bose's grandson, was a little older, and he now teaches at Eastern Michigan State University at Ypsilanti, and lives in Ann Arbor. We have visited each other.

Presidency is now different. I hear that you cannot be a professor there unless you are openly a member of the CPM. This baffles me. My friend Jayati Gupta, three years my senior at Presidency, does not appear to belong to any party. But she heads the English Department. When I ran into her recently at the Calcutta Club, I forgot to ask her! I hear of good students of my subject choosing to go to St. Xaviers or to Bethune, a trend, thanks to my parents, I almost started. I also know that the very best students of English go to Jadavpur even at the Undergraduate level. I have two brilliant nieces going there, and some of my best professors who are still teaching. all teach there. This, I am told, holds for many subjects, although a student of Economics I know definitely chose Presidency over other colleges. He does have a family tradition—he is my friend Paramita's younger son. He is

happy to be there, and it will be up to others to say more about the College as it is now. For me, the College Street book stores, indoor or street level, new or second hand; the painful wait for a tram or a bus; the ability to get difficult books such as Beowulf, Pearl, Purity, Patience, The Owl and the Nightingale, or Sir Gawain and the Green Knight, in antiquated editions with notes by haloed critics, were richly learning experiences that I would not give up for all the world. More than anything else in the world, the ability to go to the enriching school where my father and uncles went, and where so many successful people have studied or sat on the portico or flirted with the opposite sex, gave me confidence to deal with life, dream big, and raise a confident and giving family.



 Quality Brand names you can trust: LAXMI (entire in-depth line), NIRAV * DEEP * SWAD * ROOPAK STORES and many more

Weekly In-Store Specials

Plenty of Parking

Loads of Fresh Vegetable Now available 7 Days a Week



Open 7 days for your Shopping Convenience

Mon-Thurs: 11:00 am - 8:00 pm Fri-Sun: 11.00 am - 9:00 pm

Global Mall ...5675 Jimmy Carter Boulevard ... Norcross

Phone ...678-421-0071 ***Web www.ggroceries.com

Store entrance towards back of the mall, below Kruti Dance Global Mall - Atlanta's true one stop shopping and cultural center

My childhood reminiscences of Calcutta

Prosenjit Dutta, Atlanta

Calcutta has always been and will remain to me the city of joy. It is not because I was in any way influenced by Larry Collins' book or the movie. In fact, I disliked them both. I have always loved Calcutta because of her vibrancy her wonderful people, her warmth and the friends that I have made there over the years, but probably more because of her ability, like the mythical bird Phoenix destroying itself and rising from its ashes, to redefine herself at the most critical of times. Just when her detractors, at various points in the city's history, had written her off as dying or going down rapidly, she has turned around and proved to everyone's amazement that nothing could be farther from the truth. Today Calcutta is, once again, a bustling metropolis, boasting all that the world can offer in terms of amenities, cuisine and all-round development. Corporations that had once abandoned the city because of rising labor trouble, poor infrastructure and endless, mindless processions, are now flocking back to re-establish business there. In fact, there are few other cities in India that can claim to have such skilled workforce, and very importantly, for the majority of manufacturing companies, such abundant supply of water and mineral resources. Calcutta's hinterland, which includes all states neighboring West Bengal, is rich in natural resources that make the city a very viable geographical point in terms of establishing new business. Calcutta is the gateway to the East and is a thriving river port situated on the banks of the river Hooghly, a tributary of the Ganges. Thankfully, the local government, after years of stupid and illogical experiments that had led the city downhill and, by most predictions, beyond redemption, has finally come to its senses and is well on its way to restoring Calcutta to its former glory.

I still have vivid recollections of my early childhood days in Calcutta. Even though I have been fortunate enough to have had the opportunity to study in some of the best schools the city had to offer like St. Xavier's and St. James, I believe the fact that education for Bengalis is a top-notch priority, has set very high standards for all educational institutions in the city and her suburbs. We have always lived in the southern part of the city and remember, as kids, going each morning with our father to the nearby Rabindra Sarovar, which had a beautiful lake and a park. I still remember the excitement we used to feel as we smelled the breath of fresh air wafting from the lake and its surroundings as we approached it. Later in life, we would go there with local friends to play soccer and engage in other sporting activities. I remember watching in amazement as groups of rowers in boats heave-hoed on the lake to practice for the annual regatta. On some days, we used to go to a swimming club within the periphery of Rabindra Sarovar. I remember that initially I used to feel uncomfortable and nervous going into the water, but after a few bouts of coaxing by my father, took to the water like a fish. My brothers and I loved splashing around in the pool with uncontrolled glee - it was truly the time of our lives.

We used to wake up each morning at the sound of crows cawing, the local sweeper scraping the curb with his broomstick and the sound of bells from the bicycles of newspaper delivery boys. Our mother used to wake up even earlier to take care of the laundry and to have our breakfast prepared. We had, in our family, for want of a better word, a male servant, Ram, who had been brought in from Bihar by his uncle when he was a little kid, long before was even born. He was so much a part of our existence as kids that we used to look at him as a member of our VIRGIN own family. He sometimes used to accompany us to nearby places in the evening and I remember he sometimes MOBILE CARDS used to carry me on his shoulders. When I made a fuss over my dinner, he used to keep me entertained with his AVAILABLE funny antics. Tears roll down my cheeks as I recount those days of yore long gone by, never to return again. Years later, Ram would die from cirrhosis of the liver, caused from working hard, eating late and chewing tobacco. He left behind two little kids in his hometown in Bihar, who would scarcely know of their father's love, which he so unselfishly bestowed upon us.

During those days, Calcutta did not have the metro rail or even the now ubiquitous mini bus - in fact, nobody had even heard of them. Trams used to ply all the way straight from Tollygunge to Esplanade through Bhowanipore, For More Information Call Amin/Salim Rabindra Sadan and the Maidan, pretty much on the same route over ground as the metro runs underground today. On some days, we used to ride to the Maidan with father on the tram. To this day, that remains in my mind the most wonderful joyride that I have experienced. Between Jawahar Children's Museum and the Maidan, the tram (next to PatelBrothers, Mirch Masala) open seven days used to run at incredible speeds. We looked with excitement as the tram beat a double-decker bus hands down, the Ph/Fax: 404-499.0068-404.499.8073 Email: Inara@bellsouth.net adrenaline rush sending a tingling sensation down our spine.



Durga Puja and Kali Puja used to be celebrated with great fanfare, but in very traditional manner. There was a small park in front of our house where pandals used to be set up to celebrate the Pujas. While Bijoya Dasami started off with visiting near and dear relatives with sweets and exchanging kolakuli and touching the feet of elders, Kali Puja was marked with a brilliant display of fireworks. Music albums released during the Pujas used to have catchy yet simple tunes, far from the mindless cacophony that is touted today in the name of music. Kites dotted the skies of the city at the time of Biswakarma Puja and cutting down the kite of a rival and running to retrieve it from a tree top or from the roof of someone's house used to be the pinnacle of achievement during those childhood

Double-decker buses that used to run on most routes in the city, is, alas, now a thing of the past. Sitting at a window seat on the top tier of the bus, with the wind blowing in your face, you felt at the top of the world.

Looking back, I still miss those childhood days. Life used to be simple and fun. There were very few means of distraction. Families used to enjoy the simple pleasures of life. Just an ordinary outing like a family picnic or a visit to the zoo used to be so eventful and provided with moments to cherish. The world has moved rapidly forward since those lazy days of summer of yesteryears and my beloved city has well adapted to those changes. My childhood experiences are today mere memories, but once in a while, when I am in a pensive mood, they come streaming through an open window of my mind and fills me with the kind of happiness that can never be achieved through other means.



#1 in Phone Cards and novelities in GA

Thousands Of New Items and Huge Collection

We ship Everywhere in US

Fancy	Fancy	Super	Fancy (men)	Toys (Large
Lighters	Candles	Hats (all)	Watches	Collection)
1.49-1.99	1.29 & up	\$1-4.99	4.99 & up	99¢ and up

GA. Blue = 30% T-Mobile Cards=16% Cingular Cards=24% CTA Africa = 28% 29% UN-GA = 13% Verizon = 27% Super Dooper = 45% RED * Limited Time Offer 24% Omni =

99

& Up

·· T ·· Mobile

More than 150 Phone Cards





কোলকাতার খানা-খাজানা

इेक्टनील মজমদার, আটলান্টা

ওফ। কোলকাতা মানেই তো খাওয়া আর খাওয়া। কোলকাতায় মানুষ যতো, খাওয়ার জায়গা বোধহয় আরো বেশী। কটা নাম্ করবো? কিছ রেস্টুরেন্টের কথা বলছি।

নিশ্চয়ই মনে আছে *শ্রীহুরি মিশ্টান্ন ভাভার*-এর ছোলার ডাল আর কচুরির স্বাদ! খেতেে হলে চলে যান সকাল সকাল ভবানীপুর। বেলার দিকে নিশ্চয়ই ডাকে **জনাদি কেবিন**-এর মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস.....তার স্বাদ ভোলা যায় কি? আর......*সিরাজের* বিরিয়ানি, চিৎপুরের রুরেলের মাটন্ চাপ, আর সাবিরের রেজালা, কারণবারির ঠেক্ কি এসব ছাড়া চলে? ঠেক্ জমাতে কোথায় যাবেন বলুন? সাবিরের কাছেই আছে Peter Cat. বউকে দিন একটা ফোন করে, বলুন Boss দিয়েছে প্রচুর কাজ চাপ চাপিয়ে, এবং ফোন করে ডেকে নিন্ বন্ধুদের। Skyroom আর নেই, নেই তার Shrimp cocktail-ও। ভাবলেও খারাপ লাগে। তবে আছে Peter Cat-এর Shrimp cocktail, the next best.

এবার বিকেলের দিকে চলুন চেখে দেখি *নিজামের* রোল্!! অনেক বামুনকে-ও সাঁঝের দিকে উঁকিঝুকি মারতে দেখেছি! আর, বউকে ঠান্ডা করতে কিনে নিন ফলের bouquet আর Flury's-এর chocolate pastry.

এতো গেলো সব সাবেকী কোলকেতার কথা। তবে নতুন জনপ্রিয় রেস্টুরেন্টগুলির কথা ভুলবেন না যেন! যেমন ধরুন Peerless Inn -এর আহেলী। এখানে পাবেন সনাতন বাঙালী খাবার - ধৃতি, লাল পাড় শাড়ি পরা waiter-waitress- রা পরিবেশন করবে কাঁসার থালায়। কি খাবেন সেখানে? চিতল মাছের মুইঠা, ভেটকি পাতৃরী, পাবদার ঝাল , মোচার চপ। কি জিভে জল আসছে তো?

আরু যদি মুড হয় Chinese খাওয়ার, তাহলে Mainland China-র lunch buffet-টা মিস্ করবেন না। যদি হন খুব health conscious, তাহলে ট্যাংরায় Beijing রেস্করাঁর স্থাপটা ট্রাই করবেন নিশ্চয়ই।

যদি সকাল থেকে ব্যন্ত থাকেন শপিং-এ. তাহলে কোলকাতার নবতম আকর্ষন শপিং মল Forum নিশ্চয়ই মিস করবেন না। আর সেই Forum-এই আছে Oh! Calcutta রেস্তরাঁ। সেখানে পাবেন পুরোন দিনের ফিরিন্সী খাবার, যেমন কাট্লেট, ফিশ্ ফ্রাই, কবিরাজী ইত্যাদি। আপনাকে ঘিরে থাকবে কলকাতার নামজাদা আতেঁলরা, যেমন মূনাল সেন, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, সলিল চৌধুরী, সুকুমার রায় - মানে তাঁদের ছবিরা। এরপর জামাকাপড় যদি ফিট না করে তাহলে আপনি যেতে পারেন কলকাতার আরেক নতুন মল, Camac Street-এ Westside আর Pantaloons-এ। নতুন জামাকাপড় কেনার আগে চলে যান 'celebrity chef' সঞ্জীব কাপুরের রেন্ডরাঁ 'Grain of Salt'-এ। ওখানেই ডিনার বাফে পেয়ে যাবেন চারশো টাকায় প্রায় কুড়ি-বাইশটা আইটেম, বাকি টাকা দিয়ে কিনুন বড় সাইজের ইলাস্টিক দেওয়া শর্টস, কারন জমি নজরে আসছে না নিশ্চয়ই। সত্যি, খেলেন বটে একখানা! এবার পাতা ওল্টান এই ম্যাগাজিনের, পড়ুন কি বলেছেন ডঃ ঘোষ। আরে, মজা করছি, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেলো দেখি।



d ٥

আন্তর্জালে বাংলা

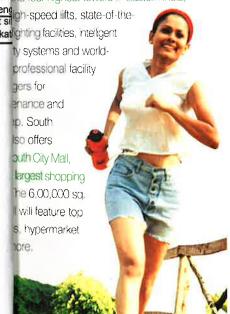
Web Address News Sports | Entertainment Music Recipe Travel Others Literature Features we like www.bangalinet.com X X X Х www.viswayan.com www.abasar.org Х X Quiz, Recipes etc. www.banglahaat.com X Good recipes Х Х Х Х Informative www.webindia123.com/westbengal Х Х Х www.suhas.com www.kolkatabeckons.com Kolkata at a gland X Х www.calonline.com www.bengalonline.sitemarvel.com www.calcutaweb.com Х Х X www.banglalive.com & shopping site e.g. healthcare faciliti... www.bengalonthenet.com electricity offices, et ww.anandabazar.com India and west Beng One of the best gift si Shopping to send gifts to Kolkatighting facilities, intelligent ww.bengalcommerce.com

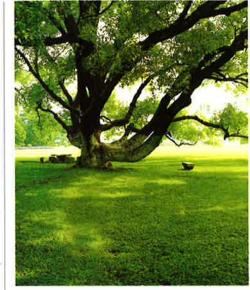
NOW ENJOY International Living in THE HEART OF KOLKATA.

Shopping, bengali motorey earthquake resistant Id-class multi-facility club Ethnic & spiritual alern school with its own football field rnational standard mall with 1300 car parks Informative news fiplex, Food Court. Entertainment zone. rk bigger than Eden Gardens* d renowned design team

you're looking for a home in Kolkata with ional-standard amenities, come nome to South Little magazine archi 31-acre mini township that offers an international A complete information experience in 24 acres of natural surroundings.

cated just opposite Jodhpur Park, on Essential services list Anwar Shah Road, South City promises a home idst of stunning scenic beauty with a cascading walkways and even a hillock! South City will Daily news and event he four highest towers in Eastern India,





Out of the total number of flats already sold, 30% has been booked by NRI's from USA, UK and the Middle-East.

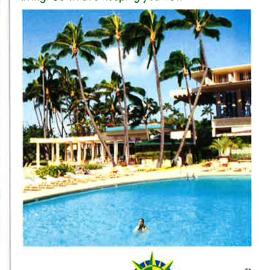
You'll also find The South City Academy, a school for 2000 students, equipped with a learning resource centre, cafeteria and multipurpose auditorium.

The South City Club, a resort-style club with social, entertainment and sporting facilities, features India's largest swimming pool, tennis and squash courts. Indoor cricket arena, health club and spa.

Appropriately enough, the people behind this are the biggest names in the business. The principal architect is the renowned Dulal Mukherjee. The design consultants are Smallwood Reynolds Stewart, Stewart & Associates from USA. The landscape architect is Peridian Asia from Singapore. And the team of developers

include the people behind Emami Landmark, Merlin Residency, Merlin Manor. Metro Plaza, Orbit Heights, Rameshwara Apartments, JK Millennium Tower, Duckback House, 22 Camac Street. Shrachi Garden and Greenwood Nook.

It's a whole new experience in world-class living. So what's keeping you now?



Live the way the world does

Call +91 33 2414 4924 or +91 98303 39683 or +91 98303 35864 visit www.SouthCityProjects.com E-mail: sales@southcityprojects.com



For all your real estate needs, buying or selling a home, please give me a call!



Gail Rader, Realtor 404-992-9925 gailrader@aol.com

Specializing in North Atlanta, particularly Cobb, Fulton and Gwinnett Counties

WHAT GAIL RADER DOES BEST

- Listening to you and your needs.
- Finding your next home based on your criteria.
- Implementing a proven marketing plan to get your house sold.
- Negotiating the best price for you.
- Keeping you informed every step of the way.

Atlanta Board of Realtors, National Association of Realtors, Million Dollar Club, Licensed Associate Broker, Certified eMarketing Specialist, Previews International Property Specialist, Certified New Home Specialist

> Past satisfied clients include: Neel & Tania Majumdar Supriyo & Mukta Saha

If you or someone you know is moving outside of the Atlanta area, please give me a call and I will set up a referral to an experienced agent in that location.



Now Open at a location = you are so familiar with Bollywood masala khane ka naya andaaz Mazedaar Swaad & Bollywood ki yaad -Come in for a unique experience in dinino [404] 636-6614 After 3 successful years of Madaras Sarvana Bhayan. We are proud to announce our new venture In the same shopping strip as Madaras Sarvana Bhavan on Lawrenceville Hwu, in Decator

2004 Mela (Designa

3

RF//AK® XAMAR Greater Atlanta **Greater Service...Greater Results**

WISHING YOU A HAPPY FESTIVAL SEASON!

VOTED ONE OF THE



IN ATLANTA MAGAZINE!



RE/MAX GREATER

352 Sandy Springs Circle Atlanta, GA 30328 Tel: 404-845-0206 Cel: 404-664-5703 mmerrick@bellsouth.net www.triplemsells.com

makes dealing with Mike a

pleasant experience.

- Customer Service · Target Marketing
- Mike Merrick is a residential real estate specialist serving the north and west metro marketplace. His emphasis on client services has helped rank him as the top producing agent among individual agents in his office. An extensive background in consumer product sales and marketing has has helped Mike differentiate his listings from all others, which means he generates high foot traffic and quick transactions. Mike prefers to invest marketing dollars on the properties that he lists, and not on self-promotion. His creative approach to target marketing is unsurpassed, and his dedication to customer service from start to finish

RE/MIX **Greater Atlants**

PROUD REAL ESTATE AGENT FOR:

SAMARESH AND HAIMANTI MUKHOPADHYAY

TOUR ATLANTA AREA HOMES AT:

WWW.TRIPLEMSELLS.COM

OR CALL MIKE @ 404-664-5703

RECIPE CORNER



Indrani Ghose

'urkey/Chicken cutlet

aredients: round Chicken or Turkey (1 lb) hopped onions Vorcestershire Sauce (1tsp) lint leaves (2 tablespoons) Michael M. Merrick oriander leaves (2 tablespoons) hopped chilies ATLANTA-SANDY SPRINGS [gg (2)

flethod:

aprika

Mix all the ingredients except the egg Beat the egg separately in a bowl. Shape the mixture as cutlets (meat loaf slice) Put in the oven, bake for 20 minutes at 350 i.Broil for 3-5 minutes.

Fish Biriyani

Ingredients: 250 grams Basmati rice Fish, preferably Hilsa (4 to 6 pieces) Ghee Bay leaves (2) Clove, cardamom, mace (crushed) Kesar (saffron)- 1tsp Milk-2 cups Rose water, Kewra water, Salt Cardamom (whole) **Onions**

Wash and soak the rice beforehand

Method:

(approximately 30 minutes before) Boil the rice with salt and cardamom. Drain. Slice the onions and fry. Set them aside. Soak Kesar in warm milk and set aside. Microwave fish for about 5 minutes. Put ghee in the frying pan. Put Bay leaves and garam masala. Put the pieces again and continue stirring until spices stick to the fish. Add whole black pepper if desired. Put little water to prevent spices from burning if needed. Take an aluminum tray, put some ghee at the bottom, make a bed of rice, put some fish pieces, (along with the gravy, if any) and add some rose water and kewra water. Repeat the same over another bed of rice. Add the fried onions on top. May add nuts if desired. Seal the tray with aluminum foil. Cook the biriyani in the preheated oven for 30-40 minutes.

MFAT

0

HAI

RVF

ш

S

1994 The Happy Ending (Popular Demo

(Popular Dema by Joti Chakraborty-Seng

One year ago I first dreamed of you. A thousand dreams later my heart remains true. To a sweet summer romance lasting the autumn. the winter, the springtime, and many seasons through. I met you in a dream on a warm summer night. You intelligence, charm, sense of humor -- everything was right! My memory follows a path never traveled before; meeting hours of passion and longing for more. Crossing anticipation and agony never to forget A time filled with panic ending in a pleasant tete a tete. Passing a romantic encounter a meeting of the minds your wisdom, understanding in this world -- a rare find. It was not just a dream for you felt it too! We surrendered our hearts



গীতা সেন, শান্তিনিকেতন

মিকা:- গল্পটি যে সময়ে লেখা হয় তখন আমাদের দেশে হার্ট-এর বাইপাস সার্জারি, অ্যানজিওপ্লান্টি, অ্যানজিওগ্রাফী ইত্যাদি চিকিৎসা শুরু য়নি। গল্পটই সম্পূর্ণই কাল্পনিক।

াখিকা পরিচিতি:- আদিনিবাস যশোহর জেলা (অধুনা বাংলাদেশ) জন্ম: রংপুর জেলায় (অধুনা বাংলাদেশ)

ারণা: প্রথমে দাদা লেখক অগ্নিমিত্র এবং পরে স্বামী শ্রী সুশোভন সেন এবং পরে পুত্রকন্যা। খুব ছোটবেলা থেকেই শিশুসাহিত্য পত্রিকায় লেখা রু। পরে স্বরচিত নাটক ও বহু নাট্যরূপায়ণ কলকাতা ও নানা জায়গায় মঞ্চন্থ ও পুরস্কৃত। বর্তমানে নানা পত্রপত্রিকায় নিয়মিত গল্প ও কবিতা কাশিত।

রিচয়: নিতান্তই গৃহবধূ। বর্তমানে দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতনে বসবাস।

ৎপল বেঁচে নেই কিছু ওর হৃৎপিশুটা বেঁচে আছে বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ সুধাকণ্ঠ সোমের জীর্ণ বুকের খাঁচায়। বেশ কয়েক বছর ধরেই হার্ট-এর মস্যা নিয়ে ভুগছিলেন তিনি। তাই কোটিপতি সুধাকণ্ঠ প্রায় অকেজো হয়ে যাওয়া হৃদয়টাকে বাতিল করে দিয়ে ছার্কিশ বছরের উৎপলের তরতাজা দয়টি কিনে নিয়েছেন। হৃৎপিশু মানেইত হৃদয়়- সুধা অন্ততঃ তাই জানে। চিকিৎসা শাস্ত্র আজ এমন একটি উন্নতির শিখরে পোঁছেচে যে অন্যের দয় কিনে নিয়ে নতুন জীবন শুক করা যায়। ভাবতেও অবাক লাগে সুবর্ণার। মাঝে মাঝে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায় সুবর্ণার। উৎপল আর ধাকণ্ঠ এক হয়ে যায় তার কাছে। মনে হয় উৎপলই যেন সুধাকণ্ঠ সেজে শুয়ে আছে হাসপাতালের বেডে। অভিনয়ের পর যেমন শিল্পীরা মেক্রাপ তুলে আসল চেহারা নিয়ে পরিচিতদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তেমনই হয়ত সুধাকণ্ঠর বেশ ছেড়ে উৎপলও একদিন ওর সামনে এসে দাঁড়াবে। তিদিন কথা বলা বারন ছিল সুধাকণ্ঠর। গতকাল থেকে সামান্য কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন ডাঃ সমাদার। সুবর্ণা লক্ষ্য করেছে, কথা না বললেও পেলক চোখে উনি চেয়ে থাকতেন ওর মুখের দিকে। বুকের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে উঠতো সুবর্ণার। মনে হচ উৎপলই যেন চোখে চেয়ে বাছে ওর দিকে। যে হৃৎপিশুটাতে সুবর্ণার প্রতি ভলোবাসার ফুলঝুরি চমকাতো প্রতিক্ষণে- সেই ভালোবাসাই হয়ত আলো হয়ে ফুটে উঠতে চায় ধাকণ্ঠর চোখ দৃটিতে। সম্বিৎ ফিয়ে এলে লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে ও, ছি ছি, এসব সে কি ভাবছে? সুধাকণ্ঠ রোগী, আর সে নার্স। রোগীর সেবা দ্রাই তার একমাত্র কর্তব্য।

যদিন থেকে সে জানতে পেরেছে সুধাকণ্ঠর বুকে যে হৃৎপিশুটা স্পন্দিত হচ্ছে সেটা উৎপলের। সেদিন থেকেই অদ্ভুত এক পাগলামি পেয়ে বসেছে । মাঝে মাঝেই সুধাকণ্ঠ উৎপল হয়ে যায়। অনেক শাসন করেও সে মনকে আয়ত্ত আআনতে পারেনা। সুবর্ণা প্রাইভেট নার্স। নার্সেস্যাসোসিয়েশন থেকে যখন যেখানে ডিউটি দেয় সেখানেই যেতে হয় ওকে। এখানে অবশ্য নিজের ইচ্ছাতেই এসেছে। অন্নপূর্ণাদিকে রাজী করিয়ে ।ই ছ' নম্বর কেবিনে ডিউটি নিয়েছে শুধুমাত্র উৎপলের হৃদয়ধারী সুধাকণ্ঠর সান্নিধ্যলাভের লোভে। গতকালই সুধাকণ্ঠকে আই.সি.ইউ থেকে কবিনে দিয়েছে।

াই ঘটনা নিয়ে সহকর্মীরা কম ঠাট্টা করেনি। সুমিত্রা বলছিলো,- '' ব্যাপার কিরে সুবর্ণা? এর আগেত এরকম পেশেন্ট আরও এসেছে তখনতো তার এমন আগ্রহ দেখিনি। অবিশ্যি তারা কেউই এতদিন টিকে থাকেনি। বুড়ো বোধহয় ইয়ং ছেলেটার হার্টটা নিয়ে বেঁচেই গেল। লোকটা শুনেছি ননেক টাকার মালিক, দ্যাখ্ বাগাতে পারিস কিনা!'' তনিমা টিপ্পনী কাটে,-'' মন্দ কি! বুড়ো হলেও দ্বিতীয় পক্ষ তো নয়। ভদ্রলোক ব্যাচেলর।''

" তাই বলে ঐ বাহাতুরে বুড়োটাকে বিয়ে করবে নাকি সুবর্ণা?" সুমিত্রা চোখ নাচিয়ে হাসে। -'তাতে কি হয়েছে সুমিত্রাদি, মিঃ সোমের খোলসটাই বিয়ে, কিন্তু হৃদয়টাতো তরতাজা। মনে রেখো ছাব্দিশ বছরের একটি ইয়ংম্যানের হৃদয় নিয়ে বেঁচে আছেন উনি।' খিল খিল করে হাসে তনিমা। কানমতে নিজেকে সংযত করে সুবর্ণা ক্ষুন্ন কণ্ঠে বলে,-'কেন যে তোমরা ব্যাপারটা নিয়ে হাসিঠাটা করছো বুঝতে পারছি না। প্রগল্ভা তনিমা তব্ বামেনা, বলে,-'আহা, অত চট্ছিস কেন? মিঃ সোম যে ভদ্রলোকের হার্টটা বুকে ধারণ করেছেন তাকেত তুই দেখিসনি, দারুণ হ্যান্ডসাম্ দেখতে। ক্রেণ সেজেগুজে বেরিয়েছিল বেচারা, হয়ত ফিঁয়াসের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো। তখনতো আর জানতো না একটু পরেই বাসের এক ধাক্কায় সব শ্ব হয়ে যাবে। উঃ সে কি রক্তা

্চুপ কর তনিমা, এসব শুনতে আমার ভালো লাগছে না।' একটা আর্তনাদের সুর বেরিয়ে আসে সুবর্ণার গলা থেকে। নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জা পলো ও। রোজইত ওর সামনে কত রক্তপাত, কত মৃত্যু, কত দুর্ঘটনার চরম পরিনতি গটছে, অথচ আজ......

কি হ'লোরে? তোর কি শরীর খারাপ? হতচকিত হয়ে প্র**শ্ন** করে সুমিত্রা।

"না, তেমন কিছু নয়, মাথা ধরেছে একটু।" কোনরকমে পরিস্থিতি সামাল দেয় সুবর্ণা।

-"তাই বল্। মাথা ধরেছেতো? চল্ সুশীলাদির ঘর থেকে চা খেয়ে আসি।" হাত ধরে টানতে টানতে সুবর্ণাকে নিয়ে চলে সুমিত্রা।

বাস দুর্ঘটনায় সাংঘাতিকভাবে আহত উৎপলকে যখন এই হাসপাতালে আনা হয় তখন ছুটিতে ছিল সুবর্ণা। বান্ধবী দেবপ্রিয়ার বিয়েতে শান্তিনিকেতনে। ফিরে এসে শুনলো আবার একজনের হার্ট রিপ্লান্টেশন করেছেন ডা: সমাদ্দার। তাঁর আশা আগে দুবার ব্যর্প হলেও এবার তিনি সফল হবেন বলে বিশ্বাস। সুধাকণ্ঠ সোমের বুকে নতুন হার্ট বসেছে আঠারো দিন হয়ে গেছে। অবস্থা বেশ সম্ভোষ জনক। তাই এবার হয়ত সফল

বান্ধবীর বিয়েতে ক'দিন হৈ চৈ করে ক্লান্ত লাগছিলো সুবর্ণার। আজ আর বেরোতে ইচ্ছে করছিলোনা। কিন্তু আজই যদি উৎপলের সাথে দেখা না করে, তবে সাংঘাতিক একটা কান্ড হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে উৎপল কোন কথা, কোন অজুহাত শুনটে চায়না, এমনই অবুঝ। তাই বেরোবার জন্য তৈরী হচ্ছিলো ও। কলিং বেল বেজে উঠলো। ওর দেরী দেখে উৎপল নিজেই হয়ত চলে এসেছে। ভালোই হ'ল ঘরে বসেই গল্প করে যাবে। দরজা

- "এতদিনে দিদিকে মনে পড়লো?" সুবর্ণা হাসি মুখে বলে। সুজয় কোন জবাব না দিয়ে ঘরে ঢোকে।" কিরে অমন চুপ করে আছিস কেন? আমার হাতের চায়ের কাপটাতো এতক্ষণে তোর কেড়ে নেওয়ার কথা। তোকে এমন চুপচাপ দেখলে ভয় করে সুজয়। কোন দুঃসংবাদ নেইতো?"

- ''ভীষণ একটা দুঃসংবাদ আছে সুবর্ণাদি।'' কাঁপা গলায় বললো সুজয়। বাস দুর্ঘটনায় উৎপলের মৃত্যু এবং ওর বিধবা দিদির কাছ থেকে ওর হার্ট টাকে কিনে নিয়ে সুধাকণ্ঠ সোমের বুকে বুসানোর খবর নিথর হয়ে বসে শুনলো সুবর্ণা। সুজয় চলে যেতেই ঘরের নিকষ কালো অন্ধকার যেন ওর সমস্থ দেহ মনকে ছেয়ে ফেললো। কিন্তু কাঁদতে পারছেনা কেন? সুজয় যা বলে গেল তা কি সত্যি? দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল ও। কান্নার একটা বিশাল সমুদ্র যেন গলার কাছে এসে থমকে আছে। বুকের মধ্যে নামছে পাহাড়ী ধুস..... সমস্থ অনুভূতি গুলো যেন আন্তে আন্তে অবশ হয়ে যাছে। আশ্চর্য! উৎপল নেই অথচ ওর হার্ট টা স্পন্দিত হয়ে চলেছে আর এক জনের বুকে। বিশ্বাস হতে চায়ে না, তবু কথাটা সত্যি! মাঝে মাঝে উৎপল ঠাট্টা করে বলতো - আমি যদি কখনও অসুস্থ হাসপাতালে ভর্তি হই, তাহলে একটা কেবিন নেব আর সেই কেবিনের স্পেশাল নার্স থাকবে তুমি। ডাক্তার, নার্স, ওষুধ কিছুই লাগবেনা, ওধু নার্সটি আমার কাছে বসে থাকলেই আমার অসুখ সেরে যাবে।" সুবর্ণা হেসে বলতো, - " অসুস্থ হবার আগে জেনে নিও কোন হাসপাতালে আমার ডিউটি চলছে।" অদৃষ্টের কি পরিহাস! যে হাসপাতালে এখন ডিউটি করছে ও, সেখানেই এলো উৎপল কিন্তু এতটুকু শুশুষা করতে পারলোনা, চোখের দেখাও দেখতে পারলোনা। এক লহমায় সব ফুরিয়ে গেল, হারিয়ে গেল।

যে হৃদপিভটা এখন বেঁচে আছে সেটা তো উৎপলের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, ভালোবাসা দিয়েই জড়ানো। হৃদয়ইত মানুষের সব অনুভৃতি, উপলব্ধির ধারক - তবে কি সুধাকণ্ঠ সোম মনে প্রাণে উৎপল হয়ে গৈছেন? তাহলেত উৎপল শেষ হয়ে যায়েনি শুধু খোলসটা বদলেছে।

ডা: সমান্দার ও মেট্রোন মিসেস ঘোষরায় কে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানিয়ে সুধাকষ্ঠর কেবিনে ভিউটি নিল সুবর্ণা। রাতের ডিউটি টাই চেয়ে নিল ও। দিনের বেলাকার কোলাহলে বৃদ্ধ সুধাকষ্ঠকে উৎপল বলে ভাবতে গেলে বারবার বাধা পায় ওর মন। তাই রাতের নিঝুম নিশুবদ্ধতায় সুধাকষ্ঠর মুকের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে উৎপলকে দেখতে পায় ও। কিন্তু যে না বলা কথা গুলো উৎপলকে বলতে ভেবেছিল এবার, সে গুলো তো সুধাকষ্ঠকে বলা যাবেনা। সামনের মাশের ১৬ই ওদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন হওয়ার কথা ছিল। উৎপলের ইচ্ছে ছিল সেদিন সুবর্ণা একখানা রক্তচন্দন রঙের বেনারসী পরে। শাড়ীখানা কেনাও হয়ে গিয়েছিলো। উৎপলই কিনেছিলো। আর সুবর্ণা কিনেছিলো উৎপলের জন্যে একটা পান্না সবুজ পাথর বসানো আংটি। উৎপলের আংটিটা খুব পছন্দ হয়েছিলো......

সম্বিৎ ফিরে পেলো সুবর্ণা - " কি হল? জল খাবেন?" সুধাকষ্ঠর একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ায় ও।

- '' আড়াইটা। বেশতো ঘুমিয়ে ছিলেন...... ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করুন। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।'' - " হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। জানিনা কতদিন এভাবে শুয়ে থাকতে হবে। হাসপাতাল থেকে ছুটি পেতে এখন অনেক দেরী, তাইনা সিস্টার?''

- " না, না, দিন দশেকের মধ্যেই আপনাকে ডিস্চার্য করে দেবে শুনেছি।" - " সত্যি বলছেন? আপনারা তো রুগীদের ভোলাবার জন্যে অনেক মন গড়া কথা বলেন।"

- " আর কথা নয়, এবার আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করুনতো।"

- " আচ্ছা সিস্টার। সারারাত এভাবে রুগীর সেবা করতে কষ্ট হয়না? ঘুম পায়না?"

--'প্রথম প্রথম হ'ত, এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। আপনি আর কথা বলুবেননা। বেশী কথা বলা আপনার নিষেধ, সেকথা জানেন। -- সারাদিনতো কথাই বলিনা। দিনের বেলার সিসটারতো ভীষণ গস্তীর। দেখলেই কেমন ভয় ভয় করে- তাই চুপ করেই থাকি। কিন্তু রাতে আপনি যুখন আমার মাথার কাছে বসে থাকেন তখন আমার ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের কথা মনে পরে যায়। মাঝে মাঝে মনে হয় আপনি যেন আমার আনেক

মুহূর্তে হাজার ঝাড়লষ্ঠন জ্বলে উঠলো সুবর্ণার বুকের মধ্যে। উৎপলের হৃদয় তাহলে ওকে চিনতে পারছে একটু একটু করে। প্রাণপনে নিজেকে সংযত করে গন্তীর গলায় বলে ও,- 'আর একটিও কথা নয়, এবার কিন্তু আমি বকবো।' হাসলেন সুধাকষ্ঠ, বাধ্য ছেলের মত বললেন,- 'আচ্ছা, আছো এবার আমি চোখ বুজছি। কিন্তু আপনি মুখখানা অমন গোমড়া করবেননা, একটুও মানায়না আপনাকে।' ঠিক এই কথাটাই উৎপল ওকে

সবসময় বলতো। মনে মনে বলে আমি জানি উৎপল আমাকে দেখলে তুমি কখনই চুপ করে থাকতে পারোনা। আমাদের যে অনেক কথা বলা বাকী ছিল---- হঠাৎ কেন এমন হ'ল?

সকাল থেকে হাসপাতালের সামনে সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারের ভীড়। সুধাকণ্ঠ সোমকে আজ ডিসচার্জ করা হচ্ছে। কোন ইন্টারভিউ নেওয়া চলবেনা, এ নির্দেশ ডাঃ সমাদ্দারের। এখনও বেশ কিছুদিন অন্ততঃ সাবধানে ও সেবাযত্নের মধ্যে থাকতে হবে। সে ভার নিয়েছে সুবর্ণা। নার্স হিসেবেই সে যাবে সুধাকণ্ঠর সঙ্গে তার বাড়ীতে। মনে মনে তার দৃঢ় সংকল্প সুধাকণ্ঠকে মরতে দেবেনা কিছুতেই। উৎপলের হার্টটা থেমে গেলে. উৎপল যে চিরতরে হারিয়ে যাবে ওর কাছে। সুশীলাদি পর্যন্ত সেদিন রসিকতা করে বললেন,-'সত্যিই কি তুই ঐ বুড়োটার প্রেমে পড়লি? আহারে! তোর হবু বরটার কি দশা হবে তাই ভাবছি।' সামান্য একটু হাসবার চেষ্টা করলো সুবর্ণা- তার বুকের মধ্যে যে উথাল পাথাল ঢেউ, তাকে ওনেক কষ্টে সামলে রাখলো। পাশ থেকে তণিমা বলে উঠলো,- 'অতো ভাববার কি আছে সুশীলাদি, ঐ বুড়োর বুকের মধ্যেও তো একটা তর তাজা হৃদয়

সুবর্ণা তথু একটু ম্লান হাসে, মুখে কিছু বলে না। মনে মনে ভাবে, কেন যে আমি ঐ বুড়োকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই তা তোমরা বুঝবে না।

সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারটা ঘিরে ধরলো সুবর্ণাকে। অনেক কষ্টে ওদের হাথ থেকে রেহাই পেলো ও। এত প্রশ্নের উত্তর দিতে ওর ভাল লাগছে না। সর্ব্বক্ষণ একটাই চিন্তা ওর এই বুঝি উৎপলের হার্টটা থেমে যায়।

বিরাট বাড়ী সুধাকণ্ঠর। কিন্তু আপনজন বলতে কেউ নেই। সব মাইনে করা লোক। অবশ্য সুবর্ণাও তাই। তবে আর কেউ না জানুক, ও তো জানে ওর চেয়ে আপনজন আর কেউ নেই সুধাকণ্ঠর। অবিবাহিত সুধাকণ্ঠর বাড়ীতে সব আছে কিন্তু শ্রীহীন সংসারে মায়া, মমতা, স্নেহ-ভালবাসার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। এই পাঁচদিনে তেমন কোন আত্মীয় স্বজনকেও আসতে দেখেনি ও। শুধু একদিন এক মাসতুত বোন এসে কিছুক্ষন বসে থেকে মামুলি খোঁজখবর নিয়ে আর উপদেশ দিয়ে চলে গেছে। চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন সুধাকণ্ঠ। হরলিকসের গ্লাস হাতে নিয়ে ওর বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল সুবর্ণা। মৃদুকষ্ঠে ডাকলো ও, 'মিঃ সোম!' একবার চোখ মেলেই চোখ বুজলেন সুধাকষ্ঠ। কি আশ্চর্য। উৎপলের ওঁর বুকের মধ্যে স্পন্দিত হয়ে চলেছে, অথচ সুবর্ণাকে দেখেও ওর চোখদুটো হেসে উঠছে নাতো। তাতো হতেই পারে, চোখ দুটো তো উৎপলের নয় তাই হৃদয়ের আবেগ চোখের ভাষায় কিকরে ধরা পড়বে? হঠাৎ সম্বিত ফিরে পায় সুবর্ণা, এসব কি ভাবছে সে?

-'মিঃ সোম, হরলিকস এনেছি।' গ্লাস থেকে ফিডিং কাপে হরলিকস ঢালতে থাকে সুবর্ণা।

-'আর কত দিন লিকুইড ডায়েট দেবেন সিসটার?'

-'আর মাত্র তিন চারদিন কষ্ট করতে হবে মিঃ সোম। তারপরই নর্মাল ডায়েট দেওয়া হবে।'

-বেঁচেই যখন গেলাম তখন কিছুদিন পর আবার আমার প্রিয় খাবার গুলো খেতে পারব কি বলেন?'

-'নিশ্চয়ই। আপনার প্রিয় খাবার গুলোর নাম বলুনতো।' মৃদু হাসে সুবর্ণা।

-'বলে আর কি হবে? ওসব আমার ঐ রাঁধুনি যোগমায়াকে দিয়ে হবে না।'

-'আমিতো আছি। আমিই আপনাকে রেঁধে খাওয়াবো।

-'আপনি মোচার ঘন্ট রাঁধতে পারেন? ডালের বড়ি দিয়ে সুক্ত?'

-'পারি, কিন্তু সুক্ত খাওয়া চললেও মোচার ঘন্ট আপনার কিছুদিন খাওয়া চলবেনা।'

সত্যিই কি অদ্ভূত মিল-- উৎপলও মোচার ঘন্ট খেতে খুব ভালোবাসতো।

-'আচ্ছা মিঃ সোম, মোচার ঘন্ট কি আগেও ভলোবাসতেন না এখন--' হাসলেন সুধাকণ্ঠ,- 'আগে ভলো না বাসলে কি হার্ট বদলের সঙ্গে সঙ্গে রুচিও বদলে যাবে? অবশ্য যার হৃদয় নিয়ে আমি হৃদয়বান হয়েছি তার রুচিও আমার মধ্যে দেখা দিতে পারে। আপনাদের ডাক্তারি মত কি বলে?' একটু জোরেই হাসলেন সুধাকষ্ঠ। আর্তনাদ করে ওঠে সুবর্ণা,- 'অত জোরে হাসবেননা প্লিজ। আর কটা দিন আন্ততঃ সাবধানে থাকুন। বড্ড বেশী কথা বলছেন আজ। একটু চুপ করে থাকুন মিঃ সোম।

-'অনেকদিনতো চুপ করেই ছিলাম, তাই আজ একটু----'

-'না, না, আর কথা বলবেননা, চোখবুজে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।' পরম মমতায় সুধাকষ্ঠর মাথায় হাথ বুলিয়ে দিতে থাকে সুবর্ণা। হঠাৎ সুবর্ণার হাতের ওপর হাত রেখে সুধাকষ্ঠ বলেন,- 'এত স্লেহ এত ভালোবাসা আমি জীবনে কখনো পাইনি সিসটার।'

-'আপনার বাবা, মা----'

-'তাঁদের কথাতো আমার মনেই নেই। বড় হয়েছি এক আত্মীয়ের কাছে প্রচন্ড অবহেলা আর দারিদ্রের মধ্যে। তারপর নিজের চেষ্টায় আর ভাগ্যের সহায়তায় আমি অনেক টাকার মালিক হলাম। কিন্তু---- থাক আর একদিন আমার সবকথা বলবো, বড্ড ক্লান্ত লাগছে, এখন আর কথা----'

-'নিশ্চয়ই, এখন আর কথা বলা আপনার উচিত নয়। আমার ই দোষ, আপনাকে কথা বলতে নিষেধ করে নিজেই আপনার সঙ্গে বক্ বক্ করছি।' লজ্জিত হল সুবর্ণা।

দিনের বেলায় অন্য নার্স সুধাকণ্ঠকে দেখাশোনা করে। সারাদিন উৎকণ্ঠায় কাটে সুবর্ণার। অপেক্ষা করে থাকে রাতটুকুর জন্যে। রোজ ই সাদা িগালাপের একটা তোড়া নিয়ে সুধাকষ্ঠর ঘরে হাসিমুখে ঢোকে ও। আজ একটু হেসে বলেন সুধাকণ্ঠ,-'কি করে জানলে যে সাদা গোলাপ আমার পছন্দ?' ফুলদানীতে তোড়াটা রাখতে রাখতে সুবর্ণা বলে,-'আপনার কি পছন্দ আমার সব জানা আছে।'

-'কি আশ্বর্য! তুমিতো সাংঘাতিক মেয়ে। একটা মানুষের সঙ্গে কটা দিন কাটিয়ে তার কি পছন্দ সব জেনে ফেলেছো! সত্যিই তোমার সেবার তুলনা নেই।'

-'ওভাবে বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না মিঃ সোম। সেবাই তো আমাদের পেশার ধর্ম্ম।'

-'তা ঠিক----তবে সেবার সঙ্গে স্নেহ ভালবাসা ক'জন দেয়?'

-'যারা দেয়না তারা ভুল করে। সেবার সঙ্গে মমতা, ভলবাসা মিশে না থাকলে সে সেবা সেবাই নয়। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়।'

-'তুমি যেন সব সিসটারদের থেকে আলাদা। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো হয়তো আগের জন্মে তুমি আমার আপন কেউ ছিলে। এই দেখো, তুমি

ু 'ঠিক ই করেছেন। আমাকে আপনার কোনোমতেই আপনি বলা উচিত নয়। নাম ধরে ডাকলে আর ও খুশী হব। আমার নাম সুবর্ণা।'

-'চমৎকার নাম। নামের সঙ্গে তোমার চেহারার একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে। সত্যিই তুমি সুবর্ণা।' এক মুহূর্তে যেন সুবর্ণার ভেতরটা ওলট্ পালট্ হয়ে গেল। সুধাকষ্ঠর কষ্ঠস্বর কেমন করে উৎপলের মত হয়ে গেল? এ কথাটা তো উৎপলও ওকে বলতো। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলায় ও।

-'অনেক রাত হল, ওষুধটা খেয়ে এবার ঘুমিয়ে পড়ুন।'

-'দাও অষুধ দাও, ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল যার মাথার শিয়রে, সে কি না ঘুমিয়ে পারে?'

-'আর কথা নয়। এবার লক্ষীছেলের মত ঘুমিয়ে পড়ুনতো।' ধমকের সুরে বলে সুবর্ণা। ঘুমিয়ে পড়েছেন সুধাকষ্ঠ। নাইট ল্যাম্পের নীলাভ আলোয় ঘরখানা মায়াময় হয়ে উঠেছে। ওঁর চোখে মুখে একটা অদ্ভূত প্রশান্তি ফুটে উঠেছে। অপলক চোখে চেয়ে আছে সুবর্ণা ওঁর ঐ ঘুমন্ত মুখের দিকে। কই ওঁর চোখেমুখেতো কোন বার্ধক্যের ছাপ নেই। যাঁর বুকের মধ্যে ওমন একটা তরুণ হৃদয় তিনি কি কখন ও বুড়ো হতে পারেন? ঐ হৃদয়ে যে লুকোনো ছিল অনেক স্বপ্ন, মধুর আশা, সুন্দর ভবিষ্যতের কল্পনা। সুধাকণ্ঠ কি তার কিছুই অনুভব করতে পারছে না? নিজের মনেই দুঃখের হাসি হাসলো ও। কি উদ্ভট চিন্তা! উৎপলের হৃৎপিশুটা বুকে নিয়েই কি এই বৃদ্ধ সুধাকষ্ঠ উৎপল হয়ে যেতে পারেন? তবে কি হৃৎপিওটা শুধু দেহ চালনার যন্ত্র? মনের সঙ্গে তার কোন সংযোগ নেই? একবার যদি সুধাকণ্ঠর বুকে কান রেখে শুনতে পারতো, উৎপলের হৃৎপিওটা ঠিক চলছে কিনা! তাতো সম্ভব নয়। দেহভরা ক্লান্তি। ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে চৌখ বুল ও। সুধাকষ্ঠর নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাসের ছন্দ তো ঠিকই আছে। নিশ্চিন্ত হল ও।

সকালবেলা ঘুম ভাঙলো সুধাকণ্ঠর। একটু স্থিধ হেসে বললেন, - "এবার তুমি স্নান করে একটু ঘুমিয়ে নাও সুবর্ণা।"

- ''এখনতো মুখ ধুয়ে আপনাকে আগে কমপ্লান খেয়ে নিতে হবে। একটু পরেই ডাঃ সমাদ্দার এসে পড়বেন। সমীরা এলে আমি স্নান ক'রে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে বাড়ি যাবো।"

দিনের বেলার নার্স সমীরা এলো একটু পরেই। তারও একটু পরে এলেন ডাঃ সমাদ্দার। রিপোর্ট ও চার্ট দেখে উনি ভিষণ খুশী। ওদের দুজনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, - ''মিরাক্ল্ ! দারুণ উন্নতি হয়েছে পেশেন্টর। সবই আপনাদের দুজনের ওপর নির্ভর করছে। তারপর আমি তো আছিই। হঠাৎ যেন কোন একসাইটমেন্ট না হয় - এমনকি বেশী খুশী হওয়াও ঠিক নয়। সেদিকে একটু কেয়ারফুলি নজর রাখবেন। মনে হয় এবার আমরা সাক্সেসফুল হবো। ''

সমীরা বলল যে ভদ্রলোকের হার্টটা ওঁকে দেওয়া হয়েছে, তিনি নাকি খুব স্বাস্থ্যবান ছিলেন।"

- "হাাঁ, ভালো স্পোর্টসম্যানও ছিলেন।" নিজের অজান্তেই বলে ফেলল সুবর্ণা।

- ''কি ক'রে জানলেন? উৎপল রায়কে আপনি চিনতেন নাকি?'' ডঃ সমান্দার প্রশ্ন করলেন।

- 'না, না, ওর এক বন্ধুকে আমি চিনতাম, তার কাছেই শুনেছি।" এই মুহূর্তে চিৎকার ক'রে বলতে ইচ্ছা করে ওর, যে হার্টটা মিঃ সোমের বুকে

বসিয়েছেন সেটা ওর সবচেয়ে প্রিয়জনের হার্ট। কিন্তু তা বলা যায় না। তাই চুপ ক'রে থাকতে হয়ে ওকে।

বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন সুধাকণ্ঠ। বিকেলে কিছুক্ষণ বাগানে পায়চারি করেন। ইচ্ছে হ'লে কখনো হালকা মেজাজের বইও পড়েন। বারান্দায় ইজি চেয়ারে ব'সে সুবর্ণার সাথে গম্পত করেন কিছুক্ষণ। ডাঃ সমাদার এসেছিলেন ওঁকে পরীক্ষা করার জন্যে। যিবার সময় ব'লে গেলেন, - ''ইউ আর এ লাকি চ্যাপ, মিঃ সোম। এখন কিছুদিন বেশ সিবধানে থাকটে হবে এই যা।" বিগলিত হাসেন সুধাকষ্ঠ।

দুপুর থেকেই ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি শুরু হয়েছিলো। বর্ষাতিটা বাইরে টাঙিয়ে রেখে ঘরে ঢোকে সুবর্ণা।

- "এত বৃষ্টিতে এলে কি ক'রে? আমিতো ভেবেছিলাম আজ আর তুমি এলে না।"

- ''আমাকে যে আসতেই হবে মিঃ সোম। আসতে আবশ্য খুবই আসুবিধা হয়েছে।''

্ৰ ''তুমি গান জানো সুবৰ্ণা?''

Pujari Annual Durga Puja 2004

- "জানি বলাটা ঠিক নয়। যেটুকু জানি তা অন্যকে শোনাবার মতো নয়।"

- ''তা হোক, তুমি একটা বর্ষার গান গাও। গান যে আমার এত ভালো লাগে আগে তা জানতামই না। আমার কি মনে হয় জানো, আমার নতুন হৃদয়টির যিনি মালিক ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই সঙ্গীত

গান শুনতে উৎপল সত্যিই ভালোবাসতো। বুকের ভেতরে জমে থাকা কথাগুলো বেরিয়ে আসতে চায় কিন্তু নিজেকে প্রাণপনে সামলে রাখে সুবর্ণা। কিন্তু কতডিন যে এভাবে এই গোপন ব্যাথা বহন করতে পারবে, তা সে নিজেই জানে না।

- "এবার ঘরে চলুন। বড্ড হাওয়া দিচ্ছে, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।" তাড়া লাগায় সুবর্ণা।

- "এর পর কি হবে সুবর্ণা? কিছুদিন পরতো তোমরা দুজনেই চলে যাবে, তার পরতো এ বুড়োটা



একলা হয়ে যাঁবে। ভাবতেই কেমন যেন ভয় করে। সমিরাতো শুধু ডিউটি করে। কিন্তু তুমি তো প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে এ বুড়োটাকে সেবা করো। এ ভালোবাসা কোনদিন ভুলতে পারবো না।"

- ''আপনি বিয়ে করেননি কেন?'' হঠাৎ বলে ফেলে সুবর্ণা।

একটু চুপ করে থেকে হো হো করে হেসে ওঠে সুধাকষ্ঠ, - "যদি বলি মনের মতো মেয়ে পাইনি বলে? বয়সকালে তোমার সঙ্গে যদি দেখা হ'তো তবে নিশ্চয়ই তোমাকে প্রোপোজ্ করতাম। তুমি রাজী হ'তে কিনা জানিনা তবে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করতাম। ও কি! তোমার মুখখানা অমন লাল হ'য়ে উঠল কেন? এখনতো আর হবেনা। এখনতো তুমি নাতনী আর আমি দাদু। তবে এখন বিয়েটা সম্ভব না হ'লেও সম্পর্কের জোরে প্রেম করা যেতে পারে, কি বলো? রাজীতো? প্লীজ্ রাজী হয়ে যাও সুবর্ণা। এ বুড়োর খোলসটাই যা পুরণো, হৃদয়টা তো তরতাজা তরুণ।" সুধাকণ্ঠর কথা ভনে অন্যমনক্ষ হয়ে যায় সুবর্ণা। ওর বুকের মধ্যে যেন একরাশ সুগন্ধী ফুল ঝরে পড়ে। উৎপল হারিয়ে যায় নি, সে বেঁচে আছে সুধাকণ্ঠের মধ্যে। এ আবেগ হয়তো উৎপলেরই হৃদয় উৎসারিত। যে উৎপল তাকে পাগলের মতো ভালোবাসত, সেকি সুবর্ণার সামনে চুপ করে থাকতে পারে?

- "মহাসমস্যায় পড়ে গেলে, তাইনা? আরে না না ওতোখানি জুলুম আমি করবো না। আমি শুধু চাই এই বুড়োটাকে কখনো ভুলে যেও না।"

- "আপনি কিছু ভাববেন না, আমি এখানে ডিউটি না করলেও রোজ একবার দেখে যাবো। এবার উঠুন, ঘরে চলুন, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

- ''আজ কিছু তোমার গান শোনাবার কথা ছিল মনে আছে তো?''

হাসে সুবর্ণা, মুচকি হেসে বলে, - "গান শোনানো কিন্তু আমার ডিউটির মধ্যে পড়ে না।"

- "নিক্যাই পড়ে। পেশেক্টকে আনন্দ দেওয়া তো সেবিকার ডিউটি। তাছাড়া এখনতো তোমার সঙ্গে আমার একটা মধুর সম্পর্ক হয়ে গেছে। তোমার ওপর আমার এখন অনেক দাবী।"

মনে মনে বললো সুবর্ণা, - "সত্যিই আমার ওপর অনেক দাবী উৎপল।"

বসে থাকতে থাকতে একটু তন্দ্রা এসেছলো সুবর্ণার। হঠাৎ একটা গোঙানীর আওয়াজে তন্দ্রা কেটে যায় ওর। ঘড়িতে তখন রাত তিনটে। সুধাকণ্ঠর মুখের দিকে চেয়ে বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায় ওর। মুখখানা নীল হয়ে গেছে। মাথাটা কেবলই এপাশ ওপাশ করছেন। ওঁর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে জিজেস করে সুবর্ণা, - "অমন করছেন কেন? খুব কষ্ট হচ্ছে? বেশ তো ঘুমিয়েছিলেন। হঠাৎ কি হ'লো?" কোন উত্তর দিলেন না সুধাকষ্ঠ, এখখানা হাত বাড়িয়ে সুবর্ণার ডান হাতখানা সজোরে চেপে ধরলেন। সুবর্ণা তাড়াতাড়ি ফোন ক'রলো ডাঃ সমাদ্দারকে। অনেক কষ্টে ব্যাথা কমার ওষ্ধটা জিহ্বের নীচে দিলো। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। বুকের মধ্যে তখন কালবোশেখী ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। আবার ফোন করার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতেই ডাঃ সমাদ্দারের গাড়ীর আওয়াজ শোনা গেল। দৌড়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো ও।

এখন সকাল সাতটা। বহুকণ্ঠের ও বহুমানুষের পায়ের আওয়াজে সুধাকণ্ঠ সোমের নিস্তব্ধ বাড়ীটা এখন মুখরিত। কিছুক্ষণ আগে সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে চিরদিনের মতো থেমে গেল উৎপলের হার্টটা। নিশ্চল, নিথর হয়ে সুধাকণ্ঠর মাথার কাছে বসে আছে সুবর্ণা। ভারাক্রান্ত মনে ধীর পায়ে সুবর্ণার পাশে এসে দাঁড়ালেন ডাঃ সমাদ্দার, - "আমরাতো প্রাণপন চেষ্টা করেছিলাম সিস্টার, কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল। ভেবেছিলাম এবার আমরা সাক্সেস্ফুল হবো। এনিওয়ে, এখানেই আমাদের থেমে গেলে চলবে না। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আমি বুঝতে পারছি আপনি খুবই শক্ড, এতদিন ভদ্রলোকের নার্সিং করেছেন, দুঃখ হওয়াটা কোয়াইট্ ন্যাচারাল্। আমি জানি, একদিন না একদিন আমরা সাক্সেসফুল হবোই। এত সহজে নিরাশ হ'লে তো চলবে না সিস্টার।

দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল সুবর্ণা। উৎপলের মৃত্যুর পর এই প্রথম কাঁদলো ও। উপস্থিত সবাই বিষয়ভরা চোখে চেয়েছিলো ওর দিকে। পেশেন্ট মারা গেলে কোন নার্সকে এমনভাবে কাঁদতে দেখেনি কেউ কখনও। কেউই বুঝল না, সুবর্ণা কাঁদছে সুধাকণ্ঠর মৃত্যুর জন্যে নয়। উৎপলের মৃত্যুর জন্যে।





In Fond Memory of Dr. Jayanti Lahiri

The following article is taken from Atlanta Journal Constitution and modified for Anjali.

OBITUARIES: ATLANTA: Jayanti Lahiri, teacher of physics, musician

Derrick Henry - Staff Friday, April 30, 2004

Calcutta, India, native Jayanti Lahiri embraced the world.

"Jayanti was a consummate combination of Eastern culture and Western attitudes," said Giriraj Rao of Alpharetta, executive director of the Atlanta-based Gandhi Foundation of USA.

An accomplished North Indian classical musician who once sang for Mohandas Gandhi, Dr. Lahiri nonetheless adored country singers George Strait and Alan Jackson. Although her own successful marriage was arranged, she

rejoiced when her son and daughter married people from other cultures. The physics professor lectured at international conventions on the interaction of radiation with matter and kept an open door for her students at Southern Polytechnic State University.

"Soon after she joined the faculty here in 1981, she was asked to be the adviser for our international students," said her supervisor, Dr. Sam Scales of Marietta. "Three or four years later she had helped recruit such a large number of international students we had to hire a full-time person to take over the job. When Jayanti arrived, we did not offer a degree in physics. Over the next few years she helped develop a B.S. program in physics."

The Vedantic memorial service for Dr. Lahiri, 68, of Atlanta is 5:30 p.m. May 8 at the Episcopal Church of the Epiphany. She died Monday of pneumonia at Good Samaritan Hospital in Lebanon, Pa., while on vacation.

As an expert on both atomic physics and the physics of music, Dr. Lahiri published many scientific articles. She turned speaking engagements into vacations with her husband, Pranab Lahiri. The couple visited every continent

but Antarctica.

Wherever they went, Dr. Lahiri made friends, said her daughter, Lali Watt of Wilmette, Ill. "Mother met some woman in a laundromat in Tokyo and ended up having dinner with her parents," she said. "My mother was perfectly comfortable in any situation and had a curiosity about absolutely everything," said her son, Yasho Lahiri of Briarcliff Manor, N.Y. "She knew I was interested in alternative rock, so she would listen with me. She could tell that R.E.M. was good and another group was bad."

At 7, Dr. Lahiri was introduced to Mohandas Gandhi at a Calcutta rally and was asked to sing for him. She sang "Raghupati Raghava Raja Ram," a devotional chant that was a favorite of Gandhi's.

"Apparently when she was done, Gandhi said, 'I don't think I've ever heard it sung better,' and asked her to stay on the dais with him for the rest of the rally," her daughter said.



www.pujari.org

Years later, Dr. Lahiri sang that song --- and other Indian classics --- at events honoring Gandhi at the Martin Luther King Jr. Center for Non-Violent Social Change and other Atlanta venues for Indian music.

Dr. Lahiri helped found the Vedanta Center of Atlanta and annually directed a contemporary Bengali play at Durga Puja, a Bengali religious festival. "Mother could organize any group of people to do anything," her son said. "She could get you really excited to do something."

Survivors include two sisters, Gayatri Chakravorty Spivak of New York City and Maitreyi Chandra of New Delhi, India; a brother, Ranes Chakravorty of Salem, Va.; and six grandchildren



My Ma, Your Jayanti-di

Lali Watt of Wilmette, Illinois, daughter of Jayanti and Pranab Lahiri of Atlanta.

Courage, character and charisma are the words that seem to sum up what my mother was. Her moral compass was firmly set. I hardly ever saw her hesitate before deciding what the appropriate thing to do was in any circumstance. And yet she was not stern. She loved fun, loved life, loved 'adda' and 'cha' and 'paan'. Duty was duty and had to be satisfied; pleasure was what life was about after the duty had been done.

A product of a rather unconventional upbringing for the time and place, she became, at least outwardly, a very traditional daughter in law. But somewhere inside she was always herself. Her judgment was always her own whatever the 'ghomta' might have led one to believe.

Over the years I saw my mother blossom, cast aside her shyness, step forward as her own person. She always rejected a feminist label but she was a true feminist because it never occurred to her that being a woman had anything to do with being a physicist or that any doors were closed to her because she was a first generation immigrant.

As a mother, she was most distinctly not of the cookie baking variety. She was sure what values she wanted to impart to us and I think, by and large, she succeeded. Our core values are very similar, our core competencies very different. That was fine with her. She was proud of not mastering money management, but it was always understood, although not articulated, that she liked the fact that I did. She never bothered with the intricacies of legal language as her life ran along much more straightforward tracks but she hugely enjoyed my brother's prowess in this area.

She was an inveterate traveler, a lifelong and companionable whiskey drinker, a much-missed maker of 'luchi dal' for her grandchildren, a dedicated teacher, a renowned singer (who was always fascinated by Western musical notation, but never needed to understand it), the best giver of driving directions I've ever known, an enthusiastic eater of any and all foods, a dedicated knitter of beautiful, invented-as-she-went sweaters ... many things to many people.

Ma's ability to lead was astounding. I like to think that my brother and I learnt some of her skills subliminally. Certainly, today, both of us are comfortable with stepping forward, with raising our hand, with having our voice heard. All in all, my mother has left the world a better and lonelier place; one filled with less laughter and less life. Her many students, her friends, her fans and, of course, her family, miss her deeply.

The lesson she has left me with, though, is that life is for living, not mourning. Although I miss my mother profoundly and, in many ways, understand her loss a little more each day, I know she wants me to embrace life, not merely go through the motions of existence.

In her name, in her honor, and in memory of what she stood for, I too am trying to live with courage, character and charisma. I learnt from a master teacher and practitioner.

Today, as you celebrate Durga Puja, say a prayer for my mother and then please reach out to make a new friend or exchange warm greetings with someone you already know. It is what she would expect you to do. Pronams. Blessings. Peace.





www.pujari.org

Our Jayanti Di

P.K.Das

This is the festive season for Bengalis. It is the happy occasion for all the Bengalis to welcome Ma-Durga. Everybody is in festive mood. Some are rehearsing for the theater, some are rehearsing for the cultural program and others are preparing for the upcoming festival. There are lot of phone calls and e-mails going around. Every body is talking about Puja preparation.

During this season Jayanti Di used to be at the helm of all the cultural affairs. But this time we feel the vacuum, a vacuum that will be hard to fill.

For the last 25 years she brightened our lives with her melodious voice. Pujari's theater during Durga Puja was a major attraction for every one, which she single-handedly directed with endless passion and patience.

Jayanti Di was a very special person, for such was her extraordinary appeal to this community, at large, that we feel a sense of immense loss, since Monday the 26th.of April 2004.

Jayanti Di was a legend in Atlanta with her scholarship, charm, dignity and charisma. Ever since she set her foot for the first time in Atlanta, 25 years ago, She became a household name in every Indo-American Community.

Jayanti Di was a remarkable woman. She could make friends with a complete stranger. After conversing with a person in the morning she never met before, she could get invited for dinner in the evening.

Jayanti Di was the very essence of compassion, of duty, of style and of accomplishment. Jayanti Di's accomplishment knows no bounds.

Professionally she was a renowned physicist. She was an accomplished educator and a highly acclaimed professor.

Jayanti was a Globetrotter. She traveled to all the five continents of earth.

Her contribution to the Indian community in Atlanta glorified our heritage and we shall be proud of it . We hardly can appreciate what she stood for, her gigantic personality, accomplishments and compassion.

She was the life of all the get-togethers and parties. At one moment she could preach spirituality, at the next moment she could talk about the Braves.

Jayanti Di was always eager to take charge and never failed to deliver.

Jayanti Di's joy for life transmitted wherever she went. Her boundless energy could hardly be contained.

Jayanti Di never failed to appreciate any good gesture and any accomplishment.

We all shall miss Jayanti Di.

চ্যবন ও সুকন্যা

সমর মিত্র আটলান্টা

মহর্ষি ভৃগুর চ্যবন নামে এক উপ্রতেজা পুত্র ছিল। কথিত আছে যে চ্যবন যখন মাতৃগর্ভে সেই সময় পুলোমা নামে এক দৈত্য তার মাকে হরন করে শূন্যপথে নিয়ে যেতে থাকে। ঐ আবস্থায় গর্ভচ্যুত হল চ্যবন আর তাঁর বোস্ববাই তে পুলোমা ভস্মীভূত হয়। গর্ভচ্যুত হবার জন্যে নাকি তাঁর চ্যবন নাম হয়েছিল। চ্যবনের বাল্যকালের উল্লেখযোগ্য আর কোন বিবরণ শাস্ত্রে পাওয়া যায় না তবে অন্যান্য মুনিঋষিদের মত তিনিও জিবনে কঠোর তপস্যার পথই বেছে নিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন নিরাহারে এক সরোবরের তীরে একাসনে স্থির হয়ে বসে থাকার জন্যে তাঁর দেহ বাল্মীকি মুনির মত বালির বা উইয়ের চিপিতে ঢাকা পড়ে যায়। তাঁর ওপরে নানারকমের লতা গজিয়ে পিঁপড়ের বাসা হওয়ায় সেখানে একটি মৃৎপিভ সৃষ্টি হয়-

সমকীর্ণ পিপীলিকৈঃ বল্মীকেন সমাবৃতাঃ, তপ্যতি তপো ধীমান মূর্ঘপিন্ড ইব সর্বশঃ

তবে তাঁর দেহে বিশেষ স্পন্দন না থাকলেও মাঝে মাঝে বোধহয় নিমেষ পড়ত কারন ঐ আচ্ছাদনের মধ্যে দিয়ে অন্যের অদৃষ্ট হলেও তিনি চোখ খুললে কিছুটা দেখতে পেতেন।

মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী চ্যবনের তপস্যাস্থলী ঐ সরোবরটি শর্যাতির রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শর্যাতির ক্রীর সংখ্যা ছিল চার হাজার কিন্তু সন্তান বলতে ছিল সুকন্যা নামে একটি কন্যা। একদিন মহারাজা সব স্ব্রীদের সঙ্গে সুকন্যা, তাদের সহচরী ও পরিবারদের নিয়ে সেই রমনীয় সরোবরে বিহার করতে এসেছিলেন। নানা আভরণে ভূষিতা মনোরমা, সুবেশী ও যৌবনমদে মন্তা সেই কন্যাটি সখীদের নিয়ে অরণ্যের শোভা দেখতে দেখতে নানা ফুলেভরা গাছপালার ডাল ভেঙ্গে ক্রীড়াছ্ছলে ফেলে ছড়িয়ে ক্রমে সেই উইয়ের টিপির কাছে একাই উপস্থিত হলেন। টিপির ছিদ্রপথে বিদ্যুতের চকিত ঝলকের মত গতিশীল - চরন্তীম্ ইব বিদ্যুতম - সেই একাকিনী অপরূপা রমনী চ্যবনের দৃষ্টিগোচর হলে আনন্দে অভিভূত হলেন তিনি। তিনি বারবার সুকন্যাকে সন্তামণ করার চেস্টা করলেন কিন্তু দীর্ঘকাল অনাহারে থাকার জন্যে তার ওপরে টিপির মধ্যে থাকার দক্রন তাঁর সেই ক্ষীণকণ্ঠ সুকন্যা শুনতে পেলেন না। এদিকে সুকন্যাও মানুষের আকৃতির ঐরকম একটা স্তুপের মত পদার্থ দেখতে পেয়ে কৌতুহলভরে কাছে গিয়ে চোখের জায়গায় ছিদ্র দেখতে পেয়ে, এগুলো কি, বলে মোহগ্রস্ত হয়ে হাতে ধরা কাটার মত ফুলের তাঁটা চ্যবনের চোখে বিধিয়ে দিলেন - নির্বিভেদাস্য লোচনে।

চোখে দেখেই হোক বা যোগবলেই হোক সুকন্যা ও অন্যান্য য়াঁরা সেখানে এসেছেলেন তাঁদের পরিচয় চ্যবনের অবগত ছিল না। সেকালের অধিকাংশ মুনিঝৃষিরা ক্রোধ সংবরণ করতে পারতেন না, চ্যবনও আঘাত পেয়ে অত্যন্ত কুদ্ধ হলেন। কিছু তিনি সুকন্যাকে সরাসরি কোন শান্তি দিলেন না যদিও তিনি ইচ্ছে করলে সুকন্যাকে ভস্ম করে ফেলতে পারতেন যেমন তিনি করিছেলেন মায়ের অপহরণকারী সেই অসুরকে। আসলে পরম রূপবতী রাজকন্যাকে দেখে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ তাপসও প্রলুব্ধ হয়েছিলেন যা সেকালের মুনিঋষিদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যেত। চ্যবনও সুকন্যাকে করায়ত্ত করবার এই সুযোগ ছেড়ে দিলেন না। তিনি যোগবলে মহারাজা শর্যাতির সৈন্য সামন্তদের অবরোধ করলেন - শকৃৎ মুত্তং সমাব্নোৎ।

কিছুক্ষণের মধেই শর্যাতি এই অপ্রাকৃতিক ঘটনার বিষয় জানতে পেরে বুঝলেন যে তাঁর রাজ্যের অর্ন্তগত এই তপোবলে তপস্যারত কোন মুনিঋষির, বিশেষ করে ভূপুত্রের অসন্তোষের ফলে এই দুর্দৈব দেখা দিয়েছে। তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে ঘোশণা করলেন যে বৃদ্ধ ও অতি কোপনস্বভাব ভার্গব এখানে তপষ্যা করেন, জগনে বা অজগনে কেউ মহর্ষির কাছে অপরাধ করে থাকলে অবিলম্বে তা ব্যক্ত করুক। তারা কেউই কোনরকম অপরাধ করেনি বলে মহারাজকে মহর্ষির কাছে গিয়ে অনুসন্ধানের পরামর্শ দিল। তখন সকলের দুরবস্থা দেখে শুনে সুকন্যার সন্দেহ হল যে এই ঘটনার জন্যে অজ্ঞানকৃত হলেও তিনিই বোধহয় অপরাধি। তিনি অকপটে রাজাকে বললেন যে একটা ঢিপির ছিদ্রে জোনাকির মত জ্বজ্বলে পদার্থ দেখতে পেয়ে কৌতৃহলী হয়ে তিনি ডাঁটা বিধিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ কথা শুনেই মহারাজা শশব্যস্ত হয়ে সেদিকে ছুটে যেতেই দেখতে পেলেন যে ঢিপি ভেদ করে মুনি বেরিয়ে এসেছেন।



তপোবৃদ্ধ ক্রোধান্থিত চ্যবনকে দেখেই অনিষ্ট শান্তির জন্যে শর্যাতি করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করে তাঁর একমাত্র কন্যার বালসুলভ অজানাকৃত এই অপরাধ মার্জনা করতে অনুরোধ করলেন। রাজকুমারী যে না বুঝেই অপরাধ করেছেন তা চ্যবনের অজানা থাকার কথা নয় কিছু তিনি শান্তি দেবার ভয় দেখিয়ে নিজের বাসনা চরিতার্থ করার এই সুযোগ পেয়ে দাড়বেন কেন। তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে শর্যাতিকে বললেন, 'মহারাজ, তোমার এই কন্যা রূপযৌবনমদে মন্তা হয়ে আমাকে অপমানিত ও আহত করেছে, অতএব আমি সত্য বলছি এই মোহপরায়না লাবন্যবতী কন্যার (একই সঙ্গে এই দুটি বিশেষণের প্রয়োগ লক্ষ্য করার মত) পানিগ্রহন করে তবে আমি ক্ষান্ত হব' -

তামের প্রতিগৃহ্যাহং রাজন্ দুহিতরং তব. ক্ষমিষ্যামি মহিপাল সভ্যম্ এতং ব্রবীমি তে।

সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব না করে এইভাবে ঘুরিয়ে কথা বলে বৃদ্ধ তপম্বী তরুনী কন্যাকে শাস্তি দেবার অজুহাত দেখিয়ে আত্মৃত্তির ব্যবস্তা করলেন। সকলের দুর্দাশার অবসান ঘটাতে মুনির এই প্রস্তাব অশোভন হলেও শর্যাতির তা প্রতিবাদ বা অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। তাই তিনি কালবিলম্ব না করে সুকন্যাকে চ্যাবনের হাতে সম্প্রদান করলেন। চ্যাবনেও সভুষ্ট হয়ে সহচরদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে দিলে শর্যাতি সহচরদের নিয়ে রাজধানীতে চলে গেলেন। না জেনে আগুনে হাত দিলেও হাত পোড়ে সুকন্যার সেই জ্ঞান ছিল, অজান্তে অপকর্ম করলে তার ফলভোগ হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়না, অতএব তা সভুষ্টচিত্তে মাথা পেতে নেওয়াই কল্যানপ্রদ, ভারতীয় সংস্কৃতির এই শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন। তাই তপম্বিস্বামী লাভ করে তিনি কোনরকম দ্বিধা না করে সমত্তে প্রীতিসহকারে ঋষিপত্মীর করনীয় তপয়্যা ও অতিথিসংকারাদি কর্ত্তব্য ও নিয়ম পালনে রত হলেন। কিছুকাল পরে একদিন দেববৈদ্য যমজ অশ্বিনীকুমার দুভাই সরোবরের ধার দিয়ে যেতে যেতে সদ্যস্নাতা দেবকন্যাসমা লাবন্যবতী প্রায়্ম আন্ত্রতদেহা সুকন্যাকে দেখে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কার রক্ষিতা, এই বনেই বা একাকিনী কি করছ?' লজ্জাবনতমুখে সুকন্যা উত্তরে বললেন, 'আমি মহারাজ শর্যাতির দৃহিতা ও চ্যাবনের ভার্যা।' কুমারেরা হাসতে হাসতে বললেন, 'কল্যানি, যার কাল শেষ হয়ে এসেছে এমন একজনের হাতে তোমার পিতা তোমাকে কিজন্য সমর্পন করলেন? মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মত এই তুমি শোভমানা, তোমার মত কামিনী দেবলোকেও দৃষ্ট হয়না। দিব্য বসন আর আভরনই য়ার অঙ্গে শোভা পায় সেই তুমি এইরকম মলিন দেহে ভোগসুখ বিসর্জন দিয়ে জরাজর্জরিত এক পতির উপাসনা করে চলেছ, যে পতি তোমার রক্ষনাবেক্ষণ তো দ্রের কথা এমন কি ভরনপোষণেও অসমর্থ - অসমর্থ পরিত্রানে পোষণে চ্প্রিতিমতে।

এর পরেই অশ্বিনীকুমারদের মুখে যা শুনতে পাওয়া গেল তাতে সেকালের সমাজব্যবস্থার একটা দিকের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেযুগে অপরিচিতা নারিকে, তা সে বিবাহিতা হোক বা না হোক, যে কোন পুরুষ সরাসরি তার স্ত্রী হবার প্রস্তাব নির্দিধায় করতে পারত, এমন কি বাধা দিলে হরণ করেও নিয়ে যেতে পারত, যেমন জয়দ্রথ করেছিলেন বনবাসিনী দ্রৌপদীকে। অবশ্য এ নিয়ে মারামারি কাটাকাটিও হত। অশ্বিনীকুমাররা আগের কথার জের টেনে কোনরকম ভনিতা না করেই বললেন, 'তুমি চ্যবনকে পরিত্যাগ করে আমাদের একজনকে বরণ কর, এক অকর্মণ্য স্বামীর জন্যে তোমার জীবন যৌবন ব্যর্থ হতে দিও না।'। সুকন্যা সব শুনে বললেন, 'আমি আমার স্বামীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, আমার মন বিচলিত হবার নয়, আপনারা অন্যরকম ভাববেন না'।

দেববৈদ্যদের কি অতিসন্ধি ছিল, বোঝা কঠিন, তাঁরা প্রত্যুত্তরে বললেন, 'আমরা তোমার স্বামীকে যুবক করে দেব - যুবনাং রূপসম্পন্ধং করিষ্যাবঃ পতিং তব - তারপরে তুমি আমাদের মধ্যে যে কোন একজনকে বরণ করে নিও। এই সর্ত্ত মনোমত হলে তোমার স্বামীকে গিয়ে জানাও'। লক্ষ্যনীয় যে তাঁরা দৈবীশক্তির ব্যবহার বা বলপ্রয়োগ করলেন না। তাঁরা হয়তো সুকন্যাকে অজ্ঞানকৃত অপরাধের কঠোর শাস্তি নীরবে মেনে নিয়ে স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যে করতে দেখে সেই কর্ত্তব্যের আন্তরিকতা যাচাই করতে চেয়েছিলেন লোভ দেখিয়ে। কিন্তু সুকন্যা প্রলুব্ধ হলেন না দেখে বোধহয় তাঁদের সুকন্যার কল্যান সাধন আর সেই সঙ্গে নিজেদের মহন্ত্ব আর উদার্য দেখানোর বাসনা হয়ে থাকবে। তবে তাঁদের এই আশ্চর্যাজনক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করে চ্যাবনের কাছে যাচ্ছেন দেখে হয়তো তাঁদের আশা হয়েছিল যে চ্যবন রাজী হলে সুকন্যা হয়তো মত পরিবর্তন করবেন কারণ আর চ্যবন তাঁকে শান্তি দিতে পারবেন না।

যাই হোক সুকন্যা চ্যবনকে গিয়ে দেববৈদ্যদের সর্ত্তের কথা বলতে চ্যবন সঙ্গেসঙ্গেই অনুমতি দিলেন - তৎ শ্বুতা চ্যবনো ভার্য্যাম্ উবাচ ত্রিয়তাম্ ইতি। সুকন্যাকে যে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছেন আর সেই শাস্তি সুকন্যা মাথা পেতে নিয়ে মনপ্রান দিয়ে তাঁর সেবা করে যাচ্ছেন, সে সমস্ত দেখে মুখে প্রকাশ না করলেও অন্তরে হয়তো তিনি গ্লানিবোধ করেছিলেন। যাই হোক, অকস্মাৎ হারানো যৌবন ফিরে পাওয়া আর সেই সঙ্গে রূপবান হবার অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত উৎফুল্প হয়েছিলেন আর সেই সুযোগের বিনিময়ে সুকন্যাকে যদি হারাতেও হয় সে মূল্য তাঁর কাছে নিশ্চয়ই বেশি বলে মনে হয়নি। আর সুকন্যাকে যদি হারাতে না হয় তাহলে তো তাঁর বিনা আয়াসে বিনা মূল্যে অমূল্য নিধি লাভ হয়ে গেল। লক্ষ্যনীয় যে চ্যবনের সিদ্ধি যা ছিল তা দিয়ে নিশ্চয়ই তিনি কায়া পরিবর্তন করতে পারবেন কিন্তু এক্ষেত্রে সেই শক্তির ব্যবহার না করে কেন তিনি পরমুখাপেখী হলেন তার কারন হয়তো বা আত্মতৃপ্তির জন্য ঐ শক্তির ব্যবহার পরিনামে খতিকর আর তাহলে যোগিকে যোগভ্রস্ট হতে হয় বলে। তবে অপরের কাছ থেকে প্রতিগ্রহ অর্থাৎ দান গ্রহণ করলে তা হয়তো খতিকর হয়না।

52

www.pujari.org

3

রসিকত

সুস্মিতা মহলানবীশ, আটলাশ্টা

কি লিখব ভাবচ্ছি সেই সময় কলিং বেলটা বেজে উঠল। আমি উঠে যাওয়ার আগেই দীপ দরজাটা খুলে দিল। হাসি মুখে আমাদের দুই বন্ধু তৃপ্তি ও পঙ্কজ ঘরে ঢুকল। পঙ্কজ আমার দিকে তাকিয়ে বল্ল- আই সি, আই সি - ঘরে বসে বসে কর্তা গিন্ধিতে খুব কাব্য লেখা হচ্ছে। দীপ তার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা নিয়ে বলে উঠল আইসি - আইসি করছিস কেন? এসেই তো পরেছিস। তৃপ্তি হেসে বল্ল - ওর ফাজলামো স্বভাব এখনো যায়নি, বুঝলে। পঙ্কজ চেয়ারে বসতে বসতে বল্ল - আই নো, আই নো। দীপ বল্ল - কি আইন্ধো আইন্ধে করছিস? এখন আবার কি আনতে হবে? দীপের কথায় সবাই আমরা একসঙ্গে হেসে উঠলাম। পঙ্কজ বল্ল - দীপ, তোর মাথায় এখনো ঐ সব শব্দের খেলা চলে?

দীপকে আমি তিন দিন ধরে বলে যাচ্ছি অপরেশদা ও সোমাদির বাড়ি যাওয়ার জন্য। ওর এক উত্তর ওখানে এখন যাওয়া চলবে না। ওর মাথায় কিছুতেই ঢোকানো যাচ্ছে না যে ওদের এখন বেশী বন্ধুবান্ধবের দরকার। দীপের উত্তর মাঝে মাঝে একটু একা থাকলে বিরহটা ভাল বোঝা যাবে। আমার মুখদিয়ে চট করে এই কথাটা বেরিয়ে গেল - হ্যাঁ ওর শুধু ঐ শন্দের খেলাই চলে, কিন্তু কর্তব্যের বেলা আর কিছুই হচ্ছে না। দীপ বল্ল - কেন কর্তব্যের কোথায় আবার ত্রুটি হলো? আমি বল্লাম - কেন? তুমি তো জানতে তৃত্তি- পঙ্কজরা আজ আসছে তবে তুমি যখন অপরেশদাদের বাড়ি যেতে পারছো না তখন ওদের ও এখানে আসতে বলতে পারতে। তৃত্তি বল্ল - হ্যারে ওদের আবার কি হলো? আমি ও শুনেছি ওদের মধ্যে খুব মনোমালিন্য চলছে। দীপ বল্ল - কিছুই হয়নি, ওদের বয়স হয়েছে - তাই হরিমোহন বাবুর রোগে ধরেছে। তৃত্তি- হরিমোহনবাবুর রোগ? সে আবার কি? পঙ্কজদীপ একসাথে হেসে উঠল। দীপ - হরমোনের দোষ ম্যাভাম। আমি বল্লাম - এ সব বাজে জোক আমি পচ্ছেন্দ করি না। তৃত্তি বল্ল - মি - টু, দীপ বল্ল - মিঠু ভাকচ্ছিস কেন, এখানে কোন মিঠু নেই। ওদের দিকে তাকিয়ে আমি বল্লাম - তোরা শন্দের খেলা - খেল আমি একটু রায়া ঘরে যাই। দীপ বল্ল - রায়াঘরে যাচ্ছ কেন? সবাই মিলে এখানে আড্ডা জমাব। আমি বল্লাম- দাঁড়াও, চা-টা খাবে তো? আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে বলে উঠল, চাটা খাব কোন দুয়েথ? আমাকে কেউ চাটা মারতে পারবে না। তৃত্তি একটু গলা চড়িয়ে বল্ল নো চা, কফি।

পঙ্কজ বল্ল - আমকে আরো সোজা - কি যেন বলে দুরছাই ঐ ক্যাপিচিনো না ফ্রাপিচিনো নামটা ভাল মনে রাখতে পারিনা। দীপের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর - তোর যদি মনে রাখতে অসুবিধা হয় তাহলে তার একটা সোজা পদ্ধতি বলে দিচ্ছি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে চেনো ঐ হলো - ক্যাপিচিনো, কাঁপিয়ে ফেনিয়ে দিও হলো - ফ্রাপিচিনো। দীপের কথা শুনে ওদের দুজনে সাথে আমি ও হাসিতে যোগ দিলাম। দীপ আমাকে বল্ল - তোমার চায়ের ঝামেলা শেষ হলো, আমিই সবাইকে ঐ কাঁপিয়ে বা ফাঁপিয়ে ফেনিয়ে কফি এনে দিচ্ছি। আমি বল্লাম - খুব ভাল কথা, কিন্তু তুমি তো সব কিছু ঠিক ঠাক মত পাবে না আমি কাপ প্লেইট ঠিক করে দিই তারপরে তুমি গিয়ে সব শুছিয়ে নিয়ে এসো। তৃত্তি বল্ল - দীপ, তোর মত এতো সৌভাগ্যবান পুরুষ কমই হয়। আজ কাল তোর বৌয়ের মত মেয়ে আর হয়না। পদ্ধজ বল্ল - একেবারে জুয়েল পেয়েছিস্। দীপ বল্ল - ঐ রকম সব জুয়েলরা আমার আমার পাশে আছিস বলেই তো আমি আজ এত জুয়েল দিয়ে হার তৈরী করে গলায় দিয়ে বেড়াচ্ছি। একটু থেমে বল্ল - ভাবচ্ছি নামটা পাল্টে দেবানন্দের মতো জুয়েল থিপ হয়ে যাব। হাসি হাসি মুখে দীপ রামা ঘরের দিকে রওনা হতে আমরা সবাই ওকে অনুসরন করলাম। কাউন্টারের ওপরে গতকালের বাজার থেকে বুড়ো লাউ তৃপ্তির দিকে তাকিয়ে দীপ বল্ল - লাউয়ের কোন রিটায়ার্ড এইজ নেই।

আমাদের রান্নাঘরটা বেশ বড়, তৃপ্তি বল্প - এতো বড় রান্নাঘরকে তোরা দুটো পিলার বসিয়ে সুন্দর নেটের পর্দা দিয়ে আলাদা করে বসার ব্যাবস্থা করতে পারিস্। একটু হেসে ইংরেজিতে বল্প - শুনলি প্রাইভেট, ড্রিংক্স এন্ড স্লেক্স, নো নাসিং ইন ফ্রন্ট অব ইট। তৃপ্তি দিকে তাকিয়ে পদ্ধজ বল্প - ওর দেখা যাচ্ছে খুব সাহেব, মেমসাহেব হওয়ার ইচ্ছে। দীপ লাফিয়ে উঠে বল্প - আমি তোদের সাহেব, মেমসাহেব হওয়ার একটা মজার গল্প বলছি। - বর্তমানে দেখেছিস, আমাদের বন্ধুবান্ধবদের ছেলে মেয়ে হলেই সবাই ঐ মেসি, পেগি, ভেল ইত্যাদি নাম রাখচ্ছে। আমার এক মাসতুতো বোন শিকাগোতে থাকে, - সে প্রগনেট।

গতকাল ফোন করতে আমার বোন বল্ল - সে ও তার বর কালিগদের মধ্যে ভবিষ্যতের ছেলের নাম নিয়ে খুব তর্ক হচ্ছে। আমার বোন খাঁটি সাহেব হতে চাইছে। হেরি, গ্যারি ঐ সব নাম তার পছন্দ। কিছু ওর বর কলি (এখানে এসে কালি হয়েছে কলি) বলে - নীল বা রবি ঐ রকম নাম রাখতে, যাতে দু দেশেরই নামের স্বাদ পাওয়া যায়। আমি বল্লাম - গ্যারি নামটা খারাপ না, এদেশের লোকদের কাছে যে অর্থই হোক না কেন, - আমাদের দেশে ঐ পানাপুক্রে প্রচুর গ্যারি থাকে। আমার কথা শুনে কালিপদ হো হো করে হাসতে লাগল আর আমার বোন রেগে বল্ল - দীপদা তুমি কলির সাথে দল পাকাচ্ছ? এই বলে ধুম করে ফোন টা নামিয়ে রেখেদিল। দীপ একটু হেসে বল্ল - কলি বলেছে শান্ত হলে আমার বোন আবার ফোন করবে। তৃপ্তি বল্ল - তুই একটা বিচ্ছু। যাপ্পে শোন মাঝে মাঝে আমার কি জানি কি হয়েছে, বানান নিয়ে কেমন খটকা লেগে যায়। বলতো- পিলারে একটা এল না দুটো এল। দীপ বল্ল - হায় ঈশুর! শক্ত জিনিস, একটা এল বসালে কি মজবুত হবে? সাহেবরা মজবুত করবার জন্য দুটো এল বসিয়েছে, যেমন ধর - কিলার, ওটাও শক্ত জিনিষ, মৃত্যু দেখিয়ে ছাড়ে। এইভাবে চিন্তা করলে তোর অনেক খটকা কমে যাবে।

যাইহোক, সুকর্ন্যা চ্যুবনের সম্মতির কথা অশ্বিনীকুমারদের জানালে তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তোমার স্বামী এই সরোবরের জলে প্রবেশ করুন'। চ্যুবন তাই করলেন এবং তাঁর সঙ্গে অশ্রিনীকমাররাও জলে প্রবেশ করলেন। তার কয়েক মুহুর্ত্ত পরে তিনজনই তীরে উঠে আসতে সুকন্যা দেখলেন দিব্যরূপী, সমান বেশভূষায় আর উজ্জ্বল আভরণে ভূষিত, তিনজন যুবক - দিব্যরূপধরাঃ সর্বে যুবানো মুস্টকুভলাঃ - তাঁরা সমস্বরে বললেন, 'বরবনিনি, আমাদের মধ্যে তোমার যাকে ইচ্ছা হয় পতিতে বরণ কর - যত্র বাপি অভিকামাসি তং ব্ণীস্ব সুশোধনে'। তাকিয়ে রইলেন সুকন্যা কিছক্ষণ তিনজনের দিকে, তাঁর মনের মধ্যে যে চিন্তার প্রবাহ বইতে লাগল মহাভারতকার ব্যাসমূনি পাঠকদের পরেই তার অনুমানের ভার দিয়েছেন। আমরা জানি যে স্বয়স্বরা হ্বার পর প্রথা সেযুগে থাকলেও সুকন্যা তাঁর সুযোগ নিতে পারেনি। আর সেযুগে বিবাহিতা হলেও অন্য কারো পত্নী হতে সামাজিক বাধা ছিলনা। তাই সূকন্যার মনের গভীরে পুরোপুরি প্রবেশ করতে না পারলেও এটা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে তিনি নি-চয়ই ধরে নিয়েছিলেন যে আপন কর্মফলেই চ্যবনকে পতিতে বরণ করতে হয়েছে তাকে। কিন্তু তিনি দেখছেন সেইদিন মানুষ আর দেবতার মধ্যে স্বামী বেছে নেবার অভাবনীয় সুযোগ অকসাৎ করায়ত্ত হয়েছে তাঁর। সুকন্যা কি ভাবছেন না কোন কর্মফলে আজ তাঁর জীবনের স্রোতের মোড় ঘরিয়ে দেবার ক্ষমতা পেয়েছেন তিনি? বিদ্যুৎগতিতে প্রবাহিত এই ভাবনার স্রোতের মধ্যে তিনি দেখছেন, সকলেই সুপুরুষ হলেও তাঁদের আত্মপরিচয় গোপন নেই। সকলের চোখেই চোখ রাখলেন তিনি, বিশেষ করে চ্যবনের। বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত চ্যবনকে সেবা করে কি পেয়েছেন আর কি পাননি তার হিসেব নিকেশ মনের মধ্যে জেগে উঠলেও আমল দিলেন না সুকন্যা, চাইলেন না দেবতের মর্যাদা আর আমরত, নিজের মানুষ-স্বামীকে এইবার সুযোগ পেয়েছেন তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করার, সে সুযোগ পায়ে ঠেলার প্রশ্ন নির্বাসিত হল তাঁর মন থেকে। সব বিবেচনা করে সুকন্যা আপন স্বামীকেই নির্বাচন করলেন - নিশ্চিত্য মনসা বৃদ্ধ্যা দেবী বরে স্বকং পতিম। চ্যবনের পাশে এসে দাঁড়ালেন সুকন্যা, স্থাপন করলেন এক মহান দৃষ্টান্ত। জীবনের দ্রুত পট পরিবর্তনে অতি কোপনস্বভাব চ্যবনও অভিভূত হয়েছেন। তিনিও ভাবছেন না তাঁর স্ত্রীর রূপে গুনে তাঁরা সুকন্যাকে প্রলুব্ধ করেননি। চ্যবনকে অবজন বা প্রতারিত করা তো দুরের কথা বরং তাঁকে যেন সুযোগ দিয়েছেন তাঁরা এক সুস্থ স্বচ্ছ স্বয়ম্বরার প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার। দেখে আরো আশ্চর্য্য হলেন চ্যবন যে অশ্বিনীকুমাররা এই প্রতিযোগিতায় পরাজিত হলেও তাঁদের মুখ চোখে কোন ক্ষোভের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছেনা, শুধু বিদায় নেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা। মনে যা এতকাল ছিল চ্যবনের যে সুকন্যাকে লঘু অপরাধের জন্যে গুরুদন্ড দিয়েছেন তিনি, তাঁকে স্ত্রীর প্রাপ্য মর্যাদাও দেননি, অন্যায় জেনেও তা স্বীকার করেননি, তার গুরুত এতদিন পরে এইবার যেন প্রথম অনুভব করলেন তিনি। চ্যবন তখন ভাবছেন যে তবে কি সুকন্যার প্রতি এই অবিচারের প্রতিকার করতেই এসেছেন এঁরা, আর সেজন্যেই কি তাঁকে জরা আর বার্দ্ধক্য থেকে মুক্তি দিয়ে সন্দর যুবকের দেহ দান করেছেন? কৃতজ্ঞতায় প্রান ভরে গেল তাঁর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিনামূল্যে পাওয়া এই অমূল্য দানের প্রতিদানের ভাবনা তাঁকে ভারাক্রান্ত করে তুলল।

এই ভাবনার স্রোতে বয়ে যেতে লাগল দুতবেগে। মনে পড়ল চ্যবনের যে এই দেববৈদ্য দুজন দেবতা হলেও পদমর্যাদায় অন্য অনেক দেবতাদের তুলনায় নিমনস্তরের। স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় সকলের সঙ্গে একত্রে সোমপানের অধিকার তাঁদের নেই। তিনি তখন অশ্বিনীকুমারদের সম্বোধন করে বললেন, 'আপনারা আমাকে রূপযৌবনসম্পন্ধ করেছেন, আপনাদের জন্যে আমার নিজের স্ত্রীকেও আমি ফিরে পেয়েছি। আমি নিশ্চিত করে বলছি যে আমি পরমানন্দে যজ্ঞ করে দেবরাজের সমক্ষে আপনাদের সোমপায়ী করব – তস্মাৎ ধ্রুবাং করিষ্যামি প্রীত্যাহং সোমপীথিনৌ। সেকথা শুনে প্রীতমনে অশ্বিণীকুমাররা গমন করলেন, চ্যবন, সুকন্যাও দেবতার মত সুখে স্বচ্ছন্দে বিহার করতে লাগলেন।

পরিশিষ্ট - প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন চ্যবন। তাঁর যৌবনপ্রাপ্তির খবর পেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কুশল বিনিময়ের পরে চ্যবন শর্যাতিকে এক যজ্ঞের আয়োজন করতে বললেন। সেই যজ্ঞে চ্যবন অশ্বিনীকুমারদের সোমপানের ব্যবস্থা করলে ইন্দ্র নানারকম বাধা সৃস্টি করেন কিন্তু চ্যবনের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে অশ্বিণীকুমারদের সেই অধিকার দিতে সম্মত হন। সে আর এক কাহিনী।

54



ক্রিং ক্রিং করে ফোনটা বেজে উঠল। দীপ ফোনটা তোলার আগে কলার আইডি দেখে বল্ল - আমার বোন, আমি বল্লাম - রাগিও না কিন্তু,। দীপ বল্ল - আমি স্পিকার ফোনেই কথা বলচ্ছি, তোরা দেখ সে কেমন খ্যাপে যায়। আমরা তিন জনে হাসি মুখে বসে দীপের কথা শুনতে লাগলাম। দীপ -কিরে কি নাম রাখা ঠিক হল? দীপের বোন সহিনী এ দেশে এসে শনি হয়েছে। দীপ ওকে ঠাট্টা করে বলে - এখানে এসে শনি ঠাকুরের বদলে শনি ঠাকরানী হয়ে দেখা দিয়েছিস? শনির এতে খব রাগ হয়। শনি বল্ল - জান না তো. কলি - সব সময়ই আমাকে এই রকম করে। অন্যরা সবাই তাদের বৌয়ের কত উচ্চাসনে বসিয়ে লোকের কাছে বড় করে দেখাতে চায়, আর সে খালি আমাকে --- ওর কথা শেষ হতে দেওয়ার আগেই দীপ বল্ল - ও উচ্চাসন, মানে মাচায় বুঝি বসিয়ে রাখে। শনি - মাচায় হবে কেন? দীপ - ওটাই তো বেশী উঁচু আমার কাছে। শনি - তোমার খালি ফাজলামো। বৌদি যে তোমার হ্যাজব্যান্ডের সাথে কি করে কথা বলে, - সিরিয়াসনেস বলে তোমার কিছু নেই। দীপ - আরে হ্যাজব্যান্ড না, আমি হলাম রবার ব্যান্ড। আমার হাত পা সবই ঐ রবার ব্যান্ডে বাঁধা। শনি হেসে বল্ল – না আমি তোমার সাথে ঐ সব কোন কথাবার্তা বলতে চাই না। তুমি একটু সিরিয়াস হয়ে কথা বলো, নইলে কলিকে ডাকি, সেই তোমার সাথে কথা বলুক। দীপ - এখন আর কারোর সাথেই বলব না, আমার বাড়িতে লোক আছে. শুধু বল ফলমেশো কেমন আছেন? শনি - আজই ফোন করেছিলাম। রীতা বল্ল - বাবার শরীর একেবারে ভেঙে যাচ্ছে। চামড়া - টামড়া কুঁচকে গেছে, বড্ড বুড়ো লাগে। দীপ - সে তো ভাল, গিলে হয়েছে বল। গিলে হলে বেশ জমিদার জমিদার মনে হয়। নাচগানের আসরে গিলের বড় আদর। শনি গলা শোনা গেল – দীপদা, তুমি বরং বন্ধুদের সাথে গল্প করো পরে কথা হবে। দীপ হেসে বল্ল – সেই ভাল, বলে ফোনটা তুলে রাখল, আমি একটা গানের কলি গেয়ে উঠলাম - 'কেন মোরে কাঁদাও বারে বার'। দীপের গলায় কোন সূর নেই, সেও আমার সাথে গাওয়ার চেষ্টা করতে আমি বল্লাম - আমি গান গাইলেই তোমার ও গান গাওয়ার শখ হয়? দীপ বল্ল - জান না একটা শিয়াল ডাকলে অন্য শিয়ালদের ও ডাকার ইচ্ছে হয়। বা একটা বাঘ গর্জন করলেই বাকি বাঘেরাও গর্জন করে ওঠে। আমার ও তোমার গান শুনে গাইতে ইচ্ছে হয়। আমি হাত তুলে রাগত ভাব দেখিয়ে বল্লাম - দেব নাকি একটা? দীপ - না গো ওটা দিও না, আমার গায়ে এমনিতে ব্যাথা। দীপের কথার ভঙ্গিতে তৃপ্তি ও পঙ্কজের সাথে আমি ও হেসে উঠলাম। দীপের দিকে আমি জিগ্নেস করলাম কফির ব্যাবস্থা তুমি করবে না আমি করব। দীপ গম্ভীর হয়ে বল্ল - এবার আমি খুবই সিরিয়াস, ওটা আমিই করব বলেছি, তখন আমিই করব।

Good News!!!

Now OPEN OUR NEWEST BRANCH at Alpharetta:

Sri Krishna Villas (location of formerly Ruchi Cuisine)

Discover the mouth-watering taste of deliscious Veg and Non-Veg Indian Food.

10875 Jones Bridge Road, Alpharetta GA - 300022

Phone: 770-475-9195

SRI KRISHNA VILAS

HOME STYLE SOUTH INDIAN FAST FOOD



5675 JIMMY CARTER BLVD STE. #765 NORCROSS GA 30071

PHONE: (770)447 - 0049 OCATED INSIDE GLOBAL MALL

Closed Mondays

Tuesday-Thursday 11:30am-9pm Friday & Saturday 11:30am-10pm Sunday 12pm-8pm

WE CATER FOR ALL OCCASSIONS





भागमी माम, वावनानी

ধারাগত নিয়ম অনুযায়ী T.V তে গতকালে খবর শুনতে শুনতে চায়ের কাপের দিকে নজর দিয়েছি হঠাৎ উচ্চস্বরে পাখীর সুরেলা ডাক শুনে চমকে জানালার দিকে তাকালাম, বাইরে তখনও গভীর অন্ধকার। দেশ ছেড়ে আসার পর ঘড়িরড় কাঁটার সঙ্গে সকাল হয় এগিয়ে পিছিয়ে। আকাশের সাথে নয়। ভোর রাতের শুকতারার সাথে রীতিমত ভাব জমিয়ে ফেলেছি। যেদিন ঘুম থেকে উঠে ওর মুখ না দেখি, সেদিন গায়ত্রী জপের বদলে প্রথমেই মনে হয় express wayর traffic আর মনিবের হাড়িমুখ। Mail Box র উপর বসে সুরেলা গলায় গান গাইছে আথবা সখাসখীদের ডাকাডাকি করছে। এত খুশীর কারণ ওরাও বোধহয় আজকাল Weather Report শুনতে শুরু করেছে। T.V তে আবহাওয়া বার্তার মহিলা বলে চলেছে ''শুক্রু, শনি, রবি তিন দিন ঝকঝকে পরিস্কার থাকবে"। গত রবিবার থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছিলো, আজকে থেমেল। আজ শুক্র বার ঝলমলে weekend র জন্য তৈরী হতে হতে ঘুরে Calander র দিকে তাকালাম "ওমা! বোধহয় ঘুরে গেছে আবার শরৎকাল!" রোদ বৃষ্টির লুকোচুরি। হালকা মেঘের কোলে রোদ উঠেছে বাদল গেছে টুটি। তাই বোধহয় পাখিটা আগেই বুঝতে পেরেছে আনন্দের দিন আসছে - "পূজো আসছে"। মনের আনন্দে প্রকৃতির সাথে গলা মিলিয়ে আগমনীর আহ্বান জানাচ্ছে। প্রজাপতির নাঁচের ছন্দের মতন মনটায় এক খুশী খুশী ভাব। আবার জল্পনা কল্পনা রিহার্সাল - পুরানো লিস্টি নুতন করে ঝালানো।

প্রকৃতির কি অদ্ভূত মায়া অথবা আকর্ষণ। কিছুদিন আগে বঙ্গ সংস্কৃতির আসরে নৃত্য গীতের মাধ্যমে শুনতে পেয়েছিলাম 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দূর্গারূপেন সংস্থিতা। নমস্তলৈ নমস্তলৈ নমগুলৈ নমঃলমঃ"। নৃত্য আর সংস্কৃতর শুদ্ধ উচ্চারনের কোনো ক্রুটি ছিলনা, কিন্তু মনে তেমন কোনো আঁচও কাটেনি। কিন্তু আজ সকাল শরতের এই শিশির ভেজা অঙ্গনে, হৃদয়ের উচ্ছাস ছাপিয়ে উঠলে, মনে পড়ল বহুদিন আগে ঘুম থেকে উঠেই ছুটতাম ঠাকুরদালালে পটুয়াদের নিপুন হাতের কাজ দেখতে। তৈরী হয়ে রাস্তায় বেরোলাম, পূবদিকটা লাল হয়ে উঠেছে, আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, উল্টো দিকের রাস্তায় bumper to bumper traffic. কিছু আমার চলার পথে জনতা উল্টোদিকে তাই স্মৃতি পথ হাতড়াতে কোনো অসুবিধা নেই।

ভোরের হাওয়ায় মনের জানালায় পর্দাগুলো সরাতে লাগলো। স্মৃতির মাঝে এক ঝলক এগিয়ে এলো- দুরু দুরু বক্ষে পূজোর আয়োজন। কোনো আচার কোনো সংস্কার যেনো ভুল না হয়। আজ সবার পূজো। ভুল করলে সবার অকল্যাণ হবে। প্রতিমার দিকে না তাকিয়ে ফর্দ্দ মিলিয়ে একের পর এক পুরোহিতর দর্পনে মুখ দেখা হচ্ছে। ভেসে এলো নৈবদ্যর থালার দিকে না তাকিয়ে দুই Software Engineer পুরোহিতের উদাত্ত গলায় আকুল আবেদন ও প্রার্থনা। ভয় আর ভক্তির অপূর্ব সংমিশ্রণ। তিনটি মানুষের হৃদয় প্রান যেনো মিলে মিশে Barmuda Triangle এ ঘুরপাক খাচ্ছে। হঠাৎ স্মৃতির প্রাঙ্গনে ঝলসে উঠলো অনেক দিন আগেকার এই প্রানের Barmuda Triangle. বাবা মা আর মেজ পিসি। ঠাকুর দালানে হৈ চৈ সপ্তমী সকালে ভূজ্জির থালায় মান কচু পড়েনি ''দেবীর দোলায় আগমন!'' কুলোপুরোহিত ঠাকুর দালান কে যুদ্ধক্ষেত্র তৈরী করছে, কোনো মতেই কুলের অকল্যান করতে পারে না "প্রান প্রতিষ্ঠার আগে মান কচু চাই ই.." ছোড়দা বলেছিলো চক্ষুদানের আগে আলু কি কচু বলে চালানো যায়। আমার ছুটকি দিলো- how about 2 Cadburys? সেজ পিসি আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলো ভাই বোনের উক্তি শুনে অকল্যানের ভয় প্রনামের সময় মাথাটী মাটিতে একটু বেশী ঠুকেছিলো এবং মাকে দু ঘন্টা উপদেশ দিয়েছিলো - মেয়েকে ফিড়িন্সি কলেজ ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ী বিয়ে দেবার জন্য। শেষমেষ বেশি এক থালা চিনি দেওয়াতে ব্যাপারটা সমাধান হয়ে গেল। কারণ তখন র্যাশন ছাড়া খোলা বাজারে চিনি পাওয়া য়ায় না। কুলোপুরোহিত মনে হয় বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন। কারণ কি? বেশী বাড়াবাড়ী করলে হয়তো মোড়ের পানের দোকান থেকে উড়ে ঠাকুরকে ধার

মজার কথা কি অনেকবছর বাদে আমার চিন্তা ধারা মেজপিসীর চিন্তা ধারার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেশে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি হারিয়ে যাচ্ছি। পুরান অনেক হাসির দিন গুলো আর পাবো না, কিন্তু জীবনের মন্চে যে নাটক তাতে আমিই তো মেজপিসি। যে আমির মা দূর্গার ইচ্ছা নিয়ে বিদ্লুপ করতে এতটুকুন ভয় লাগেনি, সেই আমিই অকল্যান ভয়ে Nervous হয়েছি, নৃতন পুরোহিতের ইচ্ছা ভনে "পূজোটাকে Short Cut করুন নাটকের ডায়লগ কমানো মতন''! মনে হলো জীবনটা একটা সারাদিনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। ভোরেরবেলা উচ্ছাস অকারনে আনন্দ হাসি উৎসাহের সীমা নাই। দুপুরবেলা কাজকর্ম দায়িত্ব কত্তব্য আর সন্ধেবেলা সারাদিনের স্মৃতি রোমন্থন। যতই দূরে যাই আমরা যতই ভুলে যাই প্রকৃতির টানে আবার আমরা ঘুরে ফিরে সেই এক ধারায় এসে হাজির হবো নাড়ীর টানে পাকে পাকে জড়িয়ে আছি, ঠিক য়েন ছোট বেলার ভূগোলের প্রশ্ন-'নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ আর কোথায় যাইতেছো'? মহাদেবের জটা হইতে আবার উৎপত্তি স্থানে ফিরিয়া যাইতেছি। আমরা সবাই এক চক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সারাবছর মেয়েদের সিন্দুর নামে য়ে একটা জিনিষ আছে সবাই ভূলে বসে থাকি, কিন্তু দশমীর দিন সবাই বোমকাই ঢাকাই ইত্যাদি ভূলে খুজে পেতে সেই ছোট্ট সিন্দুরের কোটো মায়ের পায়ে ছুইয়ে বলি 'মাগো সিঁথির সিন্দুর অক্ষয় রেখো'' স্বামীর কল্যানে ভূলে যাই তখন ম্যাডোনা বা জেনিফার লোপেজ- মিশে যাই তখন 'সাবিত্রী সত্যবান'-এর সাবিত্রীর হৃদয়ে।

আনন্দে উৎসাহে ভাসতে ভাসতে office পৌছালাম। যেখানেই থাকি, যে দেশেই থাকি প্রকৃতির মেলায় এবারে আগমনীর আবাহন আকাশে বাতাসে ভাসবে- 'মা' আসছে। আবার আমরা সবাই এক সঙ্গে একই সুরে গলা মিলিয়ে উচ্চারন করবো- রূপম দেহী, যশং দেহী **দিযো ওই** সভামেব।



বাসাংসি জীর্ণাণি

রেখা মিত্র আটলান্টা

www.pujari.org

কুর্মপিতামহ ভীম বাবার কাছ থেকে ইচ্ছামৃত্যু বর পেয়েছিলেন। নিজের প্রতিজ্ঞা রাখতে আজীবন ছিলেন অবিবাহিত। পরপর ভাই, ভাইপো ও নাতিদের সঙ্গে থেকে তাদের পরামর্শদাতা হয়ে রাজ্য চালিয়ে গেছেন। শেষের দিকে কুরুবংশের এক পক্ষের নাতি দুর্য্যোধন তাঁর পরামর্শ উপেক্ষা অপর পক্ষের নাতি পান্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করল। যদিও তিনি দুর্য্যোধনের পক্ষে সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ সূরু করেছিলেন এবং শত শত যোদ্ধা তাঁর হাতে নিহত হয়েছিল, তবুও সে সময় অকথ্য ভাষায় দুর্য্যোধন তাঁকে অভিযোগ করেছিল তিনি পান্তবদের সহায় বলে। দশদিন ক্রমাগত যুদ্ধ করে সারাদেহ শরে বিদ্ধ হয়ে তাঁকে করা ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু উত্তরায়নের বিশেষ শুভ মুহুর্তে দেহত্যাগ করে স্বধামে ফিরে যাবেন বলে তখনই দেহতায়ে করেননি। শরবিদ্ধ অবস্থায় শরশয্যায় শুয়ে পরমপরুষের ধ্যানে ছাপ্লায় দিন কাটিয়ে পরমধামে যাত্রা করেছিলেন। মৃত্যু তাঁর ইচ্ছামত এসেছিল।

মহাভারতের এই কাহিনী পড়তে পড়তে ভাবি এতখানি শারীরিক আর মানসিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে গিয়ে তাঁর কি কখনো আগেই দেহত্যাগের ইচ্ছা হয়নি? কিন্তু না, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব একে একে পরলোকে যাচ্ছে তিনি দেখছেন, শুনছেন আর সাক্ষী হয়ে থাকছেন। মহাপুরুষ তিনি, তাঁর ভাবনা চিন্তা কি আর আমার মত হবে?

আমরা হলাম সাধারণ মানুষ, কত অল্পতেই ভাবি মরে গেলে সব জ্বালা জুড়োবে। আমার বন্ধু উষা দেখা হলেই শ্বাশুড়ি ননদের ব্যাবহারে কষ্ট পেয়ে বলে, কবে যে মরব?

মামীশ্রাশুড়ীকে ফোন করলেই বলবেন, তোমার মামা আমায় রেখে চলে গেলেন। কতদিন হয়ে গেল, আমায় কি যমেরও মনে পরে না? আর কতদিন এভাবে থাকতে হবে বলতো? তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে ওরকম ভেবে লাভ নেই, যখন সময় হবে তখনই যেতে হবে।

অপ্প কদিন আগে আমার তিরানব্রই বছর বয়সের বন্ধু অকটেভিয়া চলে গেল। ছেলে মেয়ে নেই, স্বামী অনেকদিন আগে গত হয়েছেন, বুড়োবুড়িদের বাসাতে যাবেন না। মাঝেমাঝেই বলতেন, 'আমি তৈরি, গুড লর্ড কবে তার পাঠাবেন সেই আপেক্ষায় আছি।' খুবই দূর্বল হয়ে পড়েছিলেন, তথু একটি কাজের মেয়ের ভরসায় থাকতেন। হাতের কাছে বোতাম রেখে একলাই রাত কাটাতেন। অসুবিধা হলে ঐ বোতাম টিপে কাজের মেয়েটির বাড়ীতে হাসপাতালে খবর দেওয়া যেত। শেষের দিকে শরীর আরো ভেঙ্গে পড়ায় দূর থেকে ডাইবি এসেছিল দেখা করতে. অবস্থা বুঝে থেকে গিয়েছিল। রাত্তিরে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসে। একদিন ভোর চারটের কাছাকাছি গিয়ে দেখল ঘুমোচ্ছে, ছটার সময় গিয়ে দেখে দেহ আছে প্রান নেই। নিজের বাড়ী আর ছডতে হয়নি অকটেভিয়াকে।

আর এক বন্ধু বসবিও একলা। নিজের বিরাট বাড়ী ছেড়ে একটা ছোট বাড়ীতে ওঠে গেল। শরীরটা ভালো নেই বলে এক বন্ধুকে খবর দিল একদিন। সেই বন্ধু আর এক বন্ধুর সঙ্গে দুপুরে খাবার নিয়ে দেখা করতে গেল। একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে গল্প করতে বসল সবাই। একটু পরে ঘুম পাচ্ছে বলে ব্যাথি উঠে গেল। যাবার সময় ওদের সঙ্গে বিকেলে চা খাবে বলে বসতে বলে গেল। বন্ধুরা বিকেলে চা করে আর কত ঘুমোবে বলে ডাকতে গেছে, গিয়ে দেখে প্রানহীন দেহটা পড়ে আছে।

মায়ের শরীর খারাপের খবরে দেশে গেছি, কদিন বাদে আমাদের ছেলে আর বৌমা পৌছোল। মা নাতি নাতবৌকে প্রথম দেখলেন, দেখে খুব খুশী। বিছানায় পড়ে আছেন, হাঁটতে পারছেন না, ক্ষিদেও নেই। আমি তারই মধ্যে রান্নাবান্না করে সবাইকে খাওয়ানোর ব্যাবস্থা করছি। মা খেতে পারছেন না, শুয়ে শুয়ে কি কি রান্না করব বলে দিচ্ছেন, লোক দিয়ে নানারকম মাছ, শাক সবজি আনাচ্ছেন আমাদের জন্যে। এ অবস্থায় কদিন হৈহৈ করে কেটে গেল। ফেরার সময় মাকে বোঝানো হল যে ঐ অবস্থায় লোক নিয়ে একলা বাড়ীতে না থেকে মেয়ের বাড়ীতে গিয়ে থাকতে. তাহলে শরীরও ভালো হবে। রাজী হলেন, বললেন যে ওদের বাড়ীতে ফোন নেই, আমারা ফিরে গিয়ে এবাড়ীতে ফোন পৌছানোর সংবাদ দিলে তারপরে যাবেন। নাতি আমাদের আগে ইউরোপ হয়ে পৌছে ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলল। আমরা ব্যাংকক হয়ে লস এনজেলেসে থেমেছিলাম, সেখানেই খবর পেলাম মা চলে গেছেন। নিজের বিছানায় নিজের ঘরে শুয়ে শেষনিশাস ছেডেছেন।

যাদের কথা বললাম তাঁরা মনে মনে যাবার জন্য তৈরি হয়ে ছিলেন, নিজেদের ঘর বাড়ী বিছানার মায়া ছাড়তে চাননি, ঠাকুরও তাদের সে ইচ্ছা পুরন করেছেন। আবার কত লোক সংসারের বিপাকে পড়ে আত্মহনন করে। চাকরি চলে গেছে, বাড়িতে খবর না দিয়ে মৃত্যুবরন করেছে। হ্যারি আসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেছে খবর পেলাম। দেখতে যাব ভাবছি, খবর এল হ্যারি নেই। গুনলাম যে হ্যারির নাকি তখন ক্যানসারের শেষ অবস্থা, ডাক্তারের আর করার কিছুই ছিলনা। স্ত্রীকে ভালো করে সান্ত্রনা দিয়ে পরের দিন হাসপাতালে আসার আগে আলমারিতে একটা প্যাকেটে কিছু

কাগজপত্র আছে, সেটা নিয়ে আসতে বলেছিল। পরের দিন স্ত্রী সেই প্যাকেট এনে ওকে দিয়ে খাইয়ে দাইয়ে রান্তিরে বাড়ী ফিরল। মাঝরান্তিরে ফোনে খবর পেল যে তার স্বামী রিভলবার দিয়ে দেহত্যাগ ত্বান্থিত করেছে। স্ত্রী জানতো না যে ঐ প্যাকেটটার মধ্যে মারনাস্ত্র ছিল। শৃশুরবাড়ীর যন্ত্রনায় কত বৌ আত্মহত্ম্যা করে। কত মা বুড়ো বয়সে অনেক কিছু ভুলে যায়, কাজ ঠিকমত করতে পারেনা বলে ছেলে বৌ মেয়ের কাছে বকুনি খায়, 'এই তোমায় কথাটা বললুম আর মনে করতে পারছ না' অথবা পইপই করে বলেছি না তোমায় কিছুই করতে হবে না, ঠিকমত

পারো না, ভুলে যাও, তাও করতে গেলে? তোমাকে কি এবার বেঁধে রাখতে হবে নাকি ?

ঐ মায়েরা চিন্তা করেন, এতদিন এত কাজ করেছেন, সংসার দেখেছেন, আর এখন যাই করতে যান ঠিকমত পারেন না, ওদের পছন্দ হয় না, বকুনি খান, এ আর কতদিন সহ্য হয়? মনে হয় তাঁদের যে, বসে বসে এদের অম ধৃংস করছি, তার ওপর রোগ ভোগ ডাক্তার বদ্যির আর ওষুধপত্তের খরচ। ওদের নিজেদের কাজের ওপর বাড়তি আমার সেবা করতে হচ্ছে। এর চেয়ে আমার চলে যাওয়াই ভালো। এতে নিজের মুক্তির সঙ্গে আর সবার মুক্তি হবে ভেবে আত্মহননের পথ বেছে নিলেন। আত্মীয় স্বজন যারা, তারা বাইরে হাহুতাস করলেও মনে মনে মুক্তির আনন্দ ঠিকই উপলব্ধি

আমি ভাবি যে ঐ সব বিবেচনা করে যে আত্মহনন তা কি ভুল? তা কি অন্যায়? সমাজের চোখে কি দোষনীয়? তিনি তো মরনকে 'তুহুঁ মম শ্যাম সমান' বলে মুক্তি চেয়েছেন। কত রোগী রোগযন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে ডাক্তারের সাহায্য চেয়েছেন মৃত্যুকে ত্রান্থিত করতে। ইউরোপের কোন কোন দেশে তা নাকি সরকারের অনুমোদিত। আমেরিকায় তা সম্ভব নয়। ডাঃ কসভোরবিয়ান কয়েকজন মৃত্যুপথযাত্রীকে সাহায্য করায় তাঁকে জেলে যেতে হয়েছে। যদিও তিনি আরো অনেকের মত এটিকে অপরাধ বলে মনে করেন না কিন্তু সরকারের আইন তা মানেনা।

কত দেশের মানুষ দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে প্রান দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। তার মধ্যে আছে গৃহযুদ্ধ বা বাইরে থেকে আক্রমনকারী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ। ঐ মৃত্যু কি কোন পক্ষকে পরমধাম পাইয়ে দেবে? মুসলমানদের দেখছি নিজের ইচছায় বা দলপতির ইচ্ছায় নিজের শরীরে বোমা বেঁধে নিজের সঙ্গে অন্যদের মরণ ডেকে আনতে। নাইন ইলেভেনে কয়েকটি লোক কি ভাবে নিজেদের সঙ্গে অন্যদের মৃত্যু ও কি প্রচন্ড ধৃংসলীলার স্বাক্ষর রেখে গেল। ইসলাম মতে এ নাকি ধর্মরক্ষা, ধর্মের কোন অঙ্গ বিপন্ধ হয়েছিল, যা রক্ষা করতে এই পন্থা অবলম্বন কর্ত্তব্য তা আমি বুঝিনি, তবে এই জন্য যারা মৃত্যু বরন করে তারা নাকি স্বর্গে অনন্ত সুখ ভোগ করে, স্বর্গে নাকি অসংখ্য পরী তাদের সেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। কোরাণ পড়িনি, পড়ার বিদ্যে নেই, তবে কোরাণের ব্যাখ্যা যদি এই রকমের হয় তাহলে সন্দেহ হয় মহস্মদের প্রকৃত বাণী এই ধরনের ছিল কিনা। সাধারন বুদ্ধিতে প্রশ্ন জাগে ঐ ধরনের মৃত্যু কি প্রকৃতই পারে অমৃতত্ত্বে পৌছে দিতে?

মনে হয় সব ধর্মই মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হতে শিক্ষা দিয়েছে। নিজেদের মনের দোষ, হিংসা কলুষ ও যত রকমের কুৎসিত ইচ্ছা আছে ধর্ম নির্বিশেষে সেগুলি নির্মম হাতে হত্যা করে অমৃতের সন্ধানের ব্রতী হবার উপদেশই দিয়েছে।

অনেকদিন আগেকার কথা। আমাদের এক বন্ধু মার্গারেট অসুস্থতার খবর পেলাম। প্যানত্রিয়াসে ক্যাম্পার ধরা পড়েছে। ঐ রোগের চিকিৎসা করার কিছু ছিল না। মার্গারেট ডাক্তারকে শুধু ব্যাথা সহ্য করার জন্য ওষুধ দিতে বলল। সকলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে শুধু স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীতে শেষদিনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। রোগ ধরা পড়ার পরে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। দশ দিনের মধ্যেই চলে গেল।

কিছুদিন আগে হাওয়চীয়ের শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্বামীজি শয্যাশায়ী হলেন। চিকিৎসা করার কিছু নেই জানতে পেরে হোম আর পূজোর মধ্যে শুধু একটু ফলের রস খেয়ে অন্তিম সময়ের প্রতীক্ষায় রইলেন। বেশিদিন লাগলনা তাঁর সাধনধামে পৌছতে।

এ ছাড়া এ যুগেও আছে ভীমের মত স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ। তার একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত পড়লাম 'তপোভূমি নর্মদা' বইখানির ৬ঠ খন্ডে লেখক শৈলেন্দ্রণারায়ণ ঘোষাল শান্ত্রীর স্বচক্ষে দর্শনের বর্ণণায়। লেখক নর্মদার দুই তট পরিক্রমা (১৯৫০-৫৪) করেছেন চার বছর ধরে নিঃসম্বল অবস্থায় পুরু আর ইষ্টের ভরসায়। সেই দীর্ঘ তীর্থ যাত্রায় অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর। একবার এক নাঙ্গা সন্ম্যাসীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। তাঁর আহার নিদ্রার প্রয়োজন হয়না, শীত গ্রীম্মে তিনি নির্বিকার, নর্মদার জলে খুব সকালে চান করেন। তাঁর আলৌকিক ক্ষমতার অনেক পরিচয় পেয়েছেন লেখক তাঁর সঙ্গে কিছুদিনের জন্যে সাথী হয়ে। শেষ ঘটনার আগে লেখক, তাঁর অন্য কয়েকজন সঙ্গী ও নর্মদাতটের এক মন্দিরের (ঐ মন্দিরের শিবের নাম পূনপানি) পুরোহিত সকলে একসঙ্গে দুপুরে প্রসাদ পাবার পর নাগাবাবার নির্দেশে ঐ শিবমন্দিরের পাশের সপ্তর্ষিমন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আগের দিন নাঙ্গাবাবা তাঁদের একটা মজার দৃশ্য দেখাবেন বলেছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে সকলে গিয়ে দেখলেন নর্মদার দিকে তাকিয়ে নাঙ্গাবাবার মুখে ধীরে ধীরে উচ্চারিত হচ্ছে একটি বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোক-

> ন তদস্তি ন যত্রাহং তৎ সেহাস্তি ন যন্ময়ি বিঘন্যৎ অতিবান্দামি সর্বং সংবিনয়ং ততমূ।

58

যার বাংলা করলে দাঁডায়-

যেথা আমি নাই - হেন কিছু নাই. হেন কিছু নাই - আমাতে যা নাই, অন্য কিছু কিইবা আছে কামনার? ঘোর জঙ্গলে ব্যাপ্ত অখিল সংসার।

লেখকের নিজের কথায় - ঐ মন্ত্র শুনে আমরা সকলে মন্ডলাকারে একটু দূরতু রেখে ওঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওঁর শরীরটা বার দুই থরথর করে কেঁপে উঠল। মিনিট খানেক স্থির থেকে বলতে লাগলেন - নম নারায়ণ নম নারায়ণ। ভগবান পুনপানীশুর আপনাদের মঙ্গল করুন। আমার পুরুদেব দিগম্বর বরনাত্রীজির হুকুম এসেছে আজ ২০শে মাঘ বৃহস্পতিবার উত্তরায়ণের শুক্লা একাদশীর মধ্যাহ্নক্ষণে এই সুলদেহটা নর্মদাতটে ভগবান পূনপানিশুরের ক্ষেত্রে ফেলে দিয়ে আনন্দপারাবারে নিমগ্ন হতে হবে। ভীষ্ম থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত যোগীসমাজ যে ভাবে মৃত্যুকে পরম বন্দিত বলে মনে করেন, আমি পুরুকুনায় সেইভাবেই দেহত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। দিগম্বর করনাত্রীজির সন্তান আমি, তাঁর কুপায় আমি ব্রক্ষরন্দ্র ভেদ করে চলে যাচ্ছি অমৃতলোকে।

এই বলে বন্ধ পদ্মাসনে ঋজু আয়তদেহ উন্নত মেরুদন্ডে উপবিষ্ট সিদ্ধ তাপস ধ্যানম্থ হলেন, মিনিট তিনেক পরে তাঁর ব্রহ্মরন্দ্র দিয়ে আমরা সবাই দেখলাম স্পষ্টতঃ একটি শিখা উর্ধাকাশে গিয়ে মিলিয়ে গেল। আমরা কাঁদতে কাঁদতে মহাপুরুষকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালাম।

আমরা সাধারন মানুষ মৃত্যুকে ভয় পাই। গীতির কথা, জন্মের আগে কি ছিলাম তা জানিনা, পরে কি হবে তাও জানিনা, মাঝের কটা দিনই জানি। এই দুই না জানার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই। সংসারের কাজের ফাঁকে ইষ্টচিন্তায় কাল কাটিয়ে জীর্ণ বন্ত্র ত্যাগের মত যেন এই দেহ ত্যাগ করতে পারি, মহাপুরুষদের এই বাণী সারন স্মরন করলে নিশ্চয়ই আমরা হাসিমুখে নির্ভয়ে পরপারে যাত্রা করতে পারব।



www.pujari.org

রোগ ভীতি

সজল চট্টোপাধ্যায়, আটলান্টা

বিদ্যুটে সব রোগের নামে ধরছে মাথা ভারী। ভাইরাস আর ভ্যাকসিনেতে চলছে মারামারি। পাগল গরুর গুঁতো খেয়েও প্রাণটা যেতো বেঁচে। ম্যাড কাউ হাজির হওয়ায় হিসেব গেল কেঁচে। নীল নদীর পশ্চিমেতে মশা কখন এল? ওয়েষ্ট নাইল নামটা কেবল চিস্তাটা বাড়াল। অ্যান্থাক্স, সারস, মনকি পক্স আর ইবোলা। 'অন্যায়, অন্যায় অন্যায়।' -এর চেয়ে অনেক ভাল গলা ব্যথা, গা গোলা। ছেলেবেলার চেনা অসুখ- সর্দ্দিকাশি, পেটখারাপ উপকারি ছিল কতো- স্কুলে যাওয়া হত মাপ। পুজোর দিনে দুর্গাঠাকুর, এই করি মিনতি-রোগের নামেই আধমরা হই - করো কিছু গতি, নিরোগ যদি করতে নারো - এই করি প্রার্থনা, জটিল, কুটিল রোগের ভীড়ে বাড়িওনা যন্ত্রনা।

নীল আকাশের বুক চিরে বেড়িয়ে এলো বিদ্যৎশিখা -

পরিবর্তন

সূতপা দাস, আটলান্টা

আলো তার খুব বেশী, তীক্ষতাও -ছোট্ট কোমল ফুলে তার চাপ পড়ল ভশ্ম হোলো সে.

জানলায় দাড়ানো বালক ক্রদ্ধ একি অবিচার -

> চীৎকার করে সে. 'প্রতিকার চাই।'

ক্রমে ক্রোধ হয় শান্ত

আবিষ্কারের ছোঁয়ায়

বিদ্যৎ লাগে কাজে জীবনের মাথায়

চুটকি

এক জমিদার মোল্লা নাসিরুদ্দীনের খোঁজে তার বাড়িতে এসে দেখলেন যে দরজায় তালা ঝুলছে, মোল্লা নাসিরুদ্দীন বাড়িতে নেই। জমিদারের তাতে মনে হলো যে তাঁর প্রতি নাসিরুদ্দীনের কোন শ্রদ্ধা নেই। তিনি তখন দরজার ওপর বাঁকাচোরাভাবে 'গাধা' লিখে বাড়ি ফিরে গেলেন।

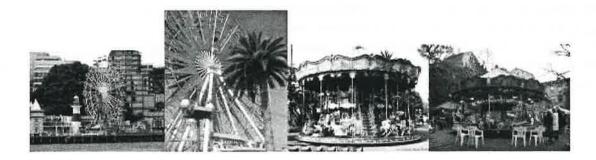
পরেরদিন, বাজারের ভিড়ের মধ্যে ঐ জমিদারের সঙ্গে নাসিরুদ্দীনের দেখা হয়ে গেল। নাসিরুদ্দীন তখন বলল: 'ওঃ হুজুর, খুবই দুঃখিত যে কাল আপনি আমার খোঁজে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমি বাড়িতে ছিলাম না।' জমিদার আশ্চর্য হয়ে কর্কশন্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী করে জানলে যে আমি তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম?' নাসিরুদ্দীন হো হো করে হেসে জমিদারের মোটা পেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললঃ 'কেন জানব না? আপনি যে আপনার নিজের নামই আমার দরজার ওপর লিখে রেখে এসেছিলেন?'

60





ছোটদের খেলাঘর





The Thief

(A story from Molla Nasiruddin)

Once upon a time long long ago lived a powerful King in a far away land. He had a very clever minister whose name was Nasiruddin. One day the King lost a very precious diamond ring. He asked his minister to immediately find the thief.

Nasiruddin gathered all the servants of the palace in the palace hall. Then he took the empty ring box and put it to his ear and seemed to be listening to something. Everybody watched intently as he sat quietly holding the box to his ear. But as time passed by the King got very impatient.

"What are you doing? he asked Nassiruddin, "I am losing my patience watching you sit like that for ages. Please do something instead of just sitting".

Nasiruddin answered, "O King, I am listening to this box."

"You mean to say that the box is talking to you?!" said the King most disbelievingly. "So what is the box saying to you my dear Man?"

"The box is saying," said Nasiruddin "that the person who has a dry leaf stuck to his hair is the one who stole the ring."

Immediately one servant standing amongst the gathered people put his hand to his head. And nobody had a doubt as to who the thief was.

The King was indeed very pleased with his clever minister and handsomely rewarded him.



MOM

Suporna Chaudhuri (Age: 8)

Who do you think is best in your parents? Mom or Dad?

I think it's mom, because she makes you happy when you are sad and helps you start being good, when you are bad. She is the one I love most of all whether she is short or tall skinny or fat. I love her the most I can assure you that. A mother herself is an angel from above and NOBODY can measure the size of her love. She takes us on the path of righteousness and if someone asks you "Who do you think is the best?" There should be just one answer for your guess "My mother." You must quickly realize that there is no other then your very own mother. If you say something bad about her you will feel your heart exploding like a bomb but just remember........

Anywhere is home if you are with your mom .

The Geese and The Tortoise

A Tale from Panchatantra

Once upon a time there lived a pair of geese and a tortoise all three of whom were great friends. One day they faced a huge drought and the lake in which they lived was drying up. They decided to leave the lake and look for a new lake. But the tortoise could not fly. So the geese thought of a plan, where by the tortoise would have to hold a piece of stick by its mouth, which would be carried by the two geese. The only condition was that the tortoise should not speak or it will fall from the stick to death. The tortoise agreed to be silent.

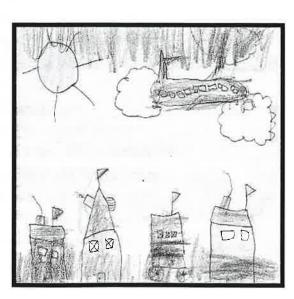
As they flew past villages, town and cities, on seeing this strange arrangement, people on the way started laughing at the tortoise. Unable to control his anxiety, he spoke out "What are they laughing about?" and so fell to his death. If he had kept quiet he could have saved his own life.



Sampriti De



Sudeshna Datta, Age 9



Chirasree Mandal, Age 3

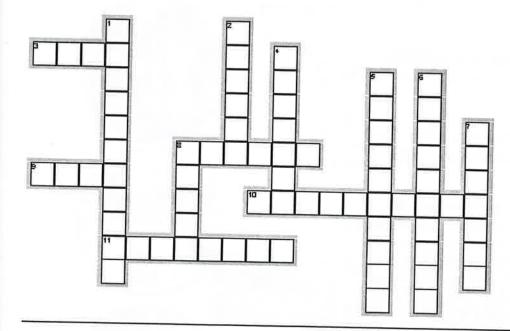
www.pujari.org

ACROSS

- 3. This puja celebration is observed with fireworks
- 8. Season of pula
- This is the drum that is played during Puja
- 10. Sisters wish their brothers long life and prosperity on this occasion
- 11. Observed about one week before Durga Puja

DOWN

- Many fly kites on this Puja day
- Exchange of greetings after Puja celebration
- 4. Ma Durga comes to visit us from this place
- 5. Name of the demon in the guise of a buffalo
- Short prayer followed by offering of flowers
- Husband of godess of wealth
- 8. Husband of Durga



Unscramble each of the clue words. Take the letters that appear in boxes and unscramble them for the final message.

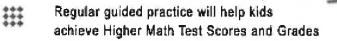
Crossword Puzzle

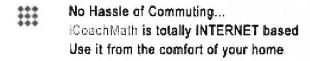
AUM	
TAKKIR	
HENSAG	
ABALOUK	
MILKAS	
TAASIWARS	
HEADVAM	

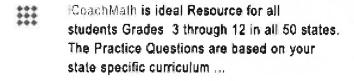


Achieve Higher Math Test Scores and Grades

Promotion Code: 'PUJARI' while registering







iCoachMath gives you 24/7 SAT quantitative prep right on your home PC

> Sign up now for Free Trial! iCoachMath.com





iCoachMath.com

Leading to Excellance in Math

www.icoachmath.com



will donate 1st month and 12th month subscription to 'PUJARI' to make contribution in their causes

iCoachMath









A sparkling oasis With a cool, misty breeze. A magical atmosphere Like a world of fairies

Niagara Falls

By Sampriti De

A basin of blue With an emerald tint Windy, yet refreshing And a crystallized glint

A brumous mirage. As soft as a feather. Lush surroundings With a touch of heather

Soothing, rushing water Tumbling from the falls, A remarkable sight, An inspiration to all



Palajusina Again With Dingo

Moyna Ghosh (Age 8)

Palajusina was just about to leave for space again for Dingo's birthday. Dingo was turning 105 years old this time. Dingo's birthday was in the moon at Minimum Snoozes.

I was really late. When I reached the place Cindy, Dingo's sister, gave me a real honey butter nectar. Dingo and me played outside the Minimum Snoozes but soon we got lost in the middle of nowhere. We didn't know where we were and Dingo started to cry. This was the first time that Dingo had got lost. He also missed cutting the cake. I told him not to cry but he got worse. Suddenly a three-eyed monster appeared. Dingo never saw one of those before but his mother had told him not to panic about it or else it will catch you. So we stood still and we found out that he was a really nice monster. He even brought us back to Minimum Snoozes. But Cindy had already sent everyone home because Dingo was lost. She sent me home too. I said, "I will meetyou next time." Thankfully Dingo was not in trouble. I flew back home.



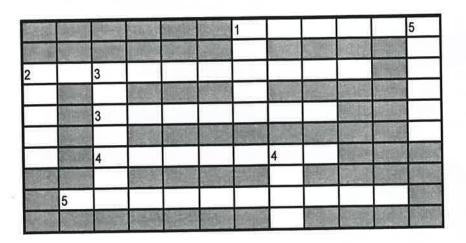
Annother Crossword Puzzle

Across

- 1 A very big and busy railway station in Bengal
- 2 Popular hill town resort of Bengal
- 3 Major Metropolitan city of Bengal
- 4 Name of a large river in Bengal
- 5 Favourite sweet of Bengalis

Down

- 1 Favourite fish of Bengalis
- 2 Popular sea beach in Bengal
- 3 Hand drawn vehicle popular in the capital city of Bengal
- 4 Maa Durga's "Bahon" (pet)
- 5 A major port of Bengal





www.pujari.org

Indian-Americans: Our Dual Culture Brings Our Community's Success

Kunal Mitra, Atlanta

"As human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world . . . as in being able to remake ourselves." – Mahatma Gandhi

Gandhi's words echo true for people of Indian descent today, as they have for so many Indians in the past. If you take a look at the difference between Indian-Americans several decades ago and our growing community today, you would be able to see that we've done very well only because we could embrace the challenge that Gandhi brought to our attention with his insightful words. Indian-Americans, including Bengalis, have been able to adapt to our situations, mixing our rich values and cultural history with aspects of American lifestyles and society, with very positive results. We have not all been successful in making this smooth transition: some of us have forgotten our roots completely; others have wrapped ourselves in old traditions and refused to adapt at all. But from what I've seen, the ones of us that have made it the furthest and continue to defy expectations from other ethnic groups are the ones that have stayed in touch with our rich Indian cultural heritage and community while combining them with the most positive and enriching parts of the Western world in which we live.

Take a look at Indian-Americans in the media, for example.

A while ago, you could look through the credits of any movie or television show and never hope to find an Indian name scrolling across the screen. But nowadays, we're all over the place. Manoj Night Shyamalan's movies are eagerly awaited whenever they're on their way to the box office. "Paging Dr. Gupta" is a well-known CNN news segment with all the latest in health news. Indian-Americans have made it into movies like "Matrix: Revolutions" and "Bend It Like Beckham," and even traditional Hindi movies from Bollywood have made it into the top twenty movie list in the U.S.!

I think that the most successful of these cases have been ones in which Indian culture, while not forgotten or diminished, melded with new themes and Western ideas to create something new and interesting to the public.

M. Night's movies have followed the inspiration of Steven Spielberg and Alfred Hitchcock, two famous directors in American filmmaking, the latter a force in American cinema since the 1920's (though, ironically, Hitchcock, originally a British citizen, was born outside the U.S. – just like Shyamalan). But while adapting this style of moviemaking to his ideas and storylines and choosing a career in Hollywood rather than the traditional path of doctor-hood followed by his family, Night continues to live his own life steeped in Indian traditions and meaning and, in fact, made his first lesser known film based on his experiences upon returning to India. Dr. Sanjay Gupta maintains his connection to the Indian-American community – speaking to various Indian-interest groups and college organizations – while successfully presenting his medical news in mainstream media. He is unique in that he managed to carve out a new role for doctors in the news, creating a very well-known part of CNN's programming and providing an inspiration to other Indian-Americans with similar interests. Indian-Americans in movies also have begun to present our traditions to Western society, showing that we can work and play with the best of them while maintaining our own strong cultural identities.

Speaking of play, sports also demonstrate new ways in which the traditional Indian dedication to athletics - at least the dedication I have seen in Bengalis, and definitely my own family - that has traditionally been applied to soccer, cricket, and field hockey. Men and women of South Asian descent are succeeding in different sports, from national championships to the Olympics. Vijay Singh - of Indian descent through Trinidad and Tobago - has distinguished himself in golf, becoming a name among the greats in various competitions, while attempting to stay connected to India through helping out golf clubs and players from the country. Mohini Bhardwaj, Indian-American through her father's side, was seen making the second-highest scores on the vault and the bars in Olympic gymnastics as their team captain. Monal Choksi dominated NCAA track competitions around the turn of the century. Each of these individuals applied their traditional approach to sports to a new activity, thereby becoming one of the most successful athletes in their fields.

You can find another example of our community's success in politics. Although for several years, involvement in politics seems to have been dormant or non-existent in our community, Dalip Singh Saund proved our ability to get involved directly in the process by becoming the first ever Indian-American to become a U.S. Congressman in the House of Representatives in 1957. Since then, despite a period of lesser involvement, Indian-Americans have realized the importance of political action, adapting our traditional culture and the sense of enterprise which brought first-generation immigrants to the US to the new mechanisms of American politics. Individuals such as Satveer Chaudhary, the first Indian-American to be elected to a state senate, and Bobby Jindal, the former gubernatorial candidate turned Congressional candidate for Louisiana - practically having secured the seat even prior to the election this fall – show that we have begun to enter politics through elected positions. There are many groups, such as the Indian American Center for Political Awareness in DC and the Indo American Forum for Political Education in Georgia, that show interest for politics at the grassroots level, and organizations like these have made an impact on Congress, state government, and the community's youth already. The political involvement of these individuals and groups demonstrate a departure from the political apathy of the past - the kind of apathy that left Indian interests unheard in Congress - and we as a community have realized that to strengthen our culture and traditions, we must enter into a new arena of US politics and become active to protect our heritage in new ways.

And of course, countless other success stories exist, in technology, in science, in the arts . . . practically everywhere you look, Indian-Americans are accomplishing amazing things in fields and disciplines we weren't even pursuing a few decades ago.

The most important thing that I have seen in all my experiences with Indian-Americans – whether they've been my age, younger or older, students or professionals, kids or parents - is that the ones who successfully maintain the positive aspects of our traditions and culture while adapting them to work in American society meet with the most success, regardless of what they do. One cannot lock out Western civilization – even in India – and hope to be successful or well-received in society. At the same time, losing one's roots in India leads to a loss of a large part of your identity; if you choose to leave behind your heritage, you may just find yourself missing out on some of the strongest values and most powerful connections to people with similar interests that you will ever find in the world. Maintain your cultural connection as an Indian, but adapt it to your life as an American, and there's no telling how many boundaries you'll break and how much success you will meet with.



অনেক দূরে, অনেক কাছে

www.pujari.org

চার মাস মার্কিন মুলুকে কাটিয়ে পরশু রাত্রে দেশে ফিরেছেন শশধর মুখার্জি। গতকাল ফোনে খবর পাঠিয়েছেন বন্ধুদের। বন্ধুরা অবশ্য আরও আগে থেকেই ক্যালেন্ডারের পাতায় নজর রাখছে, মুখার্জি দম্পতির নিজের কোটায় ফিরে আসার প্রতীক্ষায়।

রবিবার সকালে টিফিন কেরিয়ারে কচুরি আলুরদম নিয়ে আমরা দুজন মুখার্জিদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। ভেবেছিলাম, বুঝি একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখি ওদের ডুয়িং-রুমে অলরেডি কারা বসে আছে। মুখার্জি আলাপ করিয়ে দিলেন - মিস্টার ও মিসেস শেঠি; সফদরজঙ্গে থাকেন। আগে কখনও ওদের দেখিনি। মুখার্জিদের কাছে নামও শুনিনি কোনদিন। সক্কালবেলা অতদূর থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছেন শুনে একটু অবাকই হলাম। টিফিন-কেরিয়ারটা মিসেস মুখার্জির হাতে দিয়ে আমি ও শংকর বসলাম।

শেঠি দম্পতি কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন। মার্কিন মুলুক সম্বন্ধে নানারকম বিরূপ মন্তব্য। আশ্চর্যের বিষয় এই যে মুখার্জি দম্পতিও ওদের প্রতিটি কথায় সায় দিয়ে গেলেন সমানে। আমেরিকায় লোকেরা নাকি প্রতিনিয়ত নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। কি ভাবে আরও বেশী টাকা উপার্জন করবে, জীবনের মান আরও উন্নত হবে সেটাই তাদের কাছে সব। এর বাইরে কোনও কিছু চিন্তা করার সময় নেই কারও।

মিস্টার শেঠি বললেন, 'আর ভারতীয় বাবা-মায়ের একমাত্র স্বপ্ন হল কি করে ছেলেমেয়েদের ওদেশে পাচার করবে। আমরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুডুল মেরেছি। কেন, এদেশে কি ভাল চাকরি বাকরি নেই? মার্কিন মুলুকে গিয়ে আমাদের দেশের ছেলে মেয়েগুলোও ওদেরই মত আত্মসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। মা-বাবা কিংবা দেশের কথা ভেবে সময় নষ্ট করতে বয়ে গেছে তাদের। অথচ এসব দেখেও আমাদের শিক্ষা হয় না -

মিসেস মুখার্জি কোনও প্রতিবাদ করলেন না। শুধু ঢোক গিললেন। মুখার্জি বারে বারে মাথা দোলাতে লাগলেন।

মুখার্জিদের ছেলে সমীর ও তার আমেরিকান বউ মেলিসাকে দেখেছি। ওই দূর বিদেশে বসেও ওরা এদের যেন সদাসর্বদা আগলে রেখেছে। নিয়মিত ফোন করে, প্রায় প্রতিদিন 'ই-মেল' পাঠায়। 'ই-মেল' এ ছবি পাঠায়। প্রায়ই পার্সেল করে এটা সেটা পাঠায়। মুখার্জিদের কাছেই শুনেছি ওখানে গেলে কি দারুণ যত্ন করে ওরা।

'গত জনো মেলিসা বোধহয় আমার পেটের মেয়ে ছিল। শুশুর শাশুড়িকে কেউ এত ভালবাসে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।' মিসেস মুখার্জি উঠতে বসতে বলেন একথা।

আরো ঘন্টাখানেক পর শেঠি দম্পতি গাত্রোখান করলেন। মুখার্জিরা ওদের গাড়িতে তুলে দিতে গেলেন। মিসেস মুখার্জি আমাদের দিকে ইশারা করে বলে গেলেন 'রোসো, সব বলবো।' শেঠিদের গাড়িটা হুশ করে বেরিয়ে গেল।

মিসেস মুখার্জি বললেন, 'বাব্বাঃ, সক্কালবেলায় যেন ঝড় বয়ে গেল।'

শুনলাম শেঠিরা নাকি ওদের পরিচিত কেউ নয়। এইবার আমেরিকা যাবার আগে মুখার্জিদের বাড়ি হঠাৎ একদিন এসে হাজির হয়েছিল। মুখার্জিরা টাকোমা শহরে যাবেন লোকমুখে একথা শুনেছে শেঠি। তার দুই ভাগ্নি থাকে টাকোমায়। বছর বারো আগে বড় ভাগ্নি বিয়ে হয়ে স্বামীর সঙ্গে ওদেশে গেছে। বছর সাতেক আগে ছোট ভাগ্নি গেছে। গোড়ার দিকে নিয়মিত চিঠিপত্র টেলিফোনে যোগাযোগ ছিল। বার দুয়েক এসেও ছিল। কিন্তু ইদানীং মাসান্তে টাকা পাঠানো ছাড়া একেবারেই খোজ খবর নেয় না আর। মাঝে মধ্যে দু'এক লাইন চিঠি, ওরা নাকি ভীষণ ব্যস্ত নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসৎ নেই, ব্যস শুধু এই। ফোন করলেও শুধু ওই এক কথা, এক্ষুনি জরুরী কাজে যেতে হচ্ছে ---- পরে কথা হবে। শেঠির দিদি খুব কাদাকাটি করে। জামাইবাবু অথর্ব হয়ে পড়েছে। সম্ভবত মেয়েদের ব্যবহারে আঘাত পেয়েই। এখন আর বোধশক্তিটুকুও নেই। এত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়ে দু'টো মেয়েকে মানুষ করার এই পরিণতি।

শশধর মুখার্জি বললেন, 'শেঠি আমাদের হাতে ভাগ্নিদের জন্যে টুকিটাকি জিনিস পাঠিয়েছিল। অনুরোধ করেছিল আমরা যেন ওদের সঙ্গে দেখা করি। স্বচক্ষে একবার দেখে এসে ওদের জানাই কি সেই ব্যস্ততা যার জন্যে গর্ভধারিণী মা ও জন্মদাতা বাপকে মনে করার সময়টুকুও তাদের

'তা দেখা করেছিলেন?' আমার স্বামী শংকর প্রশ্ন করলো।

মুখার্জি নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

বললাম, 'অর্থাৎ ওরা সত্যিই দুর্দাস্তভাবে ব্যস্ত? এবার বোধহয় আপনাদেরও ওদেশে ভাল কাটেনি। আপনাদের কথাবার্তা শুনে তাই মনে হল।'

www.pujari.org

মিসেস মুখার্জি সজল ঢোখে বললেন, 'সক্কালবেলা একগাদা মিথ্যেকথা বলতে হল। খোকা আর বৌমা আমাদের মাথায় করে রেখেছিল। আর আমাদের পাঁচ বছরের দাদুভাই তো আমাদের যেন ঢোখে হারায় ! এই চারটে মাস আমাদের ঘিরেই ওদের যত কিছু। কত বললাম, 'দাদুভাইকে আমাদের কাছে রেখে তোমরা দু'টিতে একটু সিনেমা টিনেমা দেখে এসো। সব সময় তো সে সুযোগ পাও না !' একদিন বেরোলোও সিনেমায় যাবে বলে। ওমা, আধঘণ্টা পরে দেখি ফিরে এসেছে। হাতে এক গোছা ভিডিও টেপ আর বাবামা'র পছদের দু'ক্যান আইসক্রীম। বললো, 'তোমাদের বাড়িতে ফেলে রেখে সিনেমায় যেতে ইচ্ছে হল না। সারাদিন তো অফিসে কাটাই, যেটুকু সময় তোমাদের কাছে থাকতে পারি ! এরপর তো আবার কত দূরে চলে যাবে।' '

অথচ শেঠি দম্পতির সামনে ওভাবে কথা বলছিলেন কেন? প্রশ্নটা আন্দাজ করে শশধর মুখার্জি বললেন, 'সে এক অদ্ভুত কাহিনী। এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল আমাদের। পৃথিবীতে কত রকমের মানুষই যে থাকে !'

টাকোমায় গিয়ে শেঠির ভাগ্নিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন শশধর মুখার্জি। শেঠি টেলিফোন নম্বর দিয়েছিল। বড় ভাগ্নির সঙ্গেই দেখা হল শুধু। ছোট ভাগ্নি এখন আর টাকোমায় থাকে না। জামাইও না। আরেকটা আশ্চর্য যোগাযোগ বেরিয়ে পড়লো। মেলিসা যেখানে আগে কাজ করতো শেঠির বড় ভাগ্নি সুচিত্রা কাউল সেই দপ্তরেই খুব উঁচু পোস্টে কাজ করে। তার স্বামী অশোক কাউলও সেখানেই কাজ করতো এক সময়। মেলিসা বছর তিনেক ছিল ওখানে। বাচ্চাটা হবার পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি ঘর সংসার সামলেছে ক'বছর। সম্প্রতি ছেলে কুলে যেতে শুক করার পর অন্যত্র একটা পার্ট-টাইম কাজ জোগাড় করেছে। মেলিসার মুখেই সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত জেনে এসেছেন মুখার্জিরা।

মেলিসার মতে সুচিত্রার মত মানুষ হয় না :- কর্মকুশল, স্বল্পভাষী, নিরহঙ্কার, উদারচেতা, সহৃদয়। অশোক কাউলও বেশ জনপ্রিয় ছিল। দারুণ রসিক, ফুর্তিবাজ মানুষ। বছর সাতেক আগে দেশ থেকে ছোটবোন রুক্মিনী এলো। দেশে থাকতে বিয়ে করেছিল। বেশীদিন টেকেনি সে বিয়ে। সুচিত্রাই আগ্রহ করে বোনকে আমেরিকায় ডেকে নিলো। পূরোণো ক্ষত ভুলে নতুন জীবন শুরু করতে।

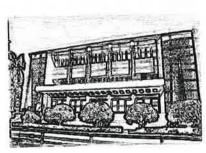
রুক্মিনী বেশেবাসে স্বভাবে একেবারে সুচিত্রার বিপরীত। সুচিত্রা শাস্ত প্রকৃতির; অতি সাধাসিধে পোষাক-আশাক। রুক্মিনীর ঝলমলে ব্যক্তিত্ব চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। রুক্মিনী ও অশোক ছল্লোড় করে বেড়ায়। সুচিত্রা বাৎসল্যভরা চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে। তৃপ্তি পায়। তার স্বামী অশোক যে বড় ভাইয়ের দায়িত্ব নিয়ে রুক্মিনীর তদ্বির করছে এতে মনে মনে কৃতজ্ঞতা বোধ করে।

এরপর অশোক টাকোমার চাকরি ছেড়ে ডেনভারে কাজ নিলো। রুক্মিনী মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যায়। জামাইবাবুর কাছে কয়েকদিন কাটিয়ে তরতাজা হয়ে আসে।

সুচিত্রা যখন পুরো ব্যাপারটা জানতে পারলো তখন আর কিছু করার নেই। অশোক রুক্মিনীকে নিয়ে ডেনভারে নতুন সংসার পেতেছে। বাইরে থেকে সুচিত্রার বিশেষ কোনও পরিবর্তন বুঝতে পারে না কেউ। হয়তো আরও একটু গন্তীর হয়ে গেছে। হয়তো বেশবাসে আরও উদাসীন। ওর নিজের ক্ষতি ছাড়িয়ে ওর মন জুড়ে সর্বগ্রাসী চিস্তা তখন একটাই :- ওর বাবা মা যেন ঘুণাক্ষরেও এ ঘটনার বিন্দুবিসর্গ জানতে না পারে কোন দিন। যে কটা দিন বেঁচে আছে তারা, এই তথ্য তাদের কাছে লুকিয়ে রাখতেই হবে যে কোন উপায়ে। তা না হলে ওর বাবা মা বুক ফেটে মরে যাবে শোকে, লজ্জায়, ঘেন্নায় ----।

তাই এই ব্যস্ততা আর আত্মসর্বস্বতার অভিনয়। বাবা-মাকে নিয়মিত টাকা পাঠানো ছাড়া ন্যুনতম যোগাযোগও রাখতে চায় না সুচিত্রা। বাবা-মার সতর্ক দৃষ্টির সামনে ধরা পড়ে যাবে সে। তার চরম সর্বনাশের কথা পলকে জেনে যাবে তারা।

মুখার্জি দম্পতিও তাই ওদের জানিয়েছে সুচিত্রা ব্যস্ত, ভীষণ ব্যস্ত। বিন্দুমাত্র সময় নেই তার।





রোহণ কুদুস

মামণি.

তোমার সেই দিনটার কথা মনে পড়ে? আমাদের অ্যানুয়াল স্পোর্টস ছিল, আমি মেমরি গেমস্-এ ছিলাম। আমি কোন পজিশান পাইনি বলে তুমি বকেছিলে। কিন্তু কি করব বল? আমার যে কিছুই মনে থাকে না। আমার অঙ্কের সূত্র মনে থাকে না কিংবা ইতিহাসের সাল-তারিখ। কিন্তু ছোটবেলার কত কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে বাবার হাত ধরে প্রত্যেক রবিবার বাজারে যাওয়া। কিংবা সেই বেড়ালটা, যেটা আমার দুধ চুরি করে খেত। লাল মেবেতে তার আঙুলের দুধ সাদা ছাপ অনেকটা বাবার লুকিয়ে চলে যাওয়ার দাগ। বাবা আজ দেওয়ালে আটকানো ছবি। মামণি, তুমি মাঝে মাঝে বাবার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে চোখ মোছো কেন? তোমারও কি আমার মতোই বাবার জন্যে মন খারাপ করে?

আমি যখন একলা বসে ছবি আঁকি, বাবার কথা মনে পড়ে যায়, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। জানালায় বসে বসে বৃষ্টি দেখতে দেখতে ছড়া বলি; তখন বাবার কথা মনে পড়ে যায়। গলা কেঁপে যায়। বাগানে কৃষ্ণচূড়াটার নীচে দাঁড়ালে বাবার গায়ের গন্ধ পাই। যেন আমায় ডেকে বলছে - 'দ্যাখ টুকুন, ঐ যে সবজে রঙের তারাটা, ওটার মতোই তুই সুন্দর।' আমি কতবার ঘাড় উঁচু করে তারাটাকে দেখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু একবারও দেখতে পাইনি। কেন মামণি? নিজেকে কি দেখা যায় না?

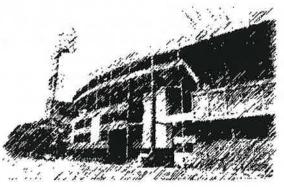
তোমার ওপর না আমার মাঝে মাঝে দারুণ রাগ হয়। যখন আমায় স্কুলে পৌঁছে তুমি অফিস চলে যাও, কই তখন তো বাবার মতো আমার গাল টিপে দাও না। আমার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ফুচকা খেতে ভালো লাগে, বর্ষায় রাস্তায় জমা জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে ভালো লাগে। তুমি কিচ্ছু করতে দাও না। আর প্রত্যেকবার রেজাল্ট বেরোনোর পর বাবার মতো কপালে চুমু দাও না। নাই বা হলাম ফার্ন্ট। সবাই কি আর ফার্ন্ট হতে পারে বল?

আচ্ছা মামণি, মিস বলেছেন দেবতারা অমর। বাবাও তো দেবতাদের মতোই। কেমন কোঁকড়ানো চুল, সুন্দর মুখ। তবে কি পৃথিবীর দেবতারা অমর নয়? কেবল স্বর্গের দেবতারাই অমর? আমি তাদের দেখতে পাই না কেন? তারা কোথায় থাকে? আকাশে? আমি আকাশ হব, মামণি, আমি আকাশ হব।

আমি আবার কবে স্কুলে যাব? ডাক্তারকাকু তো বিছানায় শুয়ে থাকতে বলেছে। আমি শুয়েই আছি। কতদিন মাঠের ঘাসে বসে বিকেলের রোদ্ধুর নিয়ে খেলিনি। কতদিন প্রজাপতির পেছনে ছুটিনি। আমায় কবে আবার মাঠে বেড়াতে নিয়ে যাবে মামণি? আমার যে বড্ডো ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে বৃষ্টিতে ভিজতে, বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

আমার এবার ঘুম পাচ্ছে। আমি ঘুমোই। আচ্ছা মামণি, ঘুমের মধ্যে কি বাবার সঙ্গে দেখা হবে? বলো না মামণি, সত্যি দেখা হবে? সত্যি?

--- তোমার আদরের টুকুন



www.pujari.org

উপনয়ন

মীরা ঘোষাল . অ্যাটলান্টা

সুহাস সকাল সাতটায় ভীষণ ব্যস্ত। তাড়াহুড়োতে দাড়ি কামাতে গিয়ে গাল কেটে ফেলেছে। বেশ কিছুটা কেটেছে . রক্ত থামতেই চাইছিল না। শেষ কালে একটা আতশ্ধ-অভধ লাগিয়ে রক্ত থেমেছে। রোজ সকাল বেলায় সে ভীষণ ব্যস্ত - নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকে না। এই রকম তাড়াহুড়োর সময় মনে মনে সংকল্প করে কাল থেকে একটু আগে উঠবে। কিন্তু একই রকম ভাবে সকাল কাটে।

আজ গাল কেটে গালে তাপ্পি লাগিয়ে মনটা খিঁচড়ে গিয়েছিল। এখনও খেতে হবে। তবু ভালো সকালে সুনীতা তার জন্য পায়েস করে দেয়। পরোটা, লুচি, কর্ণফ্লেক্স খেতে চিবোতে হয় - সময় সাপেক্ষ ।সুনীতা এই বুদ্ধি করেছে। সুহাসও এতে খুশী। সে শান্তিনিকেতন থেকে বর্ধমানে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে। সে ডাক্তার, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত। শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীতে থাকে। সেখানেই জন্ম। স্কুল পাশ করেছে পাঠভবন থেকে। তারপর আর জি করে ডাক্তারী পড়ে বর্ধমানে চাকরী পেয়েছে। অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছিল তার জন্য।

সুহাস গোগ্রাসে পায়েস গিলছে। আজ নেহাত ট্রেন মিস করবে। তা হলেই চিন্তির। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে শুনল সুনীতার গলা, 'অনেকদিন ধূর্জটিদার খবর জানি না. আসেনও নি অনেকদিন।' সুহাস বিষম খেল। সে ভেবেছিল সুনীতা চলে গেছে। বিরাট জার্মান শেপার্ড সুহাসের প্রসাদ পাবার আশায় লোলুপ দৃষ্টিতে পথের পাঁচালীর দূর্গার মত ইন্দির ঠাকরুণের চালভাজা গুঁড়ো খাওয়া দেখার মত দেখছিল। অন্য দিন সে বেচারিও একটু আধটু প্রসাদ পায়। আজ সুহাসের তাড়া থাকায় সে আর কুটুমের (সারমেয়) জন্য কিছু দেয় নি। সে তাতে যথেষ্ট ক্ষম হয়েছিল - এখন মরীয়া হয়ে খেঁকিয়ে উঠল . 'ঘাঁউ ঘাঁউ।'

সুহাস খিঁচিয়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলালো। দিদি আমেরিকা থেকে এসে মাস দেড়েক রয়েছে। রোজ একবার করে সুহাসকে পাশে বসিয়ে খুব নরম করে স্লেহের সঙ্গে ছোট ভাইকে বোঝায় - 'তুই নিজের স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিস যেন ওরা তোর পরম শত্র। সব সময় দাঁতে পিষচিস যেন ওরা তোর পথের কাঁটা।' সুহাস বলল 'দিদি , তুমি কিছু বোঝ না, ওদের মাথায় বুদ্ধি বলে কিছু নেই , আছে শুধু গোবর। তুমি হলে তুমিও ওদের খেঁকাতে।' দিদি বল্লেন 'দেখ, জীবনে নানা ধরণের লোক নিয়ে চলতে হয়। সবাইকার সমান বৃদ্ধি হয় না। তোকে ধৈর্য ধরে সহ্য করতে হবে।' পনেরো বছরের বড় দিদির কথার প্রতিবাদ করতে পারল না। দিদি দেশে এসেছেন দশ বছর পরে। আর দিদিকে সে খুব ভালবাসে। আজকাল দিদির কথা মনে রেখে সুনীতা বা ছেলে ভভকে বকা ঝকা কমিয়েছে। নিজেকে সংযত রেখে বল্ল, 'এখন খুব তাড়াহুড়ো, সন্ধ্যে বেলায় কথা হবে।' সুহাস লাফ দিয়ে স্কুটারে চড়ে পরমূহূর্তে বোলপুরের পথে উধাও। মনে মনে ধর্জটিদার কথাই ভাবতে লাগল। ধর্জটিদা ওদের মাসততো দাদা। ওরা শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি থাকে। মেসোমশাই প্রায়ই তাঁর গোযান পাঠিয়ে দিতেন। সহাসের বাবা ও মা এবং তাদের চার পত্রকন্যা গোরুর গাড়ির আরোহী হয়ে বর্ধমান ও বীরভূমের মধ্যিখানে ধূর্জটিদাদের গাঁয়ের বাড়ি দীননাথপুরে যেতেন। বাবারও পৈতৃক ভিটে বাঁকুড়ার অজ পাড়াগাঁয়ে। ২০/২৫ মাইলের মধ্যে কোন রেল স্টেশন নেই। ধূর্জটিদাদের বাড়ির দশ মাইলের মধ্যে রেল স্টেশন ভেদে। কিন্তু দীননাথপুরে কি অসম্ভব কাদা আর তেমনি ম্যালেরিয়া।

অনেকবার আগেও মাসিমার বাড়ি গেছে। দিদিকে গাঁরের প্রায় সবাই জানতেন ও চিন্তেন। পাশের বর্দ্ধিষ্ণ বাঁড়য্যে পরিবার তো তাঁদের পত্র রাজুর সঙ্গে দিদির বিয়ে ঠিক করে রেখেছেন। দিদির তখন বয়স পাঁচ। ফর্সা টুকটুকে ছেলেটি দিদির মনে একটু রং ধরিয়েছিল। বিশেষ ছেলেটার কাকা জ্যাঠাদের পাকা দোতলা বাড়ি। বাড়িতে চকচকে আসবাব পত্র . তাতে যত না মুগ্ধ ওদের চকচকে নতুন গ্রামাফোন ও মোটরগাড়ি দিদিকে একেবারে পেড়ে ফেলেছিল। তারপর একদিন সকালবেলায় যাকে দিদিকে সবাই বলে দিয়েছিল মেজ খুড় শুশুর তিনি দিদিকে ডেকে নিয়ে গেলেন। দিদি দেখল ওদের বড় পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরা হচ্ছে। রুপোর মত চকচকে মাছগুলো দিদিকে একেবারে মুগ্ধ করে দিল। প্রথম জালে গোটা ১৫/২০ মাছ উঠল। তার মধ্যে কতকগুলো 'চারা' মানে বাচ্চা মাছ , সেগুলোকে আবার পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হল। তারপর দিদিকে অবাক করে দিদির হবু মেজ খুড় শুশুর সবচেয়ে বড় মাছটা দিদিকে দিয়ে বল্লেন, 'এটা নিয়ে যাও, এটা তোমার।' মাছটা প্রায় ১০/১২ সের (তখনও কিলো চালু হয় নি)। দিদি ত যত অবাক তত খুশী। দিদি ৪/৫ বছরের মেয়ে, তার মুখে চোখে আহ্লাদ ফেটে পড়ল। সে দু হাতে মাছটা বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে বাড়ির দিকে রওনা দিল। আনন্দে উত্তেজনায় দিদির মাথা গুলিয়ে গেল। সে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল 'রুই মাছ, কাতলা মাছ, ইলিশ মাছ, মিড়িক মাছ।' অত বড় জ্যান্ত মাছ ৪/৫ বছরের ছোট মেয়ের হাতে কি থাকে? লাফ দিয়ে দিয়ে হাত পিছলে মাটিতে পড়ে। সেখানেও তিড়িং তিড়িং করে সে কি নৃত্যলীলা। চারপাঁচবছরের ছোট মেয়ের সাধ্য কি অত ভারী জ্যান্ত মাছকে বাগিয়ে ধরে। কতবার যে হাতথেকে লাফিয়ে পড়ল। চকচকে রুপোর মত মাছটা ধুলোয় কাদায় একেবারে শোল মাগুরের রং ধরল। শেষ কালে বুকে দুহাত দিয়ে চেপে ধরে মাছটাকে বাগে আনল। ভাগ্যিস পূজার জন্য করা ক্যালিকো মিলের চিতার ছোপ ছোপ প্রিন্টের ফ্রকটা পরে নি। রাতে পরার বেনিয়ান গায়ে ছিল।

www.pujari.org

অবশ্য সেকালের মাদের একালের ছেলেমেয়েরা চেনে না। সে কালের সব মায়েরা রোজ সাবান দিয়ে ছোট ছেলেমেয়ের জামা কাচা পয়সার অপচয় বা বাড়াবাড়ি ভাবতেন। জলকাচা বলে কথাটা এখন বোধহয় কোন ছেলেমেয়ে শোনেনি। দিদি মনে মনে আশঙ্কিত হল কপালে দুঃখ আছে। মাসী মেসোর সামনে হয় তো বাবা ও মা গায়ে হাত তুলবেন না। কিন্তু যখনকার কথা হচ্ছে তখন বাবা মার কর্ত্তব্য ছিল ছেলেমেয়েকে পিটে পাটে শাসনে

দিদি ততক্ষণে প্রায় পৌঁছে গেছে। তার চেঁচামেচি শুনে কিছুটা শঙ্কিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে মাসীমা ও মা দেখতে এলেন কিসের এত চেঁচামেচি। দিদির কিছু হয়েছে? দিদিকে দেখে মা ও মাসী হতবাক। দুহাতে একটা বিরাট মাছ - আর দিদি পাগলের মত চেঁচাচ্ছে। যাই হোক দিদির কিছু হয়নি দেখে তাঁরা নিশ্চিন্ত হলেন; কিন্তু মা দিদির জামার দশা দেখে ধমক দিতে গিয়েও দিদির হাতে অত বড় মাছ দেখে রাগ ভুলে হাস্য বিগলিত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন 'এতবড় মাছ কোথায় পেলি?' মাসীমা দিদির অবস্থা বুঝে বল্লেন, 'দে, মাছটা আমাকে দে।' দিদি আর পারছিল না - মাসীমার হাতে অনিচ্ছায় মাছটা তুলে দিল। দিদির মুখের ভাব মাসীমা ঠিকমত বুঝে মাছটার বিলি ব্যবস্থা করলেন। মা দিদিকে কর্দমাক্ত দেখে বেনিয়ানটি ছাড়িয়ে একেবারে চান করিয়ে আরেকটি বেনিয়ান পরিয়ে বল্লেন 'খেতে দেরী হবে।' চান করার পর মাসীমা একটা বড় টেনিস বলের সাইজের নারকেল নাডু দিলেন; চান করে নাকি মুখে কিছু দিতে হয়। নইলে নাকি পিত্তি পড়ে যায়। নারকেল নাডুর পেছনে একটু ইতিহাস আছে। মেশোমশাই এর চাষ থেকে টিন টিন আথের গুড় আসে। সে চাষের গুড়ের রং সোনার রঙের। সে চাষের গুড়ের স্বাদও স্বর্গীয়। তাতে তিনভাগ গুড় ও একভাগ নারকোল।

মা বল্লেন 'একটু ঘুমিয়ে নে। খেতে দেরী আছে।' সকাল থেকে যে রকম উত্তেজনা চলছে -দিদি বিনা প্রতিবাদে ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ পরে জানেনা, মা দিদিকে ওঠালেন 'ভাত বাড়া হচ্ছে, চল খেতে চল।' দিদি উঠে দেখল রামা ঘরের দাওয়ায় সারি সারি পিঁড়ি পেতে ছেলেমেয়েরা ও চটের কাজ করা আসনে বড়রা বসেছেন। সবার সামনে ধূমায়িত ভাতের থালা, ভাতের ওপর গাওয়া ঘি, পাশে বেগুন ভাজা। বাড়ির গরুর ঘি এবং ওদের চাষের বেগুন। বেগুনগুলো মাখনের মত নরম। তারপর জলকলমী কুচোচিংড়ি দিয়ে। তারপর হঠাৎ সবাইকে অবাক করে বাবা, মেসোমশাই ও দিদির পাতে দুখানি করে গরম মাছ ভাজা পড়ল। সবার চোখ বাবা মেসোমশাই ও দিদির পাতের দিকে। ধূর্জটিদা জিজ্ঞেস করল 'আমরা পাব

মেসোমশাই রূঢ় ভাবে বল্লেন 'মাছ শুধু ব্রাক্ষণরা পাবে।' ধুর্জটিদা নাকি সুরে জিজ্ঞেস করল 'রুচু (দিদি) কেন মাছ পেয়েছে?' মেসোমশাই খুব রেগে বল্লেন 'তোর বুদ্ধি সুদ্ধি বাড়ছে না কমছে? মাছ ত পেয়েছি রুচুর জন্যই। তা হলে ওকে না দিয়ে কি করে সবাই খাবে? বাকি মাছ তোর পৈতের দিন দুপুরে দেওয়া হবে। বাঁডুজ্যে মশাই (হবু মেজো খুড় শুভর) তো রুচুকেই মাছটা দিয়েছেন, তার ওপর আরও একটা মাছ দিয়েছেন পৈতের জন্য। বাড়ির সবার এবং যারা মাংস খায়না তাদের জন্যই এই দুটো মাছ।' ধুর্জটিদা মেসোমশাইয়ের একমাত্র ছেলে, তার ওপর কাল তার পৈতে - সে ফোঁস ফোঁস করে কাশ্না সুরু করল। প্রথমটা কেউ তার দিকে নজর দিচ্ছে না দেখে সে জোলার ছেলের (টুনটুনির বই) মত উঠে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। সবাই মন দিয়ে মাছ খেতে ব্যস্ত, কেউ তার দিকে নজর দিল না। তখন ধুর্জটিদা নেচে নেচে কান্না জুড়ল। এবার মেসোমশাই ভীষণ রেগে বল্লেন, 'আজ বাদে কাল পৈতে আর তুই ছোট ছেলের মত কাঁদছিস? আমি উঠলে কিন্তু ভালো হবে না। এক চড়ে স্বর্গ দেখিয়ে দেব।' বাবা, দিদি সবাই অবাক। মেসোমশাইএর গায়ের রং ঘোর কালো , তার ওপর আকর্ণ বিস্তৃত গোঁফ। বড় বড় দাঁত - ধবধবে সাদা। দিদি ভাবল ঠিক যেন 'ভালুকে খায় শাঁকালু।' কিছুটা মহিষাসুরের মত। মেসোমশাইয়ের ভয় প্রদর্শনে ধুর্জটিদার জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল। কাল তার পৈতা, কত খাওয়া দাওয়া, তার ওপর পৈতা বাড়িতে কত আত্মীয় স্বজন আসবেন। সবচেয়ে লোভনীয় ভিক্ষায় নাকি কত কি পাবে! ছোটমাসীমা ও মেসোমশাই নাম লেখা সোনার আংটি দিয়েছেন। মামাবাড়ী থেকে নাকি ঘড়ি পাবে। বাঁড়ুজ্যে বাড়ি (দিদির হবু শুগুর বাড়ি) থেকে একটা সোনার চেন, তার ওপর ভিক্ষার ঝুলিতে নগদ টাকা এবং কপালে থাকলে গিনিও পেয়ে যেতে পারে। যদিও অন্যরা ভাবছে ছেলেটার মাথা ঘুরে গেছে।

বিকেল বেলা উঠোনে দিদি, আমাদের আত্মীয়দের মেয়েদের সঙ্গে উঠোনে কোর্ট কেটে একা দোকা খেলছিল। হঠাৎ একটা বিতিকিশ্রী বোটকা গন্ধ পেয়ে দিদিরা খেলা বন্ধ করে ফ্রক দিয়ে নাক চেপে ধরল। হঠাৎ ধুর্জটিদার উচ্চস্বরে ডাক গুনল, 'সবাই এখানে আয়, দেখে যা আমি কি করছি।' ধুর্জটিদার চেঁচামেচি শুনে সব বাল্য খিল্যের দল বাইরে গেল। বাইরে দেখল ধুর্জটিদা একটা বিরাট ছাগলের পিঠে চড়ে ঘুরছে, ছাগলটার সাইজ একটা ছোট যাঁড়ের মত। সেটা থেকেই জঘন্য গন্ধটা ছড়াচেছ। দিদিরা শুনল ওইটাই নাকি কাল দুপুরে ধুর্জটিদার পৈতের নেমন্তরে রামা এবং খাওয়া হবে। দিদির তো ছাগলের গন্ধেই অমপ্রাশনের অম উঠে আসার যোগাড়। সে তখনই সংকল্প করল সে মাংস খাবে না। আবার ছাগলটার দাড়িটি বিশেষ দ্রষ্টবা। প্রায় মাটিতে ঠেকে আর কি।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়েই দিদি বিরক্ত হয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল। পরদিন ভোর থেকে সে কি কর্মব্যস্ততা - ভোর চারটের সময় ধুর্জটিদাকে ওঠানো হল। সে কি সোজা কাজ - ধূর্জটিদাকে প্রথমে মাসীমা, মামীমা, মা সবাই মিলে ওঠাবার চেষ্টা করলেন। ধূর্জটিদা আরও কুঁকড়ে কুকুর কুণ্ডলী হয়ে গুয়ে রইল। শেষকালে মেসোমশাই আসতে ধুর্জটিদার সব জারিজুরি ঘুচে গেল। সে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল। তখন ধুর্জটিদাকে দই, চিড়ে, রসগোল্লা, চা খাওয়ানো হল। কারণ পৈতে না শেষ হলে কিছু খাওয়া চলবে না। ছোটরা কেউ উঠল না। কতক্ষণ পর জানে না - দিদি উঠে দেখল

অং বং করে তারস্বরে পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন (দিদি পরে সংস্কৃতে এম এ পাশ করেছিল)। দিদি ও অন্য ছোটরা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বড়দের কাছে জানতে চাইল ভিক্ষে দেওয়া হয়ে গেছে কিনা। বড়রা বল্লেন 'ভিক্ষার দেরী আছে, তোরা চান করে বেশী করে জল খাবার খেয়ে নে।' জলখাবার হল বাড়ির ভাজা মুড়ি, গরম জিলিপী, বোঁদে। জিলিপীর রস দিয়ে গরম মুড়ি যে না খেয়েছে সে কিছুই অনুমান করতে পারবে না তার আকর্ষণ। সহরের ছেলেমেয়েরা জানে কি না জানিনা মুড়িতে আবার কুসুম বীচি ছিল। ছোটরা এত খেল যে মা, মাসীমা ও মামীমা ওদের পরিবেশন করতে করতে হাঁপিয়ে উঠলেন। তাদের কলরবে ও পুরোহিতের তারস্বরে মন্ত্র পড়ার তর্জনে বাড়ির পাঁচিলে যত কাক বসেছিল তারা কা কা করে চেঁচাতে লাগল - কিছু পালাল না, বৃত্তাকারে উড়তে লাগল। পালাবে কি? তারা জানে ভোজ বাড়ি, তাদের কপালেও ভাল মন্দ জুটবে। ছেলেমেয়েরা পেটপুরে খেয়ে পেছনে খামারে যেখানে গৈতে হচ্ছিল সেখানে উপস্থিত হল। সবাই দেখল ধুর্জটিদা নেড়া হয়েছে, তার কান ফোটানো; পরণে কৌপীন (ল্যাঙ্গট)। ধুর্জটিদার রং তার মাও বলতেন কালো। তাই তাকে কেমন দেখাচ্ছিল না বল্লেও চলবে - এইটুকু বলা যায় যে it was not a pretty picture.

তখনি ভিক্ষা দেওয়া সুরু হল। একের পর এক আত্মীয় আত্মীয়া ভিক্ষার ঝুলিতে টাকা ও ফলমূল দিতে লাগলেন। সঙ্গে আতপ চাল। ধুর্জটিদাকে শিখিয়ে দেওয়া হল মহিলা হলে 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি মাতা' আর পুরুষ হলে 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি পিতা' বলতে। ধুর্জটিদার সে দিকে যত না মন ভিক্ষার ঝুলিতে তার চেয়ে বেশী নজর। দু একবার উঁকি দিয়ে দেখতে চাইল ঝুলিতে কি পড়ল না পড়ল। মেসোমশাই এমন কটমট করে তাকাচ্ছিলেন, নইলে ভিক্ষার ঝুলিতে শুধু উঁকি নয় হাত ঢুকিয়েও দেখত কি কি পেল।

এমন সময় বাবা ও মামাবাবু এসে ছোটদের তাড়া দিয়ে নিয়ে গিয়ে খেতে বসালেন। ছোটদের সঙ্গে বড়রাও অনেকে খেতে বসেছেন। দিদি জিজ্ঞেস করল 'বাবা, এত তাড়াতাড়ি খেতে বসতে হোল, ধুর্জটিদার ভিক্ষা এখনও শেষ হল না।' বাবা বল্লেন 'তিনটে বাজছে তা জানিস?' দিদি অবাক, তিনটে! তিনটেতে সে কবে খেয়েছে? যাই হোক, পরিবেশন সুরু হল। শালপাতা পেতে মাটিতে বসে খাওয়া। মাটির খুরির গ্লাসে জল। প্রথমে শাক, তারপর বেগুন ভাজা, মাছের মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল, পশ্চিমবঙ্গের গাঁয়ের ভাষায় ডিংলার ঝাল মানে কুমড়োর ঘ্যাঁট, ইত্যাদি। সব হাতে করে পরিবেশন, এমন কি ডালও। বাঁকুড়া, বীরভুম এবং বর্ধমানের সব গাঁয়েই এই ব্যবস্থা। বসার আসন থাকে না , মাটিতে বসতে হয়। গাঁয়ের সবাই উবু হয়ে বসে। বাড়ির ছেলেমেয়েরা পিঁড়ি বা আসন পায়। বিশেষ আমন্ত্রিতরাও আসন পান। বেশীর ভাগ পুরুষ মানুষ প্রথম ব্যাচে বসেন। তবে কোন কোন মহিলা যাঁদের বাপের বাড়ি এই গ্রামে তারা প্রথম ব্যাচে ব্রাহ্মণ ও গণ্যমান্য গ্রামবাসীদের সঙ্গে বসেহেন। মাছ এল, সবাই হৈ হৈ করে উঠল। মাছের চেহারা দেখে বেশ ভালো লাগল। আলু পটল দিয়ে মাছের কালিয়া। কালিয়ার চেহারা দেখে জিবে জল এল। বড় বড় টুকরো মাছ, রং ও গন্ধ অপূর্ব। আগ্রহ ভরে মুখে তুলেই প্রায় থু থু করে ফেলে দেবার জোগাড়। একেবারে নুনে পোড়া। দিদি কাঁদো কাঁদো গলায় বাবাকে বল্ল 'মাছে বড় নুন।' বাবা চুপি চুপি বল্লেন, 'যাতে লোকে বেশী না খায় তাই এত নুন দিয়েছে।' দিদি গ্রামের কাভ কারখানা দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেল।

সামনে এক বিশিষ্ট মহিলা বসে খাচ্ছিলেন। তাঁর সামনে একটি পেতলের মাঝারী বালতি যেরকম বালতিতে করে পরিবেশন হচ্ছিল। বাবা দিদি ও আরও অনেকে লক্ষ্য করছিল সামনের এক মহিলার সামনে সেরকম একটি পেতলের বালতি রাখা রয়েছে। তাতে চূড়ো করা মাংস, প্রায় উপচে পড়ে আর কি।

হঠাৎ সবাই লক্ষ করল যে মহিলাটির সামনে বালতি ছিল তিনি হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে রাশ রাশ মাংস খাওয়া সুরু করলেন। আর অত মাংস কি করে অত তাড়াতাড়ি পেটে পুরলেন, সহরের সবাই বিস্ময়ে বিহুল। বালতিটি শেষ হলে মেসোমশাই হাতজোড় করে ভদ্রমহিলাকে বল্লেন, 'বৌদি, আরও মাংস খান।' তিনি বল্লেন, 'না ঠাকুরপো, আজ আর খেতে পারব না। কাল রাতে কাঁপুনি দিয়ে পালা জুর (ম্যালেরিয়া) হয়েছিল। দুটো লেপ চেপে দিয়ে মেয়ে চেপে ধরেও সামলাতে লারছিল (পারছিল না)।' সহরের সবাই বাক্যহারা - কাল ম্যালেরিয়ায় ভূগে আজ এক বালতি মাংস ও আনুষঙ্গিক যা খেলেন। আমার বাবাও খুব খাইয়ে কিন্তু মহিলাটির কাছে শিশু।

সবাই যখন খেয়ে উঠলেন তখন সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ধুর্জটিদা ঘরের কোনে ঢুকে গেছে। তিনদিন সেখানেই থাকবে। ছোটরা সন্ধ্যে হতে না হতে ঘুমিয়ে পড়ছে দেখে তাদের খাইয়ে দেওয়া হল - দুধ, ফল, মিষ্টি। তারপর তারা মেঝের ঢালা বিছানায় শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের পূর্বমূহুর্তে কারো কারো কানে তখনো বাজছে 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি মাতা, ভবতি ভিক্ষাং দেহি পিতা।'

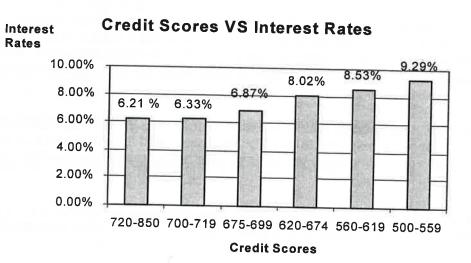


Credit score can make all the difference when you're shopping for the lowest mortgage interest rate for your dream home

Say you want to buy a house. Before you start dreaming about best locations and chatting with real estate agents, do yourself a huge favor: Make a favor for your self-check your credit scores. Over the last several years, credit scores have been refined to the point where they are now one of the most important factors for lenders for their decision makings.

Your credit score, or FICO score, is a rating created by Fair Isaac to boil down all of the information in your credit report to three digits, ranging from 300 to 850, that tells lenders how likely you are to pay back your loan or how risky you are as borrower. Although lenders interpret credit scores differently, they usually reserve the best interest rates for borrowers with solid credit, or scores of about 700 or higher. Borrowers with scores in the low 600s, on the other hand, are considered risky investments and warrant higher rates.

In fact, recently a borrower with a score of 720 to 850 would pay 6.21 percent for a 30-year mortgage, while someone with a score of 620 to 674 would pay 8.02 percent, according to MyFICO.com, a division of Fair Isaac (May 28, 2004).



On a \$200,000 mortgage, you pay about \$1466 when your FICO score is 620-674 instead of \$1231 when your score is in between 720-850-that's the difference of \$235 a month in 30 years mortgage payments and about \$83,000 in interest over the life of the loan.

What's in a score?

www.pujari.org

Any time you take out credit, your information – including whether you pay your bills on time and how close you are to your credit limit, how many accounts are open – is reported to the three major credit bureaus, Equifax, Experian and TransUnion. As long as you've had one line of credit open for at least six months you probably have a credit score.

Under the Fair Credit Reporting Act, you can request a free copy of your credit report from all three of credit bureaus if you've been denied credit. But, if you want to see your credit score, you'll have to pay. In fact, because each of the three credit bureaus maintains an individual report for you, you actually have three scores.

You can access credit scores from all three bureaus at myFICO.com, which is run by Fair Isaac for a payment. You'll get an explanation of how your score is likely to affect your credit, information about what is helping and hurting your score and a snapshot of your credit history. The scores should be pretty close, but there can be discrepancies as per Fair Isaac. Those discrepancies are likely to be the result of errors in your credit report. Some errors are obvious -- such as an account that doesn't belong to you -- while others are less easy to pick out. For example, if the credit limit on your home equity line shows up as being smaller than it actually is you may be penalized for being too close to your limit.

To correct an error, contact the creditor directly and request that it update all three credit agencies and send you a copy of the correspondence for your records. Keep in mind, though, that it may take quite a while for these corrections to be reflected in your score.

If you don't have immediate plans to buy a home, you may be able to further improve your score by consolidating accounts or transferring balances. For example, if you have several department store credit cards near their max, you might benefit by moving all three balances to a low-interest credit card with a higher limit.

But if you're applying for a loan in the short term it's probably not a good idea to open, close or consolidate accounts. This could shorten your credit score or make it appear that you are near your credit limits. There are times when it makes sense to close inactive accounts and transfer balances for the lowest rate, but be careful about making big changes before you apply for a mortgage or other loans. Shuffling your debt could actually lower your credit score.

"There is no magic bullet" to improve your credit scores. In any case, the biggest improvement to your score will come with time and responsible credit management, and is not to seek a lot of credit. The most important thing you can do is simply pay your bills on time and aggressively pay down your consumer debt.

Gouranga Banik is a Professional Consultant for Real Estate Mortgage and Investment. He is with **HomeStart Financials & Mortgage** and can be reached at 678-766-8000 or via e-mail gbanik@bellsouth.net



www.pujari.org

শারদীয়ার শুভেচ্ছা গ্রহন করুন!!

বিস্মিল্লা সুপার মার্কেট



শেরা মুল্যমান সর্বনিম্ন দাম

- আকর্ষনীয় দামে সর্বোত্তম হালাল মাংস. রুই, কাতলা, ইলিশ. পাঙ্গাশ, আইড়, বোয়াল, পাবদা, কই, মৃগেল, শুটকী ও অন্যান্য ছোট মাছ।
- দেশে ফোন করার জন্য ২০% ছাড়ে ফোনকার্ড।
- রায়ার যাবতীয় মশলা, সজী, মিষ্টি, ও মুখরোচক সামগ্রী।
- বাংলা বই, অডিও-ভিডিও ক্যুসেট, ডি ভি ডি।

We have a large inventory of Fishes, Poultry, Meat, Vegetables, Asian Spices, Snacks, books, cassettes and other household products at **unbeatable price**.

Sale: 20% Discount on all phone cards

WE DO VIDEO CONVERSION

PAL <---> NTSC

100% Satisfaction Guaranteed

BISMILLIAH SUPER MARKET

4022 BUFORD HWY, ATLANTA, GA 30345 PH: (404) 320-9188 FAX: (404) 235-5912



প্রাকবৈবাহিক আশঙ্কা

মনোজিৎ ঘোষাল আটলান্টা

মাষ্টার মশাই বলতেন 'জানো ঘোষাল, বাঙ্গালি মেয়েদের কাজ করতে গেলেই মাথায় রক্ত চড়ে যায়। মুখ দিয়ে আগুন ছোটে। সারা পৃথিবীর কত কত মানুষের দোষে তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে ইত্যাদি। বহু লোকের নানারকম দোষের ইতিহাস থাকে নখ দর্পনে। কখনও নিজের দোষ দেখে না।' তখন আমি নবীন যুবা, বিয়ে করার কথা মনে আসেনি। সবে M. Sc. পাশ করে গবেষণা করতে সুরু করেছি। নারী চরিত্র বিশ্লেষণ বিষয়টি জানার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি নি। তাঁর মুখে এই রকম কথা শুনে অবাক হলুম। আমার কাছে মাষ্টার মশাই ছিলেন আদর্শ চরিত্রের, এত সভ্য ভদ্র লোক, এত সহানুভূতিতে ভরা মানুষ আমি আগে দেখিনি। দেশের মাষ্টার মশাইরা ত ছাত্রদের ধমকে ছাড়া কথা বলেন না। অন্ততঃ তখন বলতেন না। আমার মাষ্টার মশাই আমার প্রকৃত মেন্টর ছিলেন। মানে আমি তাঁকে মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছিলুম মেন্টর বলে। কেমিন্ট্রি ল্যাবরেটরিতে সারাদিন কাজ করি, নানারকম কাঁচের এ্যাপারেটাস নিয়ে সর্বদাই নাড়া চাড়া করি। কিছু ভেঙ্গে ফেললে বলতেন যে সে ত হতেই পারে। কাজ করা ছেড়ে দিলে তবেই ল্যাবে কাঁচের বাসন ভাঙ্গা বন্ধ হবে। এরকম কথা আগে কারও কাছে শুনিনি। অন্য মাষ্টার মশাইরা ত পারলে গলা কেটে ফেলতেন। ডিপার্টমেন্টের যিনি হেড ছিলেন তিনি ত এইরকম সামান্য ঘটনাতে সারাদিন চেঁচিয়ে পায়চারি করে অন্থির করে ফেলতেন সকলকে। আমি তাঁকে দেখতে পারতুম না। আমার মাষ্টার মশাই বলতেন, 'ঘোষাল, বাঙ্গাল মাত্রেই বদ মেজাজি হয়, ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট। আমাদের হেড খুবই ভাল লোক। ভুল বুঝো না।'

বিকেল ৪টা থেকে টেনিস বল নিয়ে ক্রিকেট খেলা সুরু হয়ে যেত। মহানন্দে আমরা খেলতে চলে যেতুম। তারপর ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, কিছু না হোক টেবল টেনিস। রাত্রি দশটার পর বাড়ী ফিরতুম। জীবনটা বেশ মোলায়েম ভাবে কাটছিল। বাঙ্গালি মেয়ের স্বভাব বিশ্লেষণ করার সুযোগ এবং ইচ্ছা কোনোটাই তখন প্রবল ছিল না। মাষ্টার মশায়ের কথাটা মনে একটু খটকা দিয়ে যেত - 'কাজ করতে গেলেই মাথায় রক্ত চড়ে যায়।' মা পিসিমা কাউকে ত এমন কাজ করতে গিয়ে ক্ষেপে যেতে দেখিনি!

ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে আমরা ভাড়া থাকতুম। তিনি স্বপরিবারে দোতলাতে থাকতেন দুই মেয়ে ও দুই ছেলেকে নিয়ে। ছেলে দুটি কাছাকাছি আমার ও দাদার বয়সী ছিল। নাম ছিল তাদের কেবু (অর্থাৎ ক্যাবলা) এবং পতু (অর্থাৎ প্রেত)। কেবু সত্যি তার নামকে সার্থক করেছিল, কিন্তু পতুর ওপর যে খুব অন্যায় করা হয়েছিল তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। মেজ ও ছোট মেয়ে থাকত ডাক্তার বাবুর সঙ্গে। মেজকে নিদ বলে ডাকত ছোট। নিদ সারাদিন নানা কারণে খুব গলা চড়িয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে যেত। খুব বেশী রাগ হলে সিঁড়ি বেয়ে নীচে এসে শেষ ধাপটাতে বসে থাকত। মুখ দিয়ে আগুনের আভা এবং বোধহয় একটু হল্কাও বেরোত। অনেক্ষন মুখ গোমড়া করে বসে থাকতো। তার মা এসে আনেক আদর করে নিয়ে যেতেন। আমরা চলে আসার আগে শুনলুম নিদর বিয়ের ঠিক হয়েছে পাটনাতে। এ মেয়ে যে বাড়ীতে যাবে সেখানে কাক চিল বসবে ন। নিদ কনের সাজে চোখের জল ফেলে শুশুরবাড়ী চলে গেল। আমরাও চলে গেলুম অন্য অন্য সহরে নিজেদের ভাগ্য অন্থেষণে। দাদা চলে গেল ধানবাদে Fuel Research Institute এ আর আমি চলে গেলুম এক নতুন য়ুনিভার্সিটিতে Lecturer হয়ে। নিদর গলা আর জীবনে কখন শুনতে হবে না এই আশা নিয়ে।

আচার্য্য মশাই এর বাড়ীর একতলাতে বাসা নিলুম। দোতলাতে তিনি স্ত্রী ও আটটি মেয়ে নিয়ে থাকতেন, আর একটি শীঘ্র আসবে সে কথাও বললেন। দু মাস বাদে মৈনুর ঘর আলো করে একটি ছেলে হোল। কদিন বাদে বড় রকম ভোজ হোল। সর্বসম্মুখে বললেন প্রফেসর সাহেবের আশীর্বাদেই ছেলে হয়েছে। কিরকম react করা উচিত ঠিক বুঝলুম না , একটু লজ্জিত হয়ে গেলুম। মহিলাটিকে বেশ ভালো দেখতে। খুব মিষ্টি করে কথা বলতেন। মাসে একবার করে ওপরে গিয়ে ভাড়া দিয়ে আসতুম। মৈনু বলতেন যে টাকার টান পড়লেই দেখি Professor সাহেব টাকা দিয়ে যান। কিছু সারাদিন স্বামীর ওপর যত গর্জন করতেন তা শোনবার পর মাসে একবারের বেশী ওপরে যাবার শখ ছিল না। কাছেই মৈনুর বাপের বাড়ী , অনবরত যাওয়া আশা হোত। একদিন কলেজ থেকে বাড়ী ফিরছি, দেখি মৈনুর মা ও ছোট বোন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরছেন আর মৈনু ওপর থেকে চেঁচাচ্ছে 'আমি নিজের কপালে করে খাচ্ছি , আমি কারও পরোয়া করি না।'

যেখানেই যাচ্ছি ওপর তলার কোন না কোন মহিলা জীবন দূর্বিষহ করে দিচ্ছেন। আর কখন দোতলা বাড়ীর একতলা ভাড়া নোব না। অন্য বাড়ী ভাড়া নিয়ে চলে গেলুম। প্রতিবেশীর কাছে শুনলুম মৈনু বলেছে প্রফেসর সাহেব আমাকে নিয়ে এত হাসাহাসি করেন, দেখে নোব নিজের বৌ আসার পর কি বলেন।ঞ্চ আমাদের দেশে কথাপ্রবাহের গতি প্রবল। ছ মাস পরে বিয়ে করলুম। মনে আশঙ্কা রয়ে গেলো স্ত্রীর কি কাজ করতে গেলে মাথায় রক্ত চড়ে যাবে ? না কি নদি আর মৈনুর মত bi-polar হবে?



Diabetes

Dr. Tarun Ghosh

In the United States an estimated 24 percent of adults have the so-called metabolic syndrome, which increases the risk for diabetes and heart disease while in the UK there are an estimated one million or more people with diabetes. The problem is that people with diabetes have a higher risk of heart attacks and strokes than the general population, and most of their deaths are due to cardiovascular disease straining health systems. Bengalis are among the ethnic groups that carry a higher risk of Type II diabetes. Therefore, this article should be of particular interest to Pujari members.

Basics of Diabetes

Diabetes is a chronic disease in which the body does not make enough insulin or the body cells have trouble using Insulin.

Insulin is a hormone made in the Pancreas that helps the body use glucose for energy and keeps the blood sugar in the normal range of 60mg/dl to 110mg/dl for persons without diabetes.

There are four main types of diabetes mellitus:

- Type I, also known as insulin dependent diabetes mellitus, IDDM, or juvenile-onset diabetes mellitus.
 People with this type of diabetes mellitus make little or no insulin in their body, and need regular insulin injections to manage the problem.
- Type II, also known as non-insulin dependent diabetes mellitus, NIDDM, or adult-onset diabetes
 mellitus. This is the most common form of diabetes mellitus, and is strongly associated with obesity.
 In this, the body produces normal or even high levels of insulin, but certain factors make its utilization
 ineffective. Obesity is one factor that disables the efficient use of insulin.
- Gestational diabetes mellitus, or pregnancy-induced DM.
- Secondary diabetes mellitus, caused due to drugs or other medical conditions.

Symptoms

The symptoms of diabetes also depend on the type of diabetes mellitus and also how long the problem has been untreated. The signs and symptoms are also related to the blood sugar levels. These include:

- Increased thirst and hunger
- Frequent urination and increased amounts of urine excreted
- Weight loss, Fatigue, Nausea and vomiting, Blurred vision
- Skin infections, especially fungal or more serious bacterial infections
- Urinary infections
- Coma, which only happens if the diabetes is out of control

Since Type II diabetes is common among Bengalis, we will focus for a second on this specific type of the disease. In the early stages, Type II diabetes often has no symptoms. When symptoms do occur, they may come on gradually and be very subtle. They include feeling tired, dry, itchy skin, numbness or tingling in hands or feet, frequent infections, increased urination, blurred vision, problems with sexual function, slow healing of cuts or sores, increased hunger or thirst.



Festive Greetings!!! Happy Durgapuja, Diwali and Laxmipuja



Filmfare

"The Ultimate Source for Music, Movies, and Groceries"

DVD. Video Sales & Rentals, Compact Disc. Audio Cassettes. Video Conversions

Please visit us for all latest Hindi, Bengali, Tamil, Telegu, Mlayalam & Kannada Movies.

Filmfare

www.filmfareatlanta.com

10684 Alpharetta Hwy. Suite 700 and 800. Roswell, GA 30075

(770) 552-2999



Causes of Diabetes

The exact cause of diabetes is unknown. The causes may vary depending upon the type of diabetes mellitus and can be listed as:

- Genetic: this plays a part in all types of DM
- Obesity (people who are over 40 and/or overweight): this is the most common cause of type II or NIDDM
- Autoimmune disorders, may cause Type I DM
- Pregnancy, which can cause gestational DM
- Family history of diabetes
- Medications, such as prednisone, thiazide diuretics, or oral contraceptives, which may cause secondary DM
- Other hormone imbalances, such as high adrenal hormone levels in Cushing's syndrome, which may cause secondary DM
- Race, as type II is more common in Bengalis and Punjabis
- Sedentary lifestyle and unhealthy dietary patterns

Diagnosis

Diabetes mellitus is diagnosed based on a high level of glucose or sugar in the blood. The doctor may suspect diabetes mellitus after taking the medical history and doing a physical examination. There are several blood sugar tests used for diagnosis, including:

Fasting plasma glucose test: In this test, a person is asked to fast overnight, at least 8 hours, and the level of glucose in the blood is then checked. Normal fasting plasma glucose levels are less than 110 mg/dl. A fasting plasma glucose level of more than 126 mg/dl usually indicates diabetes mellitus.

Random blood sugar test or plasma glucose test: This can be done without fasting. A level of 200 mg/dl or higher generally indicates the presence of diabetes.

Oral glucose tolerance test: This is the preferred way to diagnose pregnancy-induced diabetes.

The American Diabetic Association recommends the following levels:

Test	Level in Non-Diabetics	Goal for Diabetics
Blood sugar before meals	Less than 110mg/dl	80-120mg/dl
Blood sugar (1-2hrs after meals	Less than 140mg/dll	
Hb A1C	Less than 6%	Less than 6.5%

HbA1C shows your "average" blood sugar level over the previous 2-3 months. This test gives you an overall picture of diabetes control.



Treatment of Diabetes

Please remember you have the most important role in your own care irrespective of the type you have. Your main goal of treating diabetes is to control your blood sugar level by keeping it as close to normal as possible. The treatment also depends on the type of diabetes present.

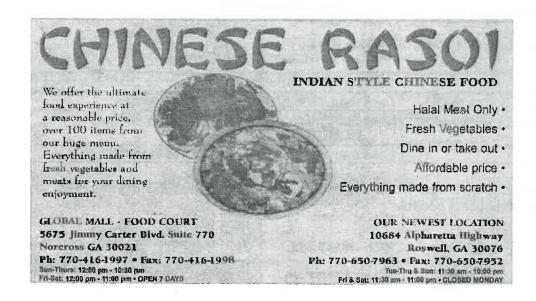
Type I diabetes is generally treated by insulin injections which replace the insulin that is not produced in the body.

Type II diabetes mellitus or NIDDM, is initially treated with weight reduction, diet control and regular exercises. When these measures fail to control the blood sugar levels, oral medicines are used. Please remember starting insulin does not mean that medications have failed. Insulin shots are not painful.

Oral Medicines and Injections: Sulphonylureas are a group of drugs that stimulate the release of insulin from the pancreas. Thiazolidenediones are another group of drugs that increase the insulin efficiency and sensitivity. Precose or Acarbose delays the absorption of glucose by the intestines. Metformin reduce production of glucose by the liver. In some cases, where oral drugs are insufficient, insulin injections are added.

Exercise: It is an important component of diabetes therapy. Exercise utilizes blood sugar and makes the body more sensitive to insulin.

Diet: The diabetic diet is designed to meet the nutritional requirements, to maintain normal blood sugar levels and at the same time to help in weight reduction. It is also important to eat meals at regular time intervals, especially if insulin is used.





www.pujari.org

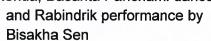
Pujari Activities 2004 at a glance

The quintessence for this year is that Pujari has retained its charm and personal touch while growing by leaps and bounds. The following are the highlights of 2004 activities by Pujari:

A hugely successful New Years Eve Party at the Bombay Grill on December 31st, 2003, at an extremely economical price. Bombay Grill never witnessed such a pompous celebration of New Year. Dancing and celebration lasted past midnight, in accordance with the great spirit and youthfulness of Pujari members.



Saraswati Puja on January 24 at the ICRC Auditorium drawing attention to Mohiner Ghoragulir gaan by Raja Bannerjee, bhajan by Mohua, Basanta Panchami dance







- Joint Holi Celebration with IACA at ICRC, March 6
- A very successful Bengali new years, Baisakhi at State Bridge Crossing Elementary School, April 17: highlighting humorous skit from the works of legendary Bhanu Bandyopadhyay Koutook Naksa, professional vocal music including Najrul Geeti By Pritam and Prithwiraj Bhattacharjee



- Memorial service for Dr. Jayanti Lahiri, May 16
- Pujari Annual Picnic, May 23, East Roswell Park accentuating effervescent activities such as playing cricket and ladies' three-legged race

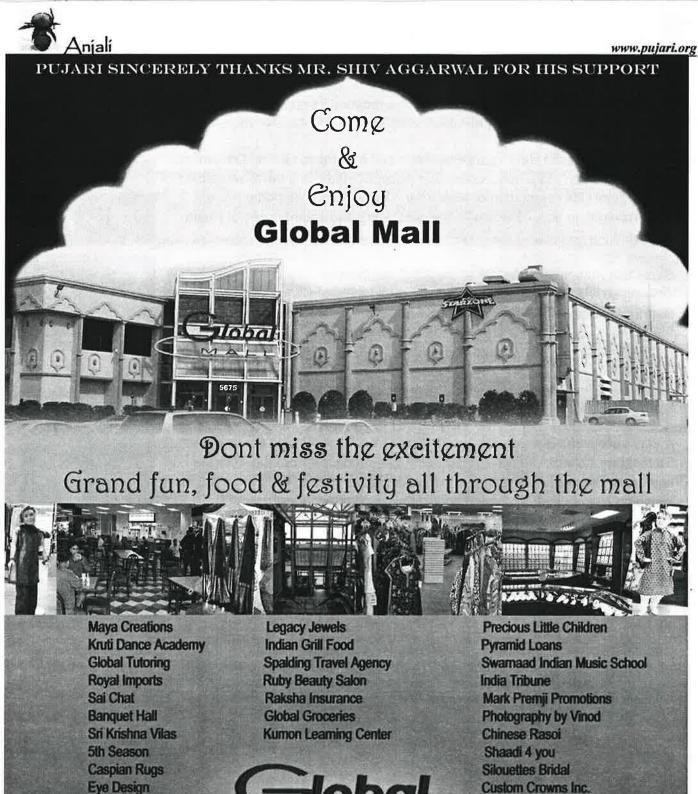




- Pujari Cultural Evening, July 16; memorable rendition of Rabindrasangeet by Roma Mondal, accompanied on the tabla by Biblab Mondal
- Active participation at the Festival of India, 2004 at Gwinnett Civic Center
- Pujari South Asian Tennis Tournament, September 19 & 26, sponsored by Comcast Cable, East Roswell Park
- Durgapuja 16th And 17th October at IACA Smyrna



Thanks for your continuous support for Pujari. Please keep visiting us at www.pujari.org.



Custom Crowns Inc. High Tech Pharma

5675, Jimmy Carter Blvd, Norcross, GA - 30071 # (770) 416 1111. Fax: (770) 416 1128 www.amsglobalmall.com



Investment Opportunities for Investors. Investments that yield significant profits.

We are seeking investors who are interested in profitable real estate investments yielding a 15%+ return. Tri-Star* Financial Services utilizes investment capital to receive high returns. Dependent upon the program, we may bring investors short-term cash returns ranging from 10% to 15%+. We believe Real Estate is a very solid investment compared to other instruments. These investments are intended to produce monthly cash flow at much higher than typical market returns.



Program #1 (Credit Advantage Program)

This program enables investors who may lack sufficient funds to invest in real estate to leverage their high credit (FICO 660+) to establish a cash flow producing investment.

Program #2 (Capital Note Program)

This program allows investors to leverage large amounts of capital to make above average returns at 10 - 15% guaranteed and secured within less than 30 days.

Program #3 (Equity Partner Program)

This is a joint-venture program between you the investor and the investment company. This program allows substantial cash on cash returns of 20% to 50%+ through creative real estate investing.

	Program # 1	Program #2	Program #3
Cash Out Lay	\$600	\$5k-\$15k	\$5k
Risk	Low	Low	Medium
Rate of Return	10%	12-15%	15% +
Term	Long - Term	30 days	6-8 months



Serving all 50 States

478-929-2100 Office 478-929-2106 Fax tgadson@tristar.mgacoxmail.com

Account Manager: Tricia Gadson

Carribean Kitchen







Malani Jewelers

739, Dekalb Industrial Way, Suite 100, Atlanta, GA 30033 Tel; 404-298-7811 Open: Tue-Sun 11-7 pm email: malanis@bellsouth.net www.malanijewelers.com